কেরাত শিক্ষা।

প্রথম ভাগ।

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ এমামোল মিল্লাতে অদ্দীন, শায়খোল হোদা.
হাদিয়ে জামা'ন, সুপ্রসিদ্ধ পীর জনাব মওলানা শাহ সুফী

মোহাম্মদ আবুবকর সাহেব

কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

জেলা ২৪ পরগণা—পোঃ টাকী, সাং নারায়ণপুর নিবাসী
খাদেমুল ইসলাম।

মোহাম্মদ রুহল আমিন কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট, হানাফী মেশিন প্রেস হইতে
মুন্‌শী মোহাম্মদ শুকুর আলি দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩৩৪ সাল।

মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
তরতিল ও কেরাতের নিয়মাবলীর আবশ্যকতা	১—৯
কেরাতে রাগরাগিনী	৯—২৭
কেরাতের ভ্রম	২০—৩৮
মখরেজে-হরুফ	৩৯—৪২
মোশতাবেহোছ-ছওত অক্ষরগুলির প্রভেদ	৪৩—৪৪
ছেফাতে-হরুফ	৪৫—৪৮
এজহার	৪৯
এখফা	৪৯—৫১
গোন্না বিশিষ্ট এদগাম	৫১—৫২
বেলা-গোন্না এদগাম	৫২—৫৩
বায়ে-কলব	৫৩
তশদীদযুক্ত নুন ও মীম	৫৩
মিম ছাকেনের বিবরণ	৫৪—৫৫
রে পোর ও বারিক পড়া	৫৫ - ৫৯
লাম পোর ও বারিক পড়া	৫৯
এদগামে-মেছলাএন	৫৯—৬০
এদগামে-মোতাজানেছাএন	৬০
এদগামে মোতাকারেবাএন	৬১
মদ্দের বিবরণ	৬১—৬৫
অক্‌ফের বিবরণ	৬৫—৭৪
এছকান, রওম ও এশমাম	৭৪—৭৫
অক্‌ফের চিহ্নগুলি	৭৫—৭৮
ছাক্‌তার বিবরণ	৭৯
হায়ে-জমির	৭৯—৮০
যে যে স্থলে কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে	৮০—৮২
হরুফে শামছি ও কামারি	৮২ ৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
এমালা	৮৩
হামজার তহকিক, তবদিল ও তছহিল	৮৪
কতক জরুরি বিষয়	৮৫ ৮৮
সাত মঞ্জেল	৮৯
ছেজদায় তেলাওয়াত	৮৯ ৯১
তকবির পাঠ ও কোর-আন খতমের নিয়ম	৯১ ৯২
কতকগুলি মছলা	৯২ ৯৫
কারিগণের নাম ও সংখ্যা	৯৫ - ৯৬
কোর-আনের পারা, রুকু, আয়ত, কলেমা, অক্ষর, জের, জবর ইত্যাদির সংখ্যা	৯৬—৯৮

ভ্রম-সংশোধন।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৬	আদায়	আদায় করা
৫	১১	আজানি	আজানি
৬	১২	বলিতেছে	বলিতেছি
৭	৪	গোম্মা	গোন্না
১১	৫	لم يتفن	لم يتغن
১১	১৪	মর্ম্ম	মর্ম্মে
১৩	১৬	মাওরারদি	মাওয়ারদি
২৩	১১	হালকদির	ফৎহোল-কদির
২৭	১০	لَمْ يَلَدْ	لَمْ يُوْلَدْ

182. Jc. 927. 50
736
I/28

কেরাত শিক্ষা।

প্রথম ভাগ।

763
15.3.28

11 MAR 1928
WRITERS' BLDG.
CALCUTTA.

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ এমামোল মিল্লাতে অদ্দীন, শায়খোল হোদা, হাদিয়ে জামা'ন, সুপ্রসিদ্ধ পীর জনাব মওলানা শাহ সুফী

মোহাম্মদ আবুবকর সাহেব

কর্তৃক অনুমোদিত।

জেলা ২৪ পরগণা—পোঃ টাকী, সাং নারায়ণপুর নিবাসী

খাদেমুল ইসলাম।

মোহাম্মদ রুহুল আমিন কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

(32)

প্রথম সংস্করণ

৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট, হানাফী মেশিন প্রেস হইতে
মুন্‌শী মোহাম্মদ শুকুর আলি দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩৩৪ সাল।

মূল্য ॥৶৹ দশ আনা মাত্র।

কেরাত শিক্ষা।

প্রথম ভাগ।

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ এমামোল মিল্লাতে অদ্দীন, শায়খোল হোদা.
হাদিয়ে জামা'ন, সুপ্রসিদ্ধ পীর জনাব মওলানা শাহ সুফী

মোহাম্মদ আবুবকর সাহেব

কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

জেলা ২৪ পরগণা—পোঃ টাকী, সাং নারায়ণপুর নিবাসী
খাদেমুল ইসলাম।

মোহাম্মদ রুহল আমিন কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট, হানাফী মেশিন প্রেস হইতে
মুন্সী মোহাম্মদ শুকুর আলি দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩৩৪ সাল।

মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা মাত্র।

IMPERIAL LIBRARY

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
তরতিল ও কেরাতের নিয়মাবলীর আবশ্যকতা	১—৯
কেরাতে রাগরাগিনী	৯—২৭
কেরাতের ভ্রম	২০—৩৮
মখরেজে-হরুফ	৩৯—৪২
মোশতাবেহোছ-ছওত অক্ষরগুলির প্রভেদ	৪৩—৪৪
ছেফাতে-হরুফ	৪৫—৪৮
এজহার	৪৯
এখফা	৪৯—৫১
গোন্না বিশিষ্ট এদগাম	৫১—৫২
বেলা-গোন্না এদগাম	৫২—৫৩
বায়ে-কলব	৫৩
তশদীদযুক্ত নুন ও মীম	৫৩
মিম ছাকেনের বিবরণ	৫৪—৫৫
রে পোর ও বারিক পড়া	৫৫ – ৫৯
লাম পোর ও বারিক পড়া	৫৯
এদগামে-মেছলাএন	৫৯—৬০
এদগামে-মোতাজানেছাএন	৬০
এদগামে মোতাকারেবাএন	৬১
মদ্দের বিবরণ	৬১—৬৫
অকফের বিবরণ	৬৫—৭৪
এছকান, রওম ও এশমাম	৭৪—৭৫
অকফের চিহ্নগুলি	৭৫—৭৮
ছাক্তার বিবরণ	৭৯
হায়ে-জমির	৭৯—৮০
যে যে স্থলে কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে	৮০—৮২
হরুফে শামছি ও কামারি	৮২ ৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
এমালা	৮৩
হামজার তহকিক, তবদিল ও তছহিল	৮৪
কতক জরুরি বিষয়	৮৫ ৮৮
সাত মঞ্জেল	৮৯
ছেজদায় তেলাওয়াত	৮৯ ৯১
তকবির পাঠ ও কোর-আন খতমের নিয়ম	৯১ ৯২
কতকগুলি মছলা	৯২ ৯৫
কারিগণের নাম ও সংখ্যা	৯৫ - ৯৬
কোর-আনের পারা, রুকু, আয়ত, কলেমা, অক্ষর, জের, জবর ইত্যাদির সংখ্যা	৯৬—৯৮

ভ্রম-সংশোধন।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৬	আদায়	আদায় করা
৫	১১	আজানি	আজানি
৬	১১	বলিতেছে	বলিতেছি
৭	৪	গোম্মা	গোন্না
১১	৫	لم يتفن	لم يتغن
১১	১৪	মর্ম্ম	মর্ম্মে
১৩	১৬	মাওরারদি	মাওয়ারদি
২৩	১১	হালকদির	ফৎহোল-কদির
২৭	১০	لَمْ يَلَدْ	لَمْ يُوْلَدْ

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৮	৩	পড়িলে	পড়ে
,,	৬	بلعمة	بنعمة
২৯	১	كل	قل
৩০	১১	কারার	কারীর
,,	১৮	কতকগুলি	কতকগুলি মত আছে।
,,	৪	পৃষ্ঠার	পৃষ্ঠায় আছে
৩৩	৪	الكادبين	الكاذبين
৩৯	৯	লাম-আলেফ	লাম ও লাম-আলেফ
৩৮	২৪	আনইয়ার	আনইয়াব
৩৯	২	আনইয়ারের	আনইয়াবের
৪০	২১	আফছায়	আকছায়
,,	২৩	আছাতে	অছাতে
৪৪	৪	স্থলে হে	স্থলে ছোট হে
৪৭	১৯	কালফালার	কালকালার
,,	২০	حل	جل
৮৪	৭	ءالذكرين - ءالله	ءالذكين - ءالله
৮৫	৮	يبصط (س)	يبصط (س)
,,	১৬	আহজারের	আহজাবের

২০ পৃষ্ঠায় ২০ ছত্রে প্রথম ربه স্থলে ربه যহৈবে এবং দ্বিতীয় স্থলে ربه হইবে।

১২ পৃষ্ঠায় ৪ ছত্রে 'পড়ে' শব্দের পরে 'তবে কাফের হইবে' হইবে।

২৪ ,, ১০ ,, 'কতকগুলি' শব্দের পরে 'শব্দ উদ্ধৃত' হইবে।

২৯ ,, ১০ ,, 'মত' শব্দের পূর্ব্বে 'এস্থলে অন্য কতকগুলি' হইবে

সর্প দংশনের তদবির।

নিম্নোক্ত চারিটি আয়ত কুড়ি কুড়িবার পানিতে পড়িয়া ফুক দিবে এবং সর্পদ্রষ্ট ব্যক্তির জখমে কিছু পানি দিবে ও কিছু পানি তাহাকে পান করাইবে, খোদাতায়ালার অনুগ্রহে বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে।

قَالَ اَلْقِهَا يَا مُوسٰى فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى

"কালা আলকেহা ইয়া মুছা ফা-আলকাহা ফা-এজা হিয়া হাইয়া-তোন তাছয়া।" (সুরা তাহা)

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى

"কালা খোজ্‌হা আলাতাখাফ, ছানোয়ি'-দোহা ছিরা-তাহাল উলা।" (সুরা তাহা)

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ *

আফাগায়রা দিনেল্লাহে ইয়াবগুনা অলাহু আছালমা মান

ض

ফিছ্‌ ছামাওয়াতে অল্ আরদে তাওয়াঁও অকারহাঁও অএলায়হে ইয়োর-জাউন। (সুরা আল এমরান)

سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ

ছালামোন আলানুহেন ফিল আলামিন।

অন্য প্রকার তদবির ;—

আলেফ, বে, তে হইতে আরম্ভ করিয়া লাম পর্য্যন্ত পৌছিয়া তিনবার উক্ত লাম পড়িয়া জখমে দম করিবে, এইরূপ ৩।৫।৭ বার করিলে, খোদার ফজলে বিষ পানি হইয়া যাইবে।

তাগা বাঁধার নিয়ম।

নিম্নোক্ত দুইটী আয়তের মধ্যে কোন একটী তিনবার পড়িবে, প্রত্যেক বার পড়া শেষ হইলে, একটু মাটি হাতে লইয়া উহাতে ফুক দিয়া যে স্থান অবধি বিষ উঠিয়াছে, তাহার উপরে বেষ্টনী দিবে, খোদার ফজলে আর বিষ উপরে উঠিতে পারিবে না।

ام ابرموا امرا فانا مبرمون

"আম্ আবরামু আম্‌রান ফাইন্না মোবরেমু।"

লোএনাল্লা।জনা কাফারু মেম্ বানি এছরাইলা আ'লা লেছানে দাউদা অই'ছাবনে মারাইয়ামা জালেকা বেমা আছাঁও অকানু ইয়া' তাদুন।

সর্প বিষের দুইটী পরীক্ষিত ঔষধের ঠিকানা।

১। REV. G. H. LORBEAR, IZZATNAGAR, BERILY.

ঔষধের নাম—তিরইয়াক, TERYAQ.

২। ম্যানেজার, শেফাখানায় হামিদিয়া, পোঃ নওয়াপাড়া জেলা যশোহর

ঔষধের নাম—"আবে রহমত।"

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله
سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

কেরাত শিক্ষা।

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

কোর-আন :— و رتل القرآن ترتيلا

"এবং তুমি 'তরতিল' সহ কোর-আন পাঠ কর।"

তফছিরে রুহোল বায়ান, ৪।৪৯৮ পৃষ্ঠা ;—

"কোর-আন শরিফ ধীরে ধীরে অক্ষরগুলি স্পষ্ট করিয়া ও জের, জবর, পেশ প্রকাশ করিয়া পড়াকে তরতিল বলে। (হজরত) নবি (ছাঃ) কোর-আন শরিফ যেরূপ নাজেল করা হইয়াছিল, সেইরূপ 'তজবিদ' সহ পাঠ করিতেন। অক্ষরগুলি উচ্চারণ স্থল হইতে বাহির করিয়া ও তৎ সমস্তের ছেফাতসহ আদায় করিয়া শব্দগুলি সুন্দর ভাবে পাঠ করাকে 'তজবিদ' বলা হয়।"

তফছিরে আজিজি (পারায় তাবারাক) ১৭৯—

তরতিলের আভিধানিক অর্থ—স্পষ্ট ভাবে পাঠ করা। শরিয়তে পূর্ণ তরতিলের জন্য কোর-আন পাঠ করিতে কয়েকটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি ;—

(১) অক্ষরগুলির শুদ্ধ উচ্চারণ করা যেন দোয়াদ স্থলে জোয়া এবং তোয়া স্থলে তে বাহির না হয়।

(২) অক্ফগুলি সুন্দর ভাবে আদায় করা যেন অযথা স্থলে একটী কথাকে অন্যের সহিত যোগ না করা হয় এবং অযথা স্থলে থামা না হয় এবং আল্লাহ-তায়ালার কালামের স্পষ্টভাব পরিবর্ত্তন না হইয়া পড়ে।

(৩) জের, জবর ও পেশকে স্পষ্ট পৃথক ভাবে পাঠ করা যেন একটী অন্যটির সহিত মিশ্রিত না হইয়া যায়।

(৪) আওয়াজকে একটু উচ্চ করা যেন কোর-আনের শব্দগুলি জিহ্বা হইতে কর্ণে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে হৃৎপিণ্ডে প্রতিধ্বনিত হয়, ইহাতে উক্ত হৃদয়ে আগ্রহ, আসক্তি ও ভয় প্রকাশিত হইতে থাকে।

(৫) মিষ্ট আওয়াজে এবং মোহিনী স্বরে পাঠ করা যেন আত্মায় উহার আছর (ক্রিয়া) পৌঁছিতে পারে।

(৬) তশদিদ ও মদ্দগুলি যথাযথ ভাবে আদায় ইহাতে আল্লাহর কালামের মহিমা ও গৌরব প্রকাশিত হয়।

(৭) যদি কোর-আনের কোন স্থলে কোন ভয়াবহ বিষয়ের উল্লেখ হয়, তবে একটু বিলম্ব করিয়া খোদার নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করিতে থাকিবে, যদি কোন বাঞ্ছনীয় বিষয়ের উল্লেখ হয়, তবে একটু থামিয়া খোদার নিকট উহার যাচ্ঞা করিবে, যদি কোন দোয়া কিম্বা জেকর শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তবে একটু থামিয়া উহা অন্ততঃ একবার উচ্চারণ করিবে।"

মাজালেছোল আবরার, ২৭৭ পৃষ্ঠা ;—

"নামাজের একটী রোকন (ফরজ) কোর-আন পাঠ করা যাহা সমধিক শুদ্ধ ভাষায় নাজিল করা হইয়াছে, কাজেই সমধিক শুদ্ধ ভাষায়

কোর-আন পাঠ করা জরুরি। ইহা 'তজবিদ' ব্যতীত সম্ভব হইতে পারে না, এসূত্রে তজবিদের উপর আমল করা একান্ত ফরজ হইয়া গেল, কেন না আল্লাহতায়ালা কোর-আন শরিফ তজবিদ সহ নাজিল করিয়াছেন, কেন না খোদা-তায়ালা বলিয়াছেন ;—

ورتلنه ترتيلا এই আয়তের 'তরতিল' শব্দের অর্থ তজবিদ, হজরত আলি (রাঃ) এই আয়ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় বলিয়াছিলেন, অক্ষরগুলির তজবিদ (শুদ্ধ উচ্চারণ) এবং অকফগুলি অবগত হওয়াকে 'তরতিল' বলা হয়। তজবিদের অর্থ জিহ্বাকে চিবাইয়া, মুখ চাপিয়া রাখিয়া, চোয়ালকে বাঁকা করিয়া ও শব্দ ঘুরাইয়া পাঠ করা নহে, কেননা এইরূপ কেরাত মেজাজ না পছন্দ করিয়া থাকে এবং অন্তর ও কর্ণ উহা পছন্দ করে না, বরং এরূপ সোজা পরিষ্কারভাবে পড়াকে তজবিদ বলা হয় যাহাতে জিহ্বা চিবাইতে হয় না, ভাবভঙ্গি প্রকাশ করিতে হয় না ও কষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় না। যখন তজবিদ ফরজ হইল, তখন উহার বিপরীত পাঠ করা হারাম হইল, কেননা কোর-আন শরিফ স্বীয় শব্দের শুদ্ধতা ও মর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গিন সুন্দরতার জন্য মো'জেজা (অতুলনীয়) হইয়াছে, এক্ষেত্রে উহা শুদ্ধভাবে পড়িলে তজবিদ সহ পড়া হইল। আর উহা শুদ্ধভাবে না পড়িলে, 'লাহন' হইবে, 'লাহন' আরবি অভিধানে কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এস্থলে উহার অর্থ ভ্রম ও সত্য বিচ্যুত হওয়া। এই ভ্রম দুই প্রকার— স্পষ্ট ও অস্পষ্ট। শব্দ সমূহের ভ্রম ও স্থল বিশেষে মর্ম্মের পরিবর্ত্তনকে স্পষ্ট ভ্রম বলা হয়। ইহাতে নামাজ বাতীল হইয়া যায়।

কেরাত তত্ত্ববিদ বিদ্বানগণ এবং অন্যান্য বিদ্বানগণ এই ভ্রম বুঝিতে পারেন, কেননা ইহা কখন জের, জবর, পেশ ও ছকুন পরিবর্ত্তনে হইয়া থাকে, কখন একটী অক্ষর কম বেশী করায় এবং একটী অক্ষরকে অন্য অক্ষরের সহিত পরিবর্ত্তন করায় হইয়া থাকে। শব্দ সমূহের ক্রটীকে অস্পষ্ট ভ্রম বলা হয়। ইহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন হয় না এবং নামাজ

বাতীল হয় না, বরং ফাছাহাতের ত্রুটী সাধিত হয় এবং অশুদ্ধতার সৃষ্টি হয়, এই হেতু কোর-আন শরিফে উহা হারাম হইয়াছে, যথা বাজ্জাজিয়া কেতাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে. কোর-আন শরিফে ভ্রম করা হারাম, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই, কেননা আল্লাহ বলিয়াছেন, "(আমি) আরবি কোর-আন (নাজিল করিয়াছি), উহাতে বক্রতা নাই।"

এই অস্পষ্ট ভ্রম কেবল কেরাত তত্ত্ববিদ্ বিদ্বান্‌গণ অবগত হইয়া থাকেন, কেননা ইহা 'রে' অক্ষরের ডবল করাতে, 'নুন' অক্ষরের অনুনাসিকভাবে উচ্চারণ করাতে, 'লাম' অক্ষরের 'পোর' করাতে, গোন্নাকে নাসিকায় লইয়া যাওয়াতে, 'এদগাম' স্থলে 'এদগাম' ত্যাগ করাতে 'এখফা' স্থলে 'এখফা' ত্যাগ করাতে, 'এজহার' স্থলে 'এজহার' ত্যাগ করাতে, 'কলব' করা স্থলে 'কলব' ত্যাগ করাতে, 'পোর' করিয়া পড়া স্থলে 'পোর' না করাতে এবং 'বারিক' করিয়া পড়া স্থলে 'বারিক' না করাতে ঘটিয়া থাকে, এই সমস্তে অর্থ বিকৃত না হইলেও, শব্দের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে, কেননা ইহাতে শব্দের সৌন্দর্য্য ও লালিত্য বিনষ্ট হইয়া যায়, ফাছাহাতের ত্রুটী সাধিত হয়। আর কোন ইমানদার কোর-আনের ফছিহ (শুদ্ধ) না হওয়ার মত ধারণ করিতে পারে না। এই হেতু নামাজের মধ্যে এবং বাহিরে এইরূপ পরিবর্ত্তনগুলি হারাম হইয়াছে।

ইহার বিবরণ এই যে, কোর-আন শরিফ বিশুদ্ধ আরবদিগের সমধিক 'ফছিহ' (শুদ্ধ) ভাষায় নাজিল করা হইয়াছে, উহা কোরাএশ, হোজাএল, হাওয়াজেন, তাই, ছোকাএফ, এমন ও বনু-তমিম-সম্প্রদায়ের ভাষা, কাজেই উক্ত কোর-আন পাঠে তাহাদের ভাষা সমূহের উক্ত নিয়ম কানুন গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যাহা তাহাদের ভাষাগুলির পক্ষে জরুরি ও প্রচলিত রীতি এমন কি তদ্ব্যতীত তাহারা উহা পছন্দ করেন না। যথা—অক্ষর গুলিকে উঁহাদের উচ্চারণস্থল হইতে বাহির করা, তৎসমস্তের ছেফাতগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা, 'বারিক' করা স্থলে 'বারিক'

করা, 'পোর' পড়া স্থলে 'পোর' পড়া, মন্দের স্থলে মন্দ করা কছর স্থলে কছর করা, এদগাম স্থলে এদগাম করা, এজহার স্থলে এজহার করা, এখফা স্থলে এখফা করা ইত্যাদি।

এ ক্ষেত্রে যদি কারী এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখে, তবে যেন সে ব্যক্তি আরবি ব্যতীত অন্য ভাষায় কোর-আন পড়িল, যদি ও সে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে কারী হয়, তথাচ প্রকৃত পক্ষে কারী নহে, বরং বিদ্রূপকারী নামের যোগ্য। তাহার কোর-আন পড়া অপেক্ষা না পড়াই উত্তম। কেননা সে ব্যক্তি এইরূপ কোর-আন পাঠে উক্ত দলভুক্ত হইল-যাহাদের চেষ্টা দুনইয়ার জীবনে বিফল হইয়া গিয়াছে, অথচ তাহারা ধারণা করিতেছে যে, নিশ্চয় তাহারা উৎকৃষ্ট কার্য্য করিতেছে। এই হেতু এমাম এবনোল-জওজি 'নাশর' নামক কেতাবে লিখিয়াছেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই উম্মত যেরূপ কোর-আন শরিফের মর্ম্ম বুঝিতে ও উহার হদ গুলি কায়েম রাখিতে আদিষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ উহার শব্দ গুলি ছহিহ্ ভাবে পড়িতে এবং উহার অক্ষরগুলি উক্ত নিয়মে শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছে—যাহা কেরাত তত্ত্ববিদ্ এমামগণ কর্ত্তৃক শ্রেষ্ঠতম ফছিহ্ হজরত আরাবি নবি (ছাঃ) হইতে ধারাবাহিক ছনদে উল্লিখিত হইয়াছে, এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং ইহার ব্যতিক্রম করিয়া অন্য পন্থা অবলম্বন করা জায়েজ নহে। লোক এ সম্বন্ধে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে; এক শ্রেণী শুদ্ধ পাঠকারী ছওয়াব লাভের উপযুক্ত, দ্বিতীয় শ্রেণী ভ্রমকারী গোনাহগার এবং তৃতীয় শ্রেণী ক্ষমার পাত্র। যে ব্যক্তি শুদ্ধ ফছিহ আরবি ভাষায় আল্লাহতায়ালার কালাম শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে সক্ষম হয় এবং ইহা সত্ত্বেও মন্দ অশুদ্ধ 'আজামি' শব্দ উচ্চারণ করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় ত্রুটীকারি এবং বিনা সন্দেহে গোনাহগার হইবে। আর যে ব্যক্তির জিহ্বা শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে অক্ষম হয় কিম্বা যে ব্যক্তি এরূপ ব্যক্তি প্রাপ্ত না হয় যে তাহাকে শুদ্ধ

পারে,) কেননা আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, আল্লাহ কাহারও প্রতি তাহার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করেন না।,”

কিন্তু তাহার পক্ষে সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া (শুদ্ধ উচ্চারণ করার) চেষ্টা করা ওয়াজেব, আশা করা যায় যে, আল্লাহ ইহার পরে তাহাকে সক্ষম করিয়া দিবেন।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এই প্রকার ফরজে আএন নহে যে, ইহাতে কঠিন শাস্তি হইবে, কিন্তু ইহাতে শাস্তির আশঙ্কা আছে।

কোর-আনের শব্দ ও অর্থের পরিবর্ত্তন হইয়া পড়ে, এতৎ সংক্রান্ত কেরাতের নিয়ম কানুন গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা ওয়াজেব, আর উহার শব্দের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন হয় ও পাঠের মধুরতা লাভ হয়, এতৎসংক্রান্ত নিয়মগুলি শিক্ষা করা মোস্তাহাব, এই প্রকার শিক্ষা করা এই জন্য মোস্তাহাব বলিতেছে যে, অস্পষ্ট ভ্রম যাহা সুদক্ষ কারিগণ ব্যতীত অবগত হইতে পারে না, যথা 'রে' ডবল পড়া, নুন অনুনাসিক ভাবে পড়া, লামকে বারিক করা স্থলে পোর পড়া, 'রে' অক্ষরকে পোর করা স্থলে বারিক পড়া, নিয়মগুলি পালন করা ফরজ আএন হইতে পারে না যাহাতে শাস্তি হইতে পারে, কেননা ইহাতে অসাধ্য আদেশ প্রদান করা হইবে, আর কোর-আন শরিফে আছে, খোদা কোন লোকের উপর অসাধ্য ভার অর্পণ করেন না।” মোল্লা আলিকারী মনহে-ফেকরিয়া কেতাবের ১৮।১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

“কারীর পক্ষে কোর-আনের তজবিদ শিক্ষা করা লাজেম জরুরি, তজবিদের অর্থ কোর-আনের শব্দগুলি সুন্দর করিয়া পড়া অর্থাৎ অক্ষর গুলিকে উহাদের উচ্চারণস্থল সমূহ হইতে বাহির করা এবং উহাদের ছেকাতগুলি এবং তৎ সংলগ্ন বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা। এই এলম শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া, কারীর পক্ষে ইহার প্রতি আমল করা ফরজে আএন। তজবিদের সূক্ষ্ম বিষয়গুলি শিক্ষা করা মোস্তাহাব। (কোর-আনের) লাহন (ভ্রম) দুই প্রকার, প্রথম জলি (স্পষ্ট)

দ্বিতীয় খফি (অস্পষ্ট), স্পষ্ট ভ্রম শব্দের ভুল, অর্থের ত্রুটী এবং জের, জবর ইত্যাদির পরিবর্ত্তন জের স্থলে পেশ কিম্বা জবর পড়াকে বলা হয়, ইহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন হউক, আর না হউক। অস্পষ্ট ভ্রম অক্ষরের ত্রুটীকে বলা হয়, যথা এখফা, কলব, এজহার, এদগাম ও গোন্মা ত্যাগ করা, পোর-স্থলে বারিক পড়া, বারিক স্থলে পোর পড়া, মদ্দ না হওয়া স্থলে মদ্দ পড়া, মদ্দ স্থলে উহা লোপ করা ইত্যাদি।

তফছিরে রুহোল বায়ান, ৪।৪৯৯ পৃষ্ঠা ;—

"অনেক কোর-আনের কারী আছে যাহাদের উপর কোর-আন লানত (অভিসম্পাত) করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি উহার শব্দ বা মর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটায় বা আমলে ত্রুটী করে, তাহার সম্বন্ধে ইহা কথিত হইয়াছে। (কোর-আনের) এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পরিবর্ত্তন করিলে কিম্বা জের, জবর ইত্যাদি পরিবর্ত্তন করিলে, শব্দ এবং মর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

কাজিখান ৭৫ পৃষ্ঠা ও আলমগিরি ৮৩ পৃষ্ঠা ;—

و ان كان الرجل ممن لا يحسن بعض الحروف ينبغى ان يجهد ولا يعذر في ذلك فان كان لا ينطلق لسانه في بعض الحروف ان لم يجد آية ليس فيها تلك الحروف تجوز صلوته ولا يؤم غيره و ان وجد آية ليس فيها تلك الحروف فقرأها جازت صلاته عند الكل و ان قرأ الاية التي فيها تلك الحروف قال بعضهم لا يجوز صلاته و هو الصحيح كذا في المحيط ۞

"যদি কোন ব্যক্তি কতক অক্ষরের শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে না পারে, তবে তাহাকে কঠোর পরিশ্রম করা জরুরি, এবং উক্ত বিষয়ে তাহার আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। (এই চেষ্টা সত্ত্বেও) যদি তাহার জিহ্বায়

কতক অক্ষর উচ্চারিত না হয়, আর সে ব্যক্তি এরূপ কোন আয়ত না পায় যাহাতে উক্ত অক্ষরগুলি না থাকে, তবে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে, কিন্তু সে ব্যক্তি অন্যের এমামত করিতে পারিবে না। আর যদি সে ব্যক্তি এরূপ কোন আয়ত প্রাপ্ত হয় যাহাতে উক্ত অক্ষরগুলি না থাকে এবং উহা পাঠ করে, তবে তাহার নামাজ সকলের মতে জায়েজ হইবে। আর যদি এরূপ আয়ত পাঠ করে যাহাতে উক্ত অক্ষরগুলি থাকে, তবে কতক বিদ্বান্ বলিয়াছেন যে, তাহার নামাজ জায়েজ হইবে না। ইহাই ছহিহ্ মত, এইরূপ মুহিত কেতাবে আছে।" এইরূপ শামীর ১।৬০৮।৬০৯ পৃষ্ঠায়, ফৎহোল-কদীরের ১।১২৯ পৃষ্ঠায় এবং খোলাছাতোল ফাতাওয়ার ১১০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

কবিরি, ৪৫২।৪৫৩ পৃষ্ঠা ;—

قال صاحب المحيط و المختار للفتوى في جنس
هذه المسائل انه ان كان يجتهد اناء الليل واطراف
النهار في التصحيح ولا يقدر عليه فصلاته جائزة و ان
ترك جهده فصلوته فاسدة و ان ترك جهده في بعض
عمره لا يسعه ان يترك في باقي عمره ولو ترك تفسد
صلوته وذكر في فتاوي الحجة اما اذا تركوا التصحيح
والجهد فسدت صلوتهم *

মুহিত প্রণেতা বলিয়াছেন, এই প্রকার মছলা সমূহে ফৎওয়ার পক্ষে মনোনীত মত এই যে, যদি সে ব্যক্তি শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে রাত্রির কতক সময় এবং দিবসের এক ভাগ খুব চেষ্টা করে, অথচ শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে সক্ষম না হয়, তবে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে। আর যদি চেষ্টা করা ত্যাগ করে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে।

না করিয়া থাকে, তবে তাহার জীবনের অবশিষ্টাংশ (উহা) ত্যাগ করা জায়েজ হইবে না। আর যদি (উহা) ত্যাগ করে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে।

ফাতাওয়ায় হোজ্জাতে লিখিত হইয়াছে, যদি এরূপ লোকেরা শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা করার চেষ্টা ত্যাগ করে, তবে তাহাদের নামাজ বাতীল হইবে।"

মেশকাত, :৯১ পৃষ্ঠা ;—

اقرؤا القرآن بلحون العرب و اصواتها و اياكم و لحون اهل الفسق و لحون اهل الكتابين فانه سيجيئ بعدى قوم يرجعون القرآن ترجيع الغناء و النوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شانهم - رواه البيهقي ❋

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা আরবদিগের স্বরে এবং আওয়াজে কোর-আন পাঠ কর, তোমরা বদকারদের স্বর ও য়িহুদী খ্রীষ্টানদিগের স্বর হইতে পরহেজ কর, কেননা আমার পরে একদল লোক আসিবে তাহারা সঙ্গীত ও আত্মীয়-বিচ্ছেদে ক্রন্দন করার ন্যায় কোর-আন পড়িতে আওয়াজকে টানিয়া ছোট বড় করিবে, উক্ত কোর-আন পাঠ তাহাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করিবে না। তাহাদের হৃদয় এবং যাহারা তাহাদের কার্য্য পছন্দ করে তাহাদের হৃদয় কলুষিত হইয়াছে।" বয়হকি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

আরও মেশকাত ;—

حسنوا القرآن باصواتكم فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا رواه الدارمي ❋

দ্বারা সুন্দর কর, কেননা মিষ্ট আওয়াজ কোর-আনের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। দারমি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

মেশকাত, زينوا القرآن باصواتكم

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা নিজেদের আওয়াজ দ্বারা কোর-আনের সৌন্দর্য্য প্রকাশ কর।"

মেরকাত, ২।৬১৪ পৃষ্ঠা ;—

وقيل المراد تزيينه بالترتيل و التجويد وتليين الصوت و تحزينه واما التغني بحيث يخل بالحروف زيادة و نقصانا فهو حرام يفسق به القاري و يأثم به المستمع و يجب انكاره فانه من اسوء البدع و افحش الابداع *

"কতক বিদ্বান্ উহার অর্থে বলিয়াছেন, তরতিল ও তজবিদ দ্বারা আওয়াজ নরম ও চিত্তাকর্ষক করিয়া কোর-আনের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করা, কিন্তু যাহাতে অক্ষর কম বেশী হইয়া পড়ে, এরূপ সঙ্গীতের সুরে পড়া হারাম, ইহাতে কারী ফাছেক হইবে এবং শ্রোতাও গোনাহগার হইবে, ইহার প্রতি এনকার করা ওয়াজেব, কেননা ইহা অতি কদর্য্য বেদয়াত।"

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ;—

ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي يتغني بالقرآن

"আল্লাহ যেরূপ নবি (ছাঃ)কে মিষ্ট স্বরে কোর-আন পড়িতে অনুমতি দিয়াছেন, এরূপ অন্য কোন বিষয়ে অনুমতি দেন নাই।"

আরও ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ;—

ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي حسن الصوت بالقرآن

بحسنه *

"আল্লাহ নবি (ছাঃ) কে যেরূপ মিষ্ট স্বরে কোর-আন পড়িয়া উহা প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, এরূপ অন্য কোন বিষয়ে অনুমতি দেন নাই।"

ছহিহ বোখারি ;—

ليس منا من لم يتغن بالقرآن

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোর-আন মিষ্ট স্বরে না পড়ে, সে আমার তরিকায় নহে।"

মেরকাত, ২।৬১১ পৃষ্ঠা ;—

و المراد بالتغني تحسين الصوت و ترقيقه و تحزينه كما قال به الشافعي واكثر العلماء وقال سفيان بن عيينة و تبعه جماعة معناه الاستغناء به عن الناس وقيل عن غيره من الاحاديث و الكتب وقال الازهري يتغني به يجهر به كما يدل عليه الرواية الاخري ❋

(আরবি تغني শব্দের মর্ম্ম মতভেদ হইয়াছে,) (এমাম) শাফেয়ি ও অধিকাংশ বিদ্বান্ বলিয়াছেন, হাদিছের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি স্বর মিষ্ট নরম ও চিত্তাকর্ষক করিয়া কোর-আন না পড়ে, সে ব্যক্তি আমার তরিকার অনুসরণকারী নহে। ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোর-আন শরিফের দ্বারা অভাব পূর্ণ করিতে না পারিয়া লোকের কিম্বা অন্যান্য কথা ও কেতাবের আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছে, সেই ব্যক্তি আমার অনুগামী নহে। একদল বিদ্বান্ এই মতের অনুসরণ করিয়াছেন।

আজহারি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্পষ্ট প্রকাশ্য ভাবে কোর-আন পাঠ না করে, সেই ব্যক্তি আমার অনুগামী নহে। অন্য রেওয়াএতে এই অর্থ বুঝা যায়।"

[illegible] পৃষ্ঠা ;—

কোর-আন পাঠ, জেকর ও দোয়া করা কালে সঙ্গীত করিলে, পরিবর্ত্তন সৃষ্টি করে, (কোর-আনে) পরিবর্ত্তন করা বিনা মতভেদে হারাম।

মিষ্ট স্বরে কোর-আন পাঠ যাহাতে কোন পরিবর্ত্তন না হয় এবং অক্ষরের কম বেশী না হয়, মোস্তাহাব.।

হাদিছে যে تغنی শব্দ আছে, উহার অর্থ সঙ্গীতের সুরে পাঠ ও অক্ষরের বিকৃত ও পরিবর্ত্তন করা নহে, ইহার প্রথম কারণ এই যে, যদি কোন কারী শব্দ মিস্ট না করিয়া কোর-আন পড়ে, তবে ছওয়াবের অধিকারী হয়, ইহাতে এমামগণের মতভেদ নাই, তবে কিরূপে শাস্তির উপযুক্ত হইবে ?

দ্বিতীয় নবি (ছাঃ) বদকার ও য়িহুদী খ্রীষ্টানদিগের সুরে ও রাগ-রাগিনীসহ কোর-আন পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন।

তৃতীয় ফকিহ্ গণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, সঙ্গীতের সুরে কোর-আন পাঠকারী এবং উহার শ্রোতা উভয়ে গোনাহগার হইবে।

বাজ্জাজি (রঃ) বলিয়াছেন, সঙ্গীতের সুরে কোর-আন পড়া গোনাহ, পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ে গোনাহগার হইবে। ইহা মাজমায়োল ফাতাওয়াতে আছে। বাজ্জাজি বলিয়াছেন, কোর-আনে রাগরাগিনী করা বিনা মতভেদে হারাম।

জয়লয়ী বলিয়াছেন, কোর-আন পড়িতে আওয়াজ টানিয়া ছোট বড় করা ও রাগরাগিনী করা জায়েজ নহে এবং উহা শ্রবণ করা জায়েজ নহে, কেননা ইহা বদকারদিগের কার্য্যের তুল্য।

তাতারখানিয়াতে আছে, কোর-আনে যে تغنی 'তাগান্নি' করার কথা আছে, উহার অর্থ মিষ্টস্বরে পাঠ করা, ইহাতে শব্দের পরিবর্ত্তন করে না, ইহা কোর-আন পাঠের সৌন্দর্য্য স্বরূপ, ইহা আমাদের মজহাবে নামাজের মধ্যে ও বাহিরে মোস্তাহাব।

যদি এরূপ সুরে পাঠ করা হয় যে, উহাতে শব্দের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া

তুরপুস্তি বলিয়াছেন, এরূপ মিষ্টস্বরে কোর-আন পাঠ করা যে, উহাতে শ্রোতাদিগের হৃদয়ে আগ্রহ বলবৎ হয়, অন্তর বিগলিত হয় এবং চক্ষে অশ্রুপাত হয়, কিন্তু অক্ষরগুলি যথাযথ রূপে উচ্চারণ করিতে বাধা প্রদান না করে এবং কোন অক্ষর কিম্বা জের, জবর পরিবর্ত্তন না করে, তবে এইরূপ মিষ্টস্বরে কোর-আন পাঠ মোস্তাহাব হইবে। আর যদি উহাতে অক্ষরগুলি যথাযথভাবে উচ্চারণ করার বাধা প্রদান করে এবং কোন অক্ষর কিম্বা জের, জবর ইত্যাদি পরিবর্ত্তন করে, তবে এইরূপ মিষ্টস্বরে কোর-আন পাঠ মকরুহ তহরিমি হইবে।

আর সঙ্গীত বিদ্যার প্রবর্ত্তকগণ যেরূপ রাগরাগিনীসহ কবিতা, গজল ও মছনবী পাঠ করিয়া থাকে, সেইরূপ তালমানের সহিত কোর-আন পাঠ করিয়া থাকে, এমন কি অতিরিক্ত রাগরাগিনী ও তালমানের জন্য শ্রোতা কোর-আন বুঝিতে পারে না, ইহা অতি কদর্য্য বেদয়াত, ইহাতে আল্লাহ-তায়ালার কালাম বিকৃত ও পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। এইরূপ কার্য্যের অতি লঘু ব্যবস্থা এই যে, শ্রোতার পক্ষে এনকার করা এবং পাঠকারীর পক্ষে তা'জির ওয়াজেব ধারণা করি।

এমাম নাবাবি লিখিয়াছেন, কাজিল কোজ্জাত এমাম মাওয়ারদি শাফেয়ি 'কেতাবোল-হাবি'তে বর্ণনা করিয়াছেন, সঙ্গীত বিদ্যার অনুকরণে রাগরাগিনীসহ কোর-আন পাঠ করাতে কোর-আনের প্রকৃত শব্দগুলির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়, যেহেতু উহাতে কোন স্থলে জের, জবর ইত্যাদি বেশী করা হয়, কোন স্থলে উহা লোপ করা হয়, মদ্দ না হওয়া স্থলে মদ্দ করা হয় কিম্বা এরূপ টানিয়া উচ্চারণ করা হয় যে, উহাতে কোর-আনের শব্দ অস্পষ্ট হইয়া পড়ে এবং উহার মর্ম্ম বিকৃত হইয়া যায়, এইরূপ কোর-আন পাঠ হারাম, পাঠকারী ফাছেক হইয়া যায় এবং শ্রোতা গোনাহগার হয়।"

মাজালেছোল আবরার, ২৭৯—২৮৩ পৃষ্ঠা;—

জহিরুদ্দিন মুরগিনানী হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি-

আমাদের জামানার কারীর কোর-আন পাঠকালে বলে, তুমি খুব পড়িয়াছ, সে ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে, এই কাফের হওয়ার কারণ এই যে, এই জামানার কারিগণ মজলিশ সমূহে কোর-আন পাঠকালে প্রায় রাগরাগিনী করিয়া থাকে, লোকদের জন্য সঙ্গীত করা সর্ব্ববাদি-সম্মত মতে হারাম, কাজেই উহা নিশ্চিত হারাম। এইহেতু জখিরা ও হেদায়া প্রণেতা উহা গোনাহ্ কবিরা বলিয়াছেন। উহা ভাল বলিলে, নিশ্চিত হারামকে হালাল বলা হয়, ইহা কোফর। ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে যে, যে ব্যক্তি বর্ত্তমান কালে জুমা ও জাময়াতে উপস্থিত হয়, গোনাহ কবিরা হইতে অতি কমই নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে, কেননা বহু খতিব ও কারীর খোৎবা ও কেরাত প্রায় সঙ্গীতের সুরে হইয়া থাকে, বরং তাহারা কবিতা ও গজল পাঠের ন্যায় কোর-আন ও খোৎবা পাঠ করিয়া থাকে, এমন কি অতিরিক্ত রাগরাগিনী ও তালমানের জন্য তাহারা যাহা বলেন ও পাঠ করেন, তাহা প্রায় বুঝা যায় না। দরুদ, রাজ্জি, আমিন ও রুকু, ছেজদা ও কেয়ামের তকবিরগুলি পড়িতে আজান দাতাগণের এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ এই গোনাহ্ কবিরাতে সংলিপ্ত হইয়া থাকে, কখন কতক লোকে তাহাদের প্রশংসা করিয়া থাকে, বরং রিপুর কামনা আধিক্য এবং দীন সংক্রান্ত বিষয়ে অমনো-যোগীতা হেতু অনেক ক্ষেত্রে অধিকাংশ লোকের এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, ইহাতে জহিরদ্দিন মুরগিনানীর রেওয়াএত অনুসারে তাহাদের কাফের হওয়া প্রতিপন্ন হয়।

এইরূপ যাহারা রমজানের রাত্রি সমূহে মোয়াজ্জেনদিগের তছবিহ সকল শ্রবণ কল্পে মছজিদ ও জামে' মছজিদগুলিতে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাদের অবস্থা হইবে, কেননা তাহারা অতিরিক্ত রাগরাগিনীর জন্য আল্লাহতায়ালার নাম ও ছেফাতগুলি এরূপ পরিবর্ত্তন, বিকৃত ও অস্পষ্ট করিয়া ফেলে যে, তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রভেদ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, যথা তাহারা

المنان 'ছুবহানাল মালিকি হা'ন্নান, ছুবহানাল মালেকিল মা'ন্নান পড়িয়া থাকে।

এইরূপ খাদ্য ভক্ষণ শেষ করিয়া শোকর করার ধারণায় الحمد لله و الشكر و لله আলহামদু লীল্লাহ, অশ্‌শুকরু লীল্লাহ পড়িয়া থাকে। এক্ষণে মুসলমান ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ স্থানে উপস্থিত না হওয়া ও উহা শ্রবণ না করা এবং এই কার্য্য না হয়, এইরূপ মছজিদ চেষ্টা করা ওয়াজেব, কেননা উহার জাহিরি ভাব এবাদত হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা গোনাহ কবিরা, ইহাও সম্ভব যে, সে ব্যক্তি উহা উত্তম বুঝিতে পারে ও অজ্ঞাতসারে তাহার দীন নষ্ট হইয়া যাইতে পারে অনভিজ্ঞতার আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না।

তাগান্নি تغني গেনা غني ধাতু হইতে কিম্বা غناء গেনা-য়োন ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যদি প্রথম শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে উহার অর্থ অভাব রহিত হওয়া। আর যদি দ্বিতীয় শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে উহার অর্থ সঙ্গীত করা আওয়াজ ছোট বড় ও রাগরাগিনী করা, কেননা غناء 'গেনায়োন' তালমান বিশিষ্ট নরম ক্ষোভ উদ্দীপক শব্দকে বলা হয়। উক্ত তালমান বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ করা এবং সঙ্গীত বিত্তার অনুকরণে উক্ত শব্দকে একবার গল-দেশের মধ্যে লইয়া যাওয়া এবং দ্বিতীয় বার বাহির করিয়া লওয়াকে تغني 'তাগান্নি', ترنم 'তারান্নোম, ترجيع 'তরাজি' ও تطريب 'তৎরিব' বলা হয়। ইহাকে সঙ্গীত করা নামে অভিহিত করা হয় কোর-আন, খোৎবা ও কবিতা পাঠ, আজান দেওয়া ও জেকর করা উপলক্ষে হউক বা নাই হউক, এইরূপ সঙ্গীত করা সমস্ত দীনে হারাম। মিষ্টস্বর বিশিষ্ট লোক কর্ত্তৃক তালমান বিশিষ্ট শব্দকে ছোট বড় করা এবং গল-দেশের মধ্যে ঘুরন কোরআন পাঠ উপলক্ষ্যে না হইলেও গোনাহ হইবে। এইরূপ কোরআন ও খোৎবা পাঠ, আজান দেওয়া ও জেকর করা উপলক্ষ্যে হইলেও গোনাহ হইবে, বরং সমধিক কদর্য্য ও মন্দ হইবে।

কেন না সে ব্যক্তি গোনাহকে এবাদতের সহিত সংযোগ করিল ও দীনকে ক্রীড়া কৌতুক বানাইল। যদি এই অহিত কার্য্যকে এবাদত বলিয়া বিশ্বাস করিল, তবে দ্বিতীয় গোনাহ্ হইল—যাহা প্রথমটী অপেক্ষা সমধিক কদর্য্য।

ছদরোশ শরিয়াহ্ আজানের অধ্যায়ে যাহা লিখিয়াছেন, উহার মর্ম্মে বুঝা যায় যে, লাহন لحن কখন শব্দগুলির পরিবর্ত্তনে অর্থাৎ একটী মদ্দ অক্ষর বা অন্য কোন অক্ষর লোপ বা বৃদ্ধি করায় হইয়া থাকে, কখন অক্ষরগুলির ছেফাত পরিবর্ত্তন করায় অর্থাৎ জবর, জের, পেশ, ছকুন, মদ্দ, এদগাম, এখফা, পরিবর্ত্তন করায়, হরকত ও গোন্না বেশী করায় হইয়া থাকে, আর লাহান لحن কখন সঙ্গীত করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কখন 'তাগান্নি' تغني ও লাহন لحن শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং উভয়ের অর্থ মিষ্টস্বর গ্রহণ করা হয় যাহাতে শব্দের পরিবর্ত্তন না হয়। যখন বলা হয় যে, এলহানের সহিত কোরআন পাঠ করা জায়েজ হইবে, তখন উহার এইরূপ মর্ম্ম হইবে, মিষ্ট স্বরে এবং আরবদিগের স্বরে পড়িতে হইবে, যেরূপ (হজরত) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আরবদিগের স্বরে কোরআন পাঠ কর। আরবদিগের স্বরের অর্থ তাহাদের প্রকৃতিগত আওয়াজ অর্থাৎ মদ্দ স্থলে লম্বা করিয়া, মদ্দ না হওয়া স্থলে ত্রস্ত গতিতে পড়া, বারিক স্থলে বারিক পড়া, পোর করা স্থলে পোর পড়া, এদগাম স্থলে এদগাম করা, এজহার স্থলে এজহার করা, এখফা স্থলে এখফা করা যাহা তাহাদের কালামে জরুরি ও প্রচলিত নিয়ম, এমন কি তাহারা তৎসমুদয় ব্যতীত অন্য প্রকার পড়া পছন্দ করেন না, (এই নিয়মে পড়াকে আরবদিগের এলহানে পড়া বলা হয়।)

আর যখন বলা হয় যে, এলহানের সহিত কোরআন পাঠ করা হারাম, উহার মর্ম্ম এই যে, ফাছেকদিগের সুরে কোরআন পড়া হারাম, যেরূপ (হজরত) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা বদকারদের স্বর

হইতে পরহেজ কর বদকারদের স্বরের অর্থ রাগরাগিণী বিশিষ্ট সঙ্গীত, কেননা যে ব্যক্তি এই কবিরা গোনাহ করে, সে বদকারদের অন্তর্গত হইবে।

ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে যে, হাদিছ শরিফে কোর-আন পাঠ কালে যে 'তাগান্নি' تغني, করার কথা আছে, উহার অর্থ সঙ্গীত নহে, উহার অর্থ কোর-আন শুদ্ধ ও প্রকাশ্যভাবে পড়া, কিম্বা মনুষ্যদিগের কাহিনী ও কবিতাবলী ত্যাগ করিয়া কোর-আনকে যথেষ্ট বিবেচনা করা, কিম্বা মিষ্ট স্বরের সহিত তজবিদ ও তরতিল করা, কেননা ইহাতে কোর-আনের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন হয়।"

মোল্লা আলিকারি, 'মনহে-ফেকরিয়া' কেতাবের ২১।২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

মোয়াত্তা ও নাছায়ি শরিফে আছে ;—

হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আরবদিগের এলহানে কোর-আন পাঠ কর এবং বদকার ও য়িহুদী খ্রীষ্টানদিগের এলহান হইতে পরহেজ কর। আরবদিগের এলহানের অর্থ তাঁহাদের প্রকৃতিগত আওয়াজে পাঠ করা। বদকারদিগের এলহানের অর্থ রাগরাগিনী সংযুক্ত সুর যাহা সঙ্গীত বিদ্যা হইতে গৃহীত হইয়াছে। আরবদিগের এলহানে কোর-আন পাঠ মোস্তাহাব, আর রাগরাগিনী সংযুক্ত সুরে কোর-আন পড়িলে, যদি অক্ষরের কোনরূপ পরিবর্ত্তন না হয়, তবে মকরুহ তহরিমি হইবে, আর অক্ষর গুলির পরিবর্ত্তন হইলে হারাম হইবে।

আল্লামা জয়লয়ী, হানাফী এমামগণ হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কোরআন পাঠে রাগরাগিনী করা এবং উহা শ্রবণ করা হালাল নহে, কেননা উহাতে বদকারদিগের সঙ্গীত করার তুলনা হইয়া যায়। ইহার প্রতিবাদে হজরতের এই হাদিছ—"যে ব্যক্তি কোরআন পড়িতে 'তাগান্নি' تغني, না করে, সে ব্যক্তি আমার তরিকাভ্রষ্ট।" যেন পেশ না করা হয়, কেননা মাছাবিহ গ্রন্থের টীকাকার ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না

হইতে উহার এইরূপ অর্থ উল্লেখ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোর-আনকে নিজের জন্য যথেষ্ঠ মনে না করে এবং মানবরচিত কাহিনী ও কবিতাবলীতে মনোনিবেশ করা আবশ্যক মনে করে, সে ব্যক্তি আমার পথভ্রষ্ট হইবে।

কিম্বা এইরূপ অর্থ হইবে, যে ব্যক্তি তজবিদের নিয়ম অনুসারে শব্দ মিষ্ট, সুন্দর ও প্রকাশ না করে, সেই ব্যক্তি আমার তরিকাভ্রষ্ট।

মিসরের জামে' আজহারের একদল কারী যেরূপ অভিনব কেরাত আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা নিষিদ্ধ যেহেতু তাহারা একস্থানে সমবেত হইয়া একই প্রকার সুরে কোর-আন পাঠ করেন, কোর-আন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলেন, একজন শব্দের একাংশ এবং অন্যে অবশিষ্টাংশ উচ্চারণ করেন, একটী অক্ষর লোপ করেন, অন্য অক্ষর বৃদ্ধি করেন, ছাকেন অক্ষরকে হরকত বিশিষ্ট করিয়া পড়েন, হরকত বিশিষ্ট অক্ষরকে ছাকেন পড়িয়া থাকেন। শব্দগুলির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বিশিষ্ট সুরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 'মদ্দ' না হওয়া স্থলে মদ্দ পড়েন এবং 'মদ্দ' হওয়া স্থলে 'মদ্দ' লোপ করিয়া ফেলেন, অথচ কোর-আন পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য শব্দগুলি শুদ্ধ করিয়া পড়া—যেন তৎসমুদয়ের মধ্যে যে মর্ম্মগুলি নিহিত হয়, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আবুওছমান নাহদি বলিয়াছেন, (হজরত) এবনো মছউদ (রাঃ) ছুরা এখলাছ দ্বারা আমাদের নামাজের এমামত করিয়াছিলেন, তাঁহার মিষ্টস্বর ও তরতিলে এরূপ বিমোহিত হইয়াছিলাম যে, যদি তিনি ছুরা বাকরা পড়িতেন তবে আমার শান্তি হইত। আল্লাহ তায়ালার এইরূপ বিধান প্রচলিত রহিয়াছে যে, যদি কেহ কোর-আন যেরূপ নাজিল করা হইয়াছে সেইরূপ তজবিদের নিয়ম অনুযায়ী শুদ্ধ ভাবে পাঠ করে, তবে উহা শ্রবণে কর্ণ সকল শান্তি প্রাপ্ত হয় এবং হৃদয় সকল প্রভাম্বিত হয়, এমন কি আত্মবিস্মৃতি জন্মিয়া থাকে।

আমরা এরূপ একজন শিক্ষকের সঙ্গলাভ করিয়াছি যিনি মিষ্ট স্বর

বিশিষ্ট এবং সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না, কিন্তু তিনি অতি সুন্দর ও শুদ্ধভাবে শব্দ, অক্ষর, জের, জবর ইত্যাদি উচ্চারণ করিতেন, যখন তিনি অধিক পরিমাণ কেরাত করিতেন, তখন কর্ণ সকল উৎফুল্ল এবং হৃদয় সকল বিমোহিত হইত। লোকে তাঁহার নিকট কোর-আন শ্রবণ করার উদ্দেশ্যে দলে দলে সমবেত হইত।

বহু সংখ্যক শিক্ষক উল্লেখ করিয়াছেন, এমাম তকিউদ্দিন মোহাম্মদ বেনে আহমদ মিসরি (রঃ) তজবিদের শিক্ষাগুরু ছিলেন. তিনি এক দিবস ফজরের নামাজে এই আয়ত و تفقد الطير فقال مالى لا ارى الهدهد বারম্বার পড়িতে লাগিলেন, এমতাবস্থায় একটী পক্ষী তাঁহার মস্তকে তাঁহার কেরাত শ্রবণ উদ্দেশ্যে বসিয়া পড়িল. এমন কি তিনি উক্ত নামাজ পূর্ণ করিলেন, লোকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইল যে, হুদ হুদ পক্ষী ছিল।

ওস্তাজ এমাম আবু আলি বগদাদি কেরাততত্বে মহা পারদর্শী ছিলেন, একদল য়িহুদী ও খ্রীষ্টান তাঁহার কেরাত ও মিষ্ট স্বর শ্রবণে বিমোহিত হইয়া তাঁহার হস্তে ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

কাজিখান. ১।৭৫ পৃষ্ঠা ;—

"যদি সঙ্গীতের সুরে নামাজে কোর-আন পাঠ করে, এক্ষেত্রে শব্দের পরিবর্ত্তন ঘটিলে নামাজ বাতীল হইবে। নামাজের বাহিরে সঙ্গীতের সুরে কোর-আন পাঠ করা জায়েজ কি না, ইহাতে মতভেদ থাকিলেও অধিক সংখ্যক ফকিহ এরূপ পাঠ করা এবং শ্রবণ করা মকরুহ (তহরিমি) বলিয়াছেন, কেন না ইহাতে বদকারদিগের কার্য্যের তুলনা হয়। এইরূপ আজানে শব্দ ছোট বড় করা মকরুহ (তহরিমি)।"

মোল্লা আলি কারি, মনহে-ফেকরিয়ার ২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, সঙ্গীতের সুরে কোর-আন পড়িলে, যদি কোর-আনের অক্ষর কিম্বা জের, জবর ইত্যাদির পরিবর্ত্তন না ঘটে, তবে উহাতে মতভেদ হইয়াছে, (কিন্তু

কবিরি, ৪৬৫ পৃষ্ঠা ;—

"একজন লোক কোর-আন ভুল পড়িতেছে, শ্রোতার পক্ষে উহা সংশোধন করিয়া দেওয়া ওয়াজেব হইবে—যদি বুঝিতে পারে যে, ইহাতে কোন শত্রুতা ও হিংসার সৃষ্টি হইবে না, আর যদি ইহার সম্ভাবনা হয়, তবে সংশোধন করার চেষ্টা না করিলেও জায়েজ হইবে। কোর-আন পাঠকালে আওয়াজ ছোট বড় করা ও রাগরাগিনী করা অধিকাংশ ফকিহ বিদ্বানের মতে মকরুহ (তহরিমি), কেননা ইহাতে বদকার লোকদিগের কার্য্যের তুলনা হয়। যদি এইরূপ কোর-আন পাঠে অক্ষরগুলির পরিবর্ত্তন না হয়, তবে মকরুহ হইবে, আর যদি ইহাতে অক্ষরগুলির পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তবে বিনা মতভেদে হারাম হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—:(o):—

কেরাতের ভ্রম।

(১) ভ্রমবশতঃ কোন শব্দের জের, জবর, পেশ পরিবর্ত্তন করিলে, যদি শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তন না হয়, তবে উহাতে সমস্ত বিদ্বানের মতে নামাজ ফাছেদ হইবে না।

আর যদি উহাতে শব্দের অর্থ অতিরিক্ত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, এমন কি স্বেচ্ছায় এইরূপ করিলে কাফের হইয়া যায়, তবে প্রাচীন এমামগণের মতে উহাতে নামাজ ফাছেদ হইয়া যাইবে।

নিম্নে উহার কয়েকটী নজির পেশ করা হইতেছে।

وَعَصَىٰٓ اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى স্থলে যদি কেহ وَعَصَىٰٓ اٰدَمَ رَبُّهٗ فَغَوٰى পড়ে, অর্থাৎ মিমের উপর পেশ না পড়িয়া জবর পড়ে এবং 'বে'র

IMPERIAL

উপর জবর না পড়িয়া পেশ পড়ে। এইরূপ إنا كنا منذرين স্থলে
إنا كنا منذرين পড়িলে, এইরূপ ছুরা হাশরের الباري المصور
স্থলে الباري المصور ওয়াও অক্ষরের জের স্থলে জবর পড়িলে,
إنما يخشى الله من عباده العلماء স্থলে إنما يخشى الله
من عباده العلماء পড়িলে, نحن خلقنا স্থলে نحن خلقنا
পড়িলে, جعلنا স্থলে جعلنا পড়িলে, انزلنا স্থলে انزلنا
পড়িলে, ومن يغفر الذنوب إلا الله স্থলে ومن يغفر الذنوب
إلا الله পড়িলে, وما يعلم تاويله إلا الله স্থলে وما يعلم
تاويله إلا الله পড়িলে, و لا يغرنكم بالله الغرور স্থলে
و لا يغرنكم بالله الغرور পড়িলে, وان الله بري من المشركين
و رسوله স্থলে وان الله بري من المشركين و رسوله পড়িলে,
وانت خير المنزلين স্থলে وانت خير المنزلين পড়িলে
এবং وهو يطعم و لا يطعم স্থলে وهو يطعم و لا يطعم পড়িলে

প্রাচীন বিদ্বানগণের মতে নামাজ ফাছেদ হইবে, পরবর্ত্তী বিদ্বানগণের কতকে বলেন, নামাজ ফাছেদ হইবে না।

কাজিখান বলিয়াছেন, প্রাচীন বিদ্বানগণের মত সমধিক এহতিয়াত বিশিষ্ট, কেন না যদি জ্ঞাতসারে উহা পড়ে, আর কাফেরী মুলক কথা কোর-আন হইতে পারে না। এবনোল হোমাম ফৎহোল কদিরে বলিয়াছেন, যে কথা কাফেরিমূলক উহা কোর-আন হইতে পারে না। কাজেই ধরিয়া লইতে হইবে যে, যেন সে ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ কাফেরদিগের কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, আর যদি কেহ ভ্রমবশতঃ নামাজের মধ্যে মনুষ্যের এরূপ কথা বলে যাহা কাফেরি মূলক নহে, তবে উহাতে নামাজ ফাছেদ হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে মনুষ্যের কাফেরিমূলক কথাতে কেন নামাজ বাতীল হইবে না? যদি কেহ إِيَّاكَ স্থলে إِيَاكَ পড়ে, কিম্বা أَنْعَمْتَ স্থলে أَنْعَمْتُ পড়ে, তবে প্রাচীন এমামগণের মতে নামাজ বাতীল হইবে। কাজীখান, ১।৬৭, ফৎহোল কদির, ১।১২৯।

(২) কবিরি ও ছগিরিতে আছে, তশদিদ স্থলে উহা লোপ করিলে এবং তশদিদ না হওয়া স্থলে তশদিদ পড়িলে, যদি অর্থের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে ইহাতে নামাজ নষ্ট হইবে না, যথা قُتِّلُوا تَقْتِيلًا স্থলে قُتِلُوا تَقْتِيلًا পড়া, يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ স্থলে يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَاعَةِ পড়া, يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ স্থলে يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ পড়া এবং رَادُّوهُ إِلَيْكِ স্থলে رَادُوهُ إِلَيْكِ পড়া।

আর যদি উহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, তবে অধিকাংশ বিদ্বানের

মতে ইহাতে নামাজ বাতীল হইবে, যথা رَبِّ الْفَلَقِ স্থলে وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ ,رَبِّ الْفَلَقِ স্থলে وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ এবং اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ স্থলে اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ পড়া, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

কাজিখান বলেন, কাজি এমাম আবু-আলি নাছাফি বলেন, পরবর্ত্তী জামানার অধিকাংশ বিদ্বান্ বলিয়াছেন, তশদিদ লোপ করিলে, নামাজ নষ্ট হইবে না, কিন্তু رَبِّ الْعَالَمِيْنَ স্থলে رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ও اِيَّاكَ نَعْبُدُ স্থলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ পড়িলে, নামাজ নষ্ট হইবে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, অর্থ পরিবর্ত্তন হইলে, নামাজ নষ্ট হওয়া প্রাচীন এমামগণের মত, ইহাই সমধিক এহতিয়াত বিশিষ্ট। হালকুদিরও বাজ্জজিয়াতে আছে, সমধিক ছহিহমতে উপরোক্ত দুই স্থলে নামাজ বাতীল হইবে না। যদি يَدُعُّ الْيَتِيْمَ স্থলে يَدْعُ الْيَتِيْمَ পড়ে, তবে কাজিখানের মতে তাহার নামাজ বাতীল হইবে, কিন্তু يَدُعُ الْيَتِيْمَ পড়িলে, কবিরি প্রণেতার মতে নামাজ বাতীল হইবে না। কবিরি, ৪৫৬।৪৫৮ শামি, ফৎহোল কাদর, ১। ও ছগিরি, ২৫৪। শামি কেতাবে আছে, فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ স্থলে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ পড়িলে, নামাজ নষ্ট হইবে।

৩) যদি একটী অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পড়ে, এক্ষেত্রে

যদি কোর-আনে উহার তুল্য শব্দ না থাকে এবং অর্থের অতিরিক্ত পরিবর্ত্তন ঘটে, কিম্বা উক্ত শব্দের কোন প্রকার অর্থ না থাকে, তবে এমাম আবু হানিফা এবং তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের মতে নামাজ বাতীল হইবে।

আর যদি কোর-আন শরিফে তত্তুল্য শব্দ থাকে, কিন্তু অর্থটী অভিপ্রেত মর্ম্মের নিকট না হয়, তবে এমাম আবু হানিফা ও মোহম্মদ রহমতুল্লাহে আলায়হেমার মতে নামাজ ফাছেদ হইবে, কিন্তু এমাম আবু ইউছফ রহমতুল্লাহে আলায়হের মতে নামাজ ফাছেদ হইবে না। এস্থলে কাজিখান, কবিরি, ছগিরি, বাজ্জাজি ইত্যাদি হইতে কতকগুলি মছলা ৃত করিয়া দিতেছি, وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا এর দোয়াদ স্থলে জোয়া পড়িলে, خَضِرًا শব্দের দোয়াদ স্থলে দাল কিম্বা জাল পড়িলে, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ এর দোয়াদ স্থলে জোয়া কিম্বা জাল পড়িলে, هَضِيمٌ এর দোয়াদ স্থলে জোয় কিম্বা জাল পড়িলে, بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ এর জোয় স্থলে জাল পড়িলে, فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ এর জোয়া স্থলে দোয়াদ পড়িলে, مَكْظُومٌ এর জোয়া স্থলে দোয়াদ কিম্বা জাল পড়িলে, فَتَرْضَى শব্দের দোয়াদ স্থলে জোয়া পড়িলে, وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا এর জাল স্থলে দোয়াদ পাড়লে, وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ এর জাল স্থলে দোয়াদ পড়িলে, [illegible]

إِنْ يَتَّبِعُوْنَ الظَّنَّ ও إِنَّ الظَّنَّ এর জোয়া স্থলে দোয়াদ পড়িলে, ضِعْفَ الْحَيٰوةِ এর দোয়াদ স্থলে জোয় পড়িলে, فَرَضَ عَلَيْكَ القُرْاٰنَ এর দোয়াদ স্থলে জোয়া পড়িলে, فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ এর দোয়াদ স্থলে জোয়া কিম্বা জাল পাড়লে, ذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ এর জালের স্থলে জোয় কিম্বা দোয়াদ পড়িলে, وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ এর জাল স্থলে দোয়াদ কিম্বা জোয়া পড়িলে, تَلَذُّ الْاَعْيُنُ এর জাল স্থলে জোয় কিম্বা দোয়াদ পড়িলে, নামাজ বাতীল হইবে।

لَا انْفِصَامَ لَهَا এর ছাদ স্থলে ছিন পড়িলে, وَلَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا এর ছাদ স্থলে ছিন পড়িলে, سَرَبًا এর ছিন স্থলে ছাদ পড়িলে, نَسَبًا এর ছিন স্থলে ছাদ পড়িলে, الصَّخْرَةِ এর ছাদ স্থলে ছিন পড়িলে, يَخْصِفَانِ এর ছাদ স্থলে ছিন পড়িলে سَوْطَ عَذَابٍ এর ছিন স্থলে ছাদ পড়িলে قَسْوَرَةٍ এর ছিন স্থলে ছাদ পড়িলে قَوْلًا سَدِيْدًا এর ছিন স্থলে ছাদ পড়িলে, فَالْمُغِيْرَاتِ صُبْحًا এর ছাদ স্থলে ছিন পড়িলে وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ শব্দদ্বয়ের ছাদ স্থলে ছিন পড়িলে, رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ এর ছাদ স্থলে ছিন

পড়িলে عموا و صموا এর ছাদ স্থলে ছিন পড়িলে, حسوما এর ছিন স্থলে ছাদ পড়িলে, قل كل متربص فتربصوا এর শব্দদ্বয়ের ছাদ স্থলে ছিন পড়িলে, এবং صحفا منشرة এর ছাদ স্থলে ছিন পড়িলে, নামাজ বাতীল হইবে।

نسيا حوتهما এর ছিন স্থলে ছাদ, نفصل الآيات এর ছাদ স্থলে ছিন, صدور الناس এর ছাদ স্থলে ছিন, يا بني اسرائيل এর ছিন স্থলে ছাদ, و من يشاقق الرسول এর শিন স্থলে ছিন, كنتم تشتاقون এর শিন স্থলে ছিন, لاصحاب السعير এর ছিন স্থলে শিন, او تكون من الهالكين এর ছোট 'হে' স্থলে বড় হে (হত্তি), و الليل اذا يغشى এর শিন স্থলে ছিন, انعمت عليهم স্থলে انعمت عليهم, الا ما اضطررتم এর দোয়াদ স্থলে জে, জোয়া ও জাল পড়িলে, তোয়া স্থলে 'তে' পড়িলে, الا من خطف الخطفة এর দুই শব্দের তোয়া স্থলে 'তে' পড়িলে, لا تقنطوا এর তোয়া স্থলে 'তে' পড়িলে, و من يقنت এর 'তে' স্থলে তোয়া পড়িলে, يوم نبطش البطشة الكبرى এর দুই শব্দের তোয়া

اَسْطَرْنَا স্থলে 'তে' পড়িলে, اَلصِّرَاطَ এর তোয়া স্থলে 'তে' পড়িলে وَ الطُّوْرِ এর দুই শব্দের তোয়া স্থলে 'তে' পড়িলে, عَلَيْهِمْ مَطَرًا এর তোয়া স্থলে 'তে' পড়িলে, لَوْلَا اَنْ رَبَطْنَا এর তোয়া স্থলে 'তে' পড়িলে, يَجِدُكَ এর দাল স্থলে 'তে' পড়িলে, حَمَّالَةَ الْحَطَبِ এর তোয়া স্থলে 'তে' পড়িলে رِحْلَةَ الشِّتَاءِ এর 'তে' স্থলে তোয়া পড়িলে, طَائِفَةٌ এর তোয়া স্থলে 'তে' পড়িলে وَالتِّيْنِ এর 'তে' স্থলে তোয়া পড়িলে, فِطْرَةَ اللّٰهِ, فَطَرَ و فَاطِرٌ এর তোয়া স্থলে 'তে' পড়িলে, فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ এর দুইটী শব্দের তোয়া স্থলে 'তে' পড়িলে, يَدْخُلُوْنَ এর দাল স্থলে 'তে' পড়িলে, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এর দাল স্থলে 'তে' পড়িলে, لَمْ يَلِدْ এর দাল স্থলে 'তে' এবং وَلَمْ يَلِدْ এর দাল স্থলে 'তে' পড়িলে, নামাজ বাতীল হইবে।

যদি কেহ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ স্থলে فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْهَرْ পড়ে, তবে কাজিখান বলেন, তাহার নামাজ বাতীল হইবে।

যদি কেহ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ এর জোয়া স্থলে 'জে'—অর্থাৎ الْعَزِيْمِ পড়ে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে, ইহা শামী কেতাবে দোরারোল-বেহার হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

যদি কেহ لِيَسْئَلَ الصَّادِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ এর দুইটী ছাদ স্থলে ছিন, خَالِصًا এর ছাদ স্থলে ছিন এবং سَائِغًا এর ছিন স্থলে ছাদ পড়িলে, তবে কাজিখান বলেন, ইহাতে নামাজ ফাছেদ হইবে না, কিন্তু কবিরি প্রণেতা বলেন, ইহা পরবর্ত্তী জামানার আলেমগণের মত, প্রাচীন এমামগণের মতে উপরোক্ত তিন স্থলে নামাজ ফাছেদ হইবে।

যদি কেহ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ এর 'ছে' স্থলে ছিন অর্থাৎ فَحَدِّسْ পড়ে, তবে কবিরি প্রণেতা বলেন, ইহাতে নামাজ ফাছেদ হইবে।

যদি কেহ ছিন পড়িতে গিয়া ث 'ছে', 'রে' পড়িতে গিয়া গাএন, লাম কিম্বা ইয়া পড়িয়া ফেলে, অথবা—কোন একটী অক্ষর উচ্চারণ করিতে গিয়া অন্য অক্ষর পড়িয়া ফেলে, তবে ইহাকে আরবিতে اَلثَّغْ 'আলছাগ' বলা হয়।

তুর্কিদিগের ভাষায় হায়-হুত্তি নাই, তাহাদের ভাষায় খে আছে, সাধারণ তুর্কিরা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ স্থলে اَلْخَمْدُ لِلّٰهِ পড়িয়া থাকে।

যদি অক্ষম ব্যক্তি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ স্থলে اَلْهَمْدُ لِلّٰهِ, اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ স্থলে اَلرَّهْمٰنِ الرَّهِيْمِ, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ স্থলে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ هَمِدَهٗ, اَلصَّمَدُ স্থলে اَلسَّمَدُ, اَعُوْذُ স্থলে اَعُوْزُ, (اَحَدٌ স্থলে اَهَدٌ, سُبْحَانَ اللّٰهِ স্থলে سُبْهَانَ اللّٰهِ স্থলে وَبِحَمْدِكَ

كُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ (تَالٰى زَنُّكَ স্থলে تَعَالٰى جَدُّكَ ,وَبِهَمْدِكَ স্থলে
رِبِّ الْعَالَمِيْنَ ,اَلشَّيْتَانُ স্থলে اَلشَّيْطَانُ ,كُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ স্থলে
,اِيَّاكَ اِيَّاكَ نَابُدُ স্থলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ ,لَبِّ الْاَمِيْنَ স্থলে
اَهْدِنَا স্থলে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ ,وَاِيَّاكَ نَسْتَئِيْنُ স্থলে نَسْتَعِيْنُ
اَنَامْتَ اَلِيْهِمْ স্থলে اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ও اَلسِّرَاتَ পড়ে, তবে
ফাতাওয়া-হোছছামিয়াতে আছে যে, যত দিবস সে ব্যক্তি রাত্র দিবা শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে থাকে, তত দিবস তাহার নামাজ জায়েজ হইবে, আর যখন এই চেষ্টা ত্যাগ করে, তখন তাহার নামাজ বাতীল হইবে।

মত আছে, পরবর্ত্তী জামানার বিদ্বান্‌গণের মধ্যে একদল বলিয়াছেন, যে দুই অক্ষরের মধ্যে প্রভেদ করা সহজসাধ্য, যেরূপ ছাদ ও তোয়া, এইরূপ অক্ষরদ্বয়ের একটীকে অন্যটীর সহিত পরিবর্ত্তন করিলে, নামাজ বাতীল হইবে, আর যে দুই অক্ষরের মধ্যে প্রভেদ করা কষ্টসাধ্য, যেরূপ ছাদ ও ছিন, এইরূপ একটীকে অন্যের সহিত পরিবর্ত্তন করিলে, অধিকাংশের মতে নামাজ বাতীল হইবে না।

আর একদল বিদ্বান্ বলিয়াছেন, যে দুই অক্ষর একই মখ্‌রেজ (উচ্চারণস্থল) কিম্বা নিকট নিকট মখরেজ হইতে উচ্চারিত হয় এইরূপ অক্ষরদ্বয়ের একটীকে অন্যটীর সহিত পরিবর্ত্তন করিলে, নামাজ নষ্ট হইবে না, আর যে দুই অক্ষরের মখরেজ নিকট নিকট নহে, এইরূপ অক্ষরদ্বয়ের একটীকে অন্যটীর সহিত পরিবর্ত্তন করিলে, নামাজ নষ্ট হইবে।

কেহ বলিয়াছেন, সাধারণ লোকে ভ্রম বশতঃ যে অক্ষরকে অন্যটার সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, সেই স্থলে নামাজ নষ্ট হইবে না।

ফৎহোল কদিরের ১।১২৯ পৃষ্ঠায়, কাজিখানের ১।৭২ পৃষ্ঠায়, শামীর ১।৬৬২ পৃষ্ঠায় কবিরির ৪৬১ পৃষ্ঠায় কাজিখান বলেন, এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে কঠোর পরিশ্রম করা উচিত, এসম্বন্ধে তাহার আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না। এইরূপ চেষ্টা করিতে থাকা সত্ত্বেও যদি তাহার মুখে উহা উচ্চারিত না হয় এবং এরূপ একটী আয়ত না পায় যাহাতে উক্ত অক্ষরটী না থাকে, তবে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে, কিন্তু সে ব্যক্তি অন্যের এমামত করিবে না।

কবিরি, শামী, ফৎহোল-কদীর ও বাজ্জাজায়াতে আছে, যদি তাহার পক্ষে শুদ্ধ উচ্চারণ কারীর পশ্চাতে এক্তেদা করা সম্ভব হয় এবং ইহা সত্ত্বেও এক্তেদা ত্যাগ করে, তবে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে না।

আর যদি এরূপ আয়ত পাইয়া উঠে যাহাতে উক্ত অক্ষর না থাকে এবং ইহা সত্ত্বেও সে ব্যক্তি উক্ত আয়ত পাঠ করে যাহাতে সেই অক্ষর থাকে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে। কাজীখান, ১।৬৭—৭৫, কবিরি, ৪৪৭-৪৬১, শামি, ১।৬৫৯—৬৬১ বাজ্জাজিয়া, ১।৪৬—৪৮ ফৎহোল কদীর, ১।১২৯।

পাঠক, মনে রাখিবেন, অক্ষর পরিবর্ত্তনে আরও কতকগুলি শেষোক্ত মতগুলি অগ্রাহ্য স্থির করা হইয়াছে।

(৪) ভ্রমবশতঃ একটী অক্ষর যোগ করিলে, অর্থের পরিবর্ত্তন হয় কি না, দেখিতে হইবে, যদি অর্থের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে ইহাতে নামাজ বাতীল হইবে না।

যেরূপ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ এর وَانْهَ

স্থলে وَانْهِىْ কিম্বা اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكَ স্থলে اِنَّا رَادُّوْهُ وَ اِلَيْكَ

يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا স্থলে يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُمْ نَارًا ও পড়িলে, অর্থের পরিবর্ত্তন হয় না। এই কারণে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে নামাজ ফাছেদ হইবে না।

যদি এইরূপ অক্ষর যোগ করায় অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, তবে নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে; যেরূপ زَرَابِيُّ স্থলে زَرَابِيبُ, مَثَانِيَ স্থলে مَثَانِينَ পড়া, ইহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়।

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ স্থলে وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ পড়িলে এবং اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى স্থলে وَاِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى পড়িলে, ফৎহোল-কদীর, খোলাছা, কাজিখান ও বাজ্জাজিয়ার মতে নামাজ নষ্ট হইবে, কিন্তু কবিরিতে নামাজ ফাছেদ না হওয়ার মত সমর্থন করা হইয়াছে। বাজ্জাজিয়া, ১।৪৯, কাজিখান, ১।৭৩, ফৎহোল-কবির, ১।১৩০, কবিরি, ৪৫৪।

(৫) একটী অক্ষর কম করিলে, যদি অর্থের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে নামাজ নষ্ট হইবে না, যথা لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا স্থলে لَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا, وَمَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا স্থলে مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا, فَسُبْحَانَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ স্থলে سُبْحَانَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ পড়া, এইরূপ যে ওয়াও و কিম্বা ف ফে লোপ করিলে, অর্থের পরিবর্ত্তন হয় না, উহাতে নামাজ নষ্ট হইবে না।

আর যদি উহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, তবে নামাজ নষ্ট হইয়া যাইবে, যথা— وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى স্থলে 'ওয়াও' অক্ষর লোপ করিয়া مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى পড়া, ইহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন হওয়ায় নামাজ নষ্ট হইবে। যদি একটী শব্দের একটী অক্ষর লোপ করায় অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, তবে নামাজ নষ্ট হইবে, যথা— رَزَقْنَا স্থলে زَقْنَا কিম্বা رَقْنَا, دَرَسْتَ স্থলে رَسْتَ, خَلَقْنَا স্থলে لَقْنَا ও جَعَلْنَا স্থলে عَلْنَا পড়া।

তিন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় অক্ষর লোপ করিলে, অর্থের পরিবর্ত্তন হওয়ায় নামাজ নষ্ট হইয়া যায়, যথা قُرْاٰنًا স্থলে قُرَانًا عَرَبِيًّا স্থলে رَبِيًّا পড়া। এইরূপ শেষ অক্ষর লোপ করিলে, নামাজ নষ্ট হইয়া যায়, যথা— ضَرَبَ, ضَرَ। তরখিমের নিয়ম অনুসারে শেষ অক্ষর লোপ করিলে, নামাজ নষ্ট হইবে না।— কাজিখান, ১।৭৩, ফৎহোল-কদির, ১।৩০, বাজ্জাজিয়া, ১ ৪৯।

(৬) যদি একটী শব্দের পরিবর্ত্তে অন্য একটী শব্দ পড়িয়া ফেলে, তবে উভয় শব্দের মর্ম্ম নিকট নিকট হয় এবং এই দ্বিতীয় শব্দ কোর-আনে পাওয়া যায়, তবে এমাম আজম ও তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের মতে নামাজ নষ্ট হইবে না। যথা اَلْحَكِيْمُ স্থলে اَلْعَلِيْمُ পড়া, ও اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ স্থলে اَلرَّحْمٰنُ الْكَرِيْمُ পড়া। আর যদি ঐরূপ শব্দ কোর-আনে না পাওয়া যায়, তবে এমাম আজম ও তাঁহার শিষ্য এমাম মোহাম্মদের মধ্যে নামাজ নষ্ট হইবে না, যথা اَلْاَثِيْمُ স্থলে اَلْفَاجِرُ পড়া।

আর যদি উভয় শব্দের মর্ম্ম নিকট নিকট না হয় এবং ...

কোরআনে না থাকে, তবে তাঁহাদের সকলের মতে নামাজ নষ্ট হইবে, যথা— إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ স্থলে إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي خِيَامٍ, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ স্থলে إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الطَّالِحَاتِ পড়া فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ স্থলে فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْمُوَحِّدِينَ পড়া।

যদি তত্তুল্য শব্দ কোর-আনে থাকে, কিন্তু উভয় শব্দের অর্থ নিকট নিকট না হয়, এমন কি উহা বিশ্বাস করিলে কাফের হইতে হয়, তবে এমাম আজম ও তাঁহার শিষ্য এমাম মোহাম্মদের মতে নামাজ বাতীল হইবে, এমাম আবু ইউছফের ইহাতে দুইটী রেওয়াএত থাকিলেও তাঁহার ছহিহ্ রেওয়াএতে ইহাতে নামাজ নষ্ট হইবে, যথা— إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ স্থলে إِنَّا كُنَّا غَافِلِينَ পড়া, الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى স্থলে اَلشَّيْطَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى পড়া, অধিকাংশ বিদ্বানের মতে ইহাতে নামাজ বাতীল হইবে।

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰى পড়িলে, الْغُبَارُ স্থলে الْغُرَابُ স্থলে أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا نَعَمْ, أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ স্থলে مَا تَخْلُقُونَ, সমধিক প্রকাশ্য মতে নামাজ বাতাল হইবে।

قَالَ نَعَمْ স্থলে قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى,

أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ
وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا بَلٰى স্থলে قَالُوْا نَعَمْ,
إِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوْا بَلٰى
এর স্থলে قَالُوْا نَعَمْ;

يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ
قَالُوْا بَلٰى এর স্থলে قَالُوْا نَعَمْ বলিলে, নামাজ বাতীল হইবে, ইহা কাজিখান কেতাবে আছে।

ذُقْ - إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ এর স্থলে الْكَرِيْمُ الْحَكِيْمُ
পড়িলে কি হইবে ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, ফৎহোল কদীরে আছে যে, মনোনীত মতে ইহাতে নামাজ বাতীল হইবে; কিন্তু বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে যে, ফৎওয়া গ্রাহ্যমতে উহাতে নামাজ বাতীল হইবে না।

قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ এর স্থলে
عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ الْغُرُوْبِ পড়িলে ও شُفَعَاءُ স্থলে
شُرَكَاءُ পড়িলে নামাজ ফাছেদ হইবে। কাজিখান ১।৭৩।৭৪, ফৎহোল কদীর ১।১৩০, মিসরে মুদ্রিত ফাতাওয়ায় আলমগিরির হাসিয়ায় মুদ্রিত বাজ্জাজিয়া [illegible]।

(৭) যদি ভ্রমবশতঃ একটী শব্দ ত্যাগ করে এবং উহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে ইহাতে নামাজ নষ্ট হইবে না, যথা— وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا এই আয়তের ذَا শব্দ লোপ করিয়া وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا تَكْسِبُ غَدًا পড়া, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ এই আয়তের مِنَ শব্দ লোপ করিয়া مَا جَاءَكَ الْعِلْمُ পড়া, جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا এর শেষ سَيِّئَةٌ লোপ করিয়া جَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا পড়া। এইরূপ স্থলে অর্থের পরিবর্ত্তন হয় না।

আর যদি একটী শব্দ ত্যাগ করায় অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মধ্যে নামাজ বাতীল হইবে, ইহাই ছহিহ্ মত, যথা— فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ এর لَا শব্দ লোপ করিয়া فَمَا لَهُمْ يُؤْمِنُونَ পড়া এবং وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ এর لَا শব্দ লোপ করিয়া وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ يَسْجُدُونَ পড়া, স্বেচ্ছায় এইরূপ পড়িলে, কাফের হইতে হয়, কাজেই ভ্রমবশতঃ পড়িলে, নামাজ বাতীল হইবে। কাজিখান, ১।৭৪।

(৮) যদি ভ্রমবশতঃ একটী শব্দ বেশী করিয়া পড়ে, ইহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন না হইলে এবং তত্তুল্য শব্দ কোর-আন শরিফে থাকিলে, সকলের মতে নামাজ নষ্ট হইবে না, যথা— لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِرًّا وَذِى الْقُرْبٰى এই আয়তে بِرًّا শব্দ যোগ করা, اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا عَلِيْمًا এই আয়তে عَلِيْمًا শব্দ যোগ করা, وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ كَرِيْمٌ এই আয়তে كَرِيْمٌ শব্দ যোগ করা এবং وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ এই আয়তে الْعَلِيْمُ শব্দ যোগ করা।

আর যদি উক্ত শব্দ যোগ করায় অর্থের পরিবর্ত্তন হয় কিন্তু তত্তুল্য শব্দ কোর-আনে থাকে, তবে নামাজ ফাছেদ হইবে, যথা— مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَكَفَرَ فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ এই আয়তে كَفَرَ শব্দ বৃদ্ধি করা, وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَكَفَرُوْا اُولٰئِكَ سَوْفَ نُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ এই আয়তে وَكَفَرُوْا শব্দ বেশী করা, فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَكَفَرَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى এই আয়তে وَكَفَرَ শব্দ যোগ করা, وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَاٰمَنَ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى এই আয়তে وَاٰمَنَ শব্দ বৃদ্ধি করা এবং وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاٰمَنُوْا اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ

النّار এই আয়তে وَآمَنُوا শব্দ যোগ করা, যদি জ্ঞাতসারে এইরূপ যোগ করে, তবে কাফের হইবে, আর ভ্রমবশতঃ এইরূপ করিলে, নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে।

এইরূপ যদি উক্ত শব্দ কোর-আনে না থাকে এবং অর্থের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তবে নামাজ বাতীল হইবে, যথা—وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ وَعَصَيْنَا هُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى এই আয়তে وَعَصَيْنَا هُمْ শব্দ যোগ করা, স্বেচ্ছায় এইরূপ পড়িলে, কাফের হইতে হয় এবং ভ্রমবশতঃ পড়িলে, নামাজ নষ্ট হইবে।

যদি উক্ত শব্দ কোর-আনে না থাকে এবং উহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে এমাম আজমের মতে ইহাতে নামাজ বাতীল হইবে না, যথা—فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَّ نَخْلٌ وَّ تُفَّاحٌ وَّ رُمَّانٌ এই আয়তে وَتُفَّاحٌ শব্দ যোগ করা এবং كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَاسْتَحْصَدَ এই আয়তে وَاسْتَحْصَدَ যোগ করা।—ফৎহোল-কদির, ১।১৩০ ও কাজিখান, ১।৭৪।

(৯) একটি কিম্বা দুইটী শব্দ অগ্রপশ্চাৎ করিলে, যদি অর্থের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে উহাতে নামাজ নষ্ট হইবে না, যথা—لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَّ شَهِيقٌ স্থলে لَهُمْ فِيهَا شَهِيقٌ وَّ زَفِيرٌ পড়া, وَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَّعِنَبًا স্থলে وَأَنْبَتْنَا فِيهَا عِنَبًا وَّحَبًّا পড়া, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ স্থলে يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَّ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ পড়া এবং أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

স্থলে بِالنَّفْسِ وَالنَّفْسَ بِالْعَيْنِ اَنَّ الْعَيْنَ পড়া, এই কয়েক স্থলে অর্থের পরিবর্ত্তন হয় না, এই হেতু নামাজ নষ্ট হয় না।

যদি এইরূপ অগ্র পশ্চাৎ করিলে, অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, তবে নামাজ নষ্ট হইবে, যথা— اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا স্থলে اِنَّ مَعَ الْيُسْرِ عُسْرًا পড়া এবং اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهٗ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ স্থলে اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهٗ فَخَافُوْهُمْ وَلَا تَخَافُوْنِ পড়া, এইরূপ স্থলে অর্থের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে। ফৎহোল-কদীর, ১।১৩০ ও বাজ্জাজিয়া, ১।৫১।

(১০) যদি একটি শব্দের একটি অক্ষর অগ্র পশ্চাৎ করিলে, অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, তবে নামাজ বাতীল হইবে, যথা— قَسْوَرَةٌ স্থলে قَوْسَرَةٌ পড়া।

আর যদি অর্থের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে এমাম মোহম্মদের মতে নামাজ বাতীল হইবে না, যথা— اِنْفَجَرَتْ স্থলে اِنْفَرَجَتْ বলা। ফৎহোল-কদীর, ১।১৩০ ও শামী, ১।৬৬১।

মাখ্‌রেজ-হরুফের বিবরণ।

যেস্থান হইতে আরবি অক্ষরগুলি উচ্চারিত হয়, উহাকে মাখরেজ বলা হয়।

মাখরেজ জানিবার পূর্ব্বে জানা উচিত যে, আরবি অক্ষরের সংখ্যা কত, ইহাতে মতভেদ দেখা যায়, কেহ কেহ ৩০টী কেহ কেহ ২৯টী এবং কেহ কেহ ২৮টী বলিয়াছেন, যাহারা আলেফ ও হামজাকে এক অক্ষর এবং লাম ও লাম-আলেফকে এক অক্ষর ধারণা করিয়াছেন, তাহারা ২৮টী অক্ষর ধারণা করিয়াছেন।

আর যাহারা কেবল লামআলেফকে এক অক্ষর ধারণা করিয়াছেন, তাহারা ২৯টী অক্ষর বলিয়াছেন।

আর যাহারা উক্ত চারিটী অক্ষরকে পৃথক পৃথক অক্ষর ধারণা করিয়াছেন, তাহারা ৩০টী অক্ষর বলিয়াছেন।

২৯টী অক্ষর হওয়া প্রসিদ্ধ মত।

এক্ষণে আরবি অক্ষরগুলি কোন্ কোন্ স্থান হইতে বাহির হয়, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। দন্ত, জিহ্বা, তালু, গলা, ঠোট হইতে উক্ত অক্ষরগুলি উচ্চারিত হয়।

বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্যের ৩২টী দাঁত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সম্মুখের চারিটী দাঁতকে 'ছানাইয়া' বলা হয়, উপরিস্থ দুইটীকে ছানাইয়া উলইয়া এবং নিম্নস্থ দুইটীকে ছানাইয়া ছোফলা বলা হয়।

উক্ত চারিটী দাঁতের চারিপার্শ্বে যে চারিটী দাঁত আছে, উক্ত দাঁতগুলিকে 'রাবাইয়াত' বলা হয়, বঙ্গভাষায় এই আটটী দাঁতকে কর্ত্তন দন্ত বলে।

চারিটী রাবাইয়াত দাঁতের চারি পার্শ্বে যে চারিটী দাঁত আছে, উক্ত দাঁতগুলিকে আরবিতে 'আনইয়াব' এবং বঙ্গভাষায় সুচাল দন্ত বলা হয়।

অবশিষ্ট ২০টী দাঁতকে আরবিতে 'আদরাছ' এবং বঙ্গভাষায় চোয়ালের কিম্বা চর্ব্বণ দাঁত বলে। চারিটী আনইয়াবের চারিপার্শ্বে যে চারিটী দাঁত আছে, উক্ত দাঁতগুলিকে ض জাওয়াহেক দাঁত বলা হয়।

জাওয়াহেক চারিটীর চারিপার্শ্বে তিনটী করিয়া বারটী দাঁত আছে, তৎসমস্তকে 'তাওয়াহেন' দাঁত বলা হয়।

তাওয়াহেনের চারি পার্শ্বের চারিটী দাঁতকে নওয়াজেজ দাঁত বলা হয়।

আরবি অক্ষরগুলির ১৭টী মখরেজ আছে ;—

প্রথম মখরেজ জওফ অর্থাৎ গলা ও মুখের মধ্যস্থিত শূন্যস্থান, এই স্থান হইতে তিনটী হরফে মদ্দ উচ্চারিত হয়. আলেফ ছাকেন এবং উহার প্রথম অক্ষর জবর যুক্ত, ইয়া ছাকেন এবং উহার প্রথম অক্ষর জের বিশিষ্ট এবং ওয়াও ছাকেন ও উহার পূর্ব্ব অক্ষর পেশ-যুক্ত হইলে, এই আলেফ, ইয়া ও ওয়াও অক্ষর ত্রয়কে হরফে মদ্দ বলা হয়।

এই তিন অক্ষর মুখের শূন্য স্থান হইতে বাহির হইয়া বাতাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, এই হেতু এই তিন অক্ষরকে 'হাওয়াইয়া' বলা হয়।

দ্বিতীয় মখরেজ আফছায় হালক অর্থাৎ ছিনার নিকটস্থ কণ্ঠ মূল, এই স্থান হইতে ছোট হে (ه) ও হামজা (ء) উচ্চারিত হয়।

তৃতীয় মখরেজ আছাতে হাল্‌ক অর্থাৎ কণ্ঠের মধ্যস্থল, এই স্থান হইতে বড় হে (ح) ও আএন (ع) উচ্চারিত হয়।

চতুর্থ মখরেজ আদনায় হালক অর্থাৎ মুখের নিকটস্থ কণ্ঠনালীর উপরি অংশ, এই স্থল হইতে খে (خ) ও গাএন (غ) উচ্চারিত হয়।

উপরোক্ত ছয়টী অক্ষরকে হরুফে হালকি বলা হয়।

পঞ্চম মখরেজ আকছায় জবান অর্থাৎ জিহ্বার মূল এবং তদুপরিস্থ তালু, এই স্থান হইতে বড় কাফ (ق) উচ্চারিত হয়।

ষষ্ঠ মখরেজ জিহ্বার মূল ও মধ্য ভাগের মধ্যস্থল এবং তদুপরিস্থ তালু, এই স্থল হইতে ছোট কাফ (ک) উচ্চারিত হয়।

উপরোক্ত অক্ষর দ্বয়কে "লাহাতিয়া" বলা হয়।

সপ্তম মখরেজ জিহ্বার মধ্যস্থল এবং তদুপরিস্থ তালু, এই স্থান হইতে জীম (ج), শীন (ش) ও ইয়া (ي) উচ্চারিত হয়।

উপরোক্ত তিন অক্ষরকে 'শাজারিয়া' বলা হয়।

অষ্টম মখরেজ জিহ্বার ডাহিন কিম্বা বাম কিনারা যাহা উহার মূল দেশের সন্নিকট এবং তৎসংলগ্ন উপরিস্থ চোয়ালের দাঁতগুলির মূল, এই স্থল হইতে দোয়াদ (ض) উচ্চারিত হয়, এই অক্ষরটী -জিহ্বার উভয় পার্শ্ব হইতে বাহির করা যাইতে পারে,কিন্তু বাম পার্শ্ব হইতে বাহির করা অপেক্ষাকৃত সহজ। ইহাকে 'হাফিয়া' হরফ বলা হয়।

এই অক্ষরটী উচ্চারণ করিতে অনেকে ভুল করিয়া থাকেন, কাজেই সুদক্ষ কারীর নিকট ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

নবম মখরেজ জিহ্বার শেষ সীমার ডাহিন কিম্বা বাম কিনারা, উপরিস্থ তালু ও উপরিস্থ 'জাহেক' ও 'নাব' দাঁতের মূল সহ, এই স্থান হইতে 'লাম' উচ্চারিত হয়।

দশম মখরেজ জিহ্বার অগ্রভাগের এক কিনারা, উপরিস্থ ছানাইয়া দাঁত দ্বয়ের মূল ও তালু সহ, এই স্থান হইতে 'নুন' উচ্চারিত হয়।

একাদশ মখরেজ জিহ্বার অগ্রভাগের পিঠ ও উপরিস্থ 'ছানাইয়া' দাঁতদ্বয়ের মূল, এই স্থান হইতে 'রে' উচ্চারিত হয়।

লাম জিহ্বার আগার উপরের দিক্ হইতে এবং 'রে' পিঠের দিক্ হইতে উচ্চারিত হয়।

উপরোক্ত তিনটী অক্ষরকে 'তরফিয়া' কিম্বা 'জালকিয়া' বলা হয়।

দ্বাদশ মখরেজ জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরিস্থ ছানাইয়া দাঁতদ্বয়ের মূল, এই স্থান হইতে দাল, তোয়া ও 'তে' এই তিন অক্ষর উচ্চারিত হয়।

এই তিন অক্ষরকে 'নাৎয়িয়া' বলা হয়।

ত্রয়োদশ মখরেজ জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরিস্থ 'ছানাইয়া' দাঁত দ্বয়ের অগ্রভাগ, এই স্থান হইতে জোয়া, জাল ও 'ছে' উচ্চারিত হয়, এই তিন অক্ষরকে 'লেছাবিয়া' বলা হয়।

চতুর্দ্দশ মখরেজ জিহ্বার অগ্রভাগ এবং নিম্নের 'ছানাইয়া' দাঁত দ্বয়ের মূল কিম্বা অগ্রভাগ, এই স্থান হইতে ছাদ, জে ও ছিন উচ্চারিত হয়।

এই তিন অক্ষরকে 'ছফিরিয়া' বলা হয়।

পঞ্চদশ মখরেজ নীচের ঠোটের পেট ও উপরিস্থ 'ছানাইয়া' দাঁত-দ্বয়ের অগ্রভাগ। এই স্থান হইতে ফে উচ্চারিত হয়।

ষোড়শ মখরেজ দুই ঠোট, এই স্থান হইতে বে, মিম এবং যে 'ওয়াও' মাদ্দা নহে, উচ্চারিত হয়, যে 'ওয়াও' ছাকেন হয় এবং উহার পূর্ব্বের অক্ষরে পেশ থাকে, উহাকে 'ওয়াও' মাদ্দা বলা হয় 'বে' এবং মিম উচ্চারণ কালে দুই ঠোট মিলিত হয়, কিন্তু 'ওয়াও' উচ্চারণ কালে দুই ঠোট ফাক হইয়া যায়।

'বে' দুই ঠোটের ভিজা অংশ হইতে বাহির হয়, এই হেতু উহাকে 'বাহরি' বলা হয়, আর মিম দুই ঠোটের শুষ্ক অংশ হইতে বাহির হয়, এই হেতু উহাকে 'বারি' বলা হয়।

উপরোক্ত তিনটী অক্ষরকে 'শাফাবিয়া' বলা হয়।

সপ্তদশ মখরেজ নাসিকার মূল, এই স্থান হইতে এখ্‌ফা ও এদ-গামের নুন উচ্চারিত হয়, এই নুন উহার আছল মখরেজ হইতে উচ্চারিত না হইয়া নাসিকামূল হইতে উচ্চারিত হয়, এইরূপ উচ্চারণ করাকে 'গোন্না' বলা হয়।

এখফা ও এদগামের মিম মিমের মখ্‌রেজ হইতে বাহির হইয়া নাসিকামূলে পৌঁছিয়া থাকে।

মোশতাবেহোছ-ছওত

অক্ষরগুলির প্রভেদ!

সাধারণ লোকে নিম্নোক্ত অক্ষরগুলিকে বিকৃত ভাবে পড়িয়া থাকে, ইহাতে কোর-আনের অর্থের পরিবর্তন হইয়া পড়ে, কাজেই এই অক্ষর গুলির প্রভেদ অবগত হওয়া নিতান্ত জরুরি।

হামজা (ء) গলার নিম্ন অংশ হইতে এবং আএন (ع) উহার মধ্যাংশ হইতে উচ্চারিত হয়, কিন্তু উম্মিরা আএন স্থলে হামজা পড়িয়া থাকে, তাহারা عَلَيْهِمْ 'আলায়হেম' এর আএন স্থলে হামজা ও اَنْعَمْتَ 'আনয়া'মতা' এর আএন স্থলে হামজা পড়িয়া থাকে।

ت তে এবং ط 'তোয়া' অক্ষর দ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, 'তে' বারিক এবং 'তোয়া' পোর (মোটা) ভাবে উচ্চারিত হয়।

উম্মিরা صِرَاطَ 'ছেরাত' এর তোয়া স্থলে 'তে' পড়িয়া থাকে।

ث ছে, س ছিন এবং ص ছাদ এই তিন অক্ষরের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ছিন এবং ছাদে শিস দেওয়ার ন্যায় আওয়াজ বাহির হয়, 'ছে' অক্ষরে উহা বাহির হয় না, 'ছে' অতি নরমে জিহ্বার আগা ও উপরি ছানাইয়া দ্বয়ের আগা হইতে বাহির হয়।

ছাদ অক্ষরটী 'পোর' কিন্তু ছিন 'পোর' নহে। আমলোকেরা صِرَاطَ 'ছেরাত' এর ছাদ স্থলে ছিন পড়িয়া থাকে, صَمَدْ 'ছামাদ' এর ছাদ স্থলে ছিন পড়ে, এবং فَحَدَّثْ 'কাহাদ্দেছ' এর 'ছে' স্থলে ছিন পড়িয়া ফেলে।

ح বড় হে (হায়-হোত্তি) এবং ه ছোট হে (হায় হাওয়াজ) এর মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথমটী গলার মধ্যস্থল হইতে এবং শেষটী উহার নিম্নস্থল হইতে বাহির হয়।

সাধারণ লোকের اَلْحَمْدُ 'আলহামদো' এর বড় হে স্থলে হে এবং اَحَدٌ 'আহাদ' এর বড় হে স্থলে ছোট হে পড়িয়া থাকে।

ذ জাল ও ز 'জে' এর মধ্যে প্রভেদ এই যে, জাল জিহ্বার আগা ও উপরি ছানাইয়া দাঁত দ্বয়ের আগা হইতে 'ছে' অক্ষরের ন্যায় অতি নরম ভাবে উচ্চারিত হয়, কিন্তু 'জে' জিহ্বার আগা ও নিম্ন 'ছানাইয়া' এর আগা কিম্বা মূল হইতে উচ্চারিত হয় এবং ইহাতে শিসের ন্যায় আওয়াজ বাহির হয়, জাল অক্ষরে ইহা বাহির হয় না।

দোয়াদ অক্ষর জিহ্বার ডাহিন কিম্বা বাম কিনারাকে চোয়ালের দাঁতগুলির সহিত সংলগ্ন করিলে, বাহির হয়, ইহা লম্বা ভাবে উচ্চারণ করিতে হয়, ইহা দাল কিম্বা জোয়া হইতে পৃথক একটু চেষ্টা করিলে, উহা উচ্চারণ করা সম্ভব হয়।

ق বড় কাফ এবং ك ছোট কাফের মধ্যে প্রভেদ করা নিতান্ত জরুরি, অনেকে قُلْ 'কোল' এর বড় কাফ স্থলে ছোট কাফ এবং قُرَيْشٍ 'কোরা এশেন' এর বড় কাফ স্থলে ছোট কাফ পড়িয়া থাকে।

ج জীম ও ز জে এই অক্ষর দ্বয়ের প্রভেদ করা জরুরি, অনেকে اَلرَّجِيْمِ 'রাজিম' এর জিম স্থলে জে পড়িয়া থাকে।

এইরূপ জোয়া এবং জে এই অক্ষর দ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ করা জরুরি, অনেক اَلْعَظِيْمِ 'আজিম' এর জোয়া স্থলে জে পড়িয়া থাকে।

অক্ষরগুলির ছেফাতের বিবরণ

যে ভাব ও নিয়মে আরবি অক্ষরগুলি উচ্চারিত হয়, উক্ত অবস্থা-গুলিকে ছেফাত বলা হয়। উক্ত ছেফাতগুলির প্রভেদে অক্ষরগুলির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়াছে।

আরবি অক্ষরগুলির অনেক ছেফাত আছে এস্থলে ২০টী ছেফাতের বিবরণ উল্লেখ করা হইয়াছে ;—

১ম মাহমুছা, এই অক্ষরগুলির মখরেজে অতি নরম ও সহজে নিশ্বাস বাহির হইতে থাকে এবং এই অক্ষরগুলির উচ্চারণ হওয়ার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত নিশ্বাস জারি থাকে। নিম্নোক্ত দশটী অক্ষরকে মাহমুছা বলা হয়,—

ফে, বড় হে, ছে, ছোট হে, শিন, খে, ছাদ, ছিন, কাফ ও তে।

এই দশটী অক্ষরকে فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ এই আরবী প্রবচনের মধ্যে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

২য় মাজহুরা, যে অক্ষরগুলি উচ্চারণ কালে মখরেজে অতি জোরে নিশ্বাস জারি হয়, এই হেতু নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়, তৎপরে পুনরায় উহা জারি হয়, এই নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার পরে পুনঃ জারি হওয়ার জন্য উচ্চ আওয়াজ বাহির হয়, এই অক্ষরগুলিকে মাজহুরা বলা হয়। মাহমুছার দশটী অক্ষর ব্যতীত সমস্ত অক্ষরকে মাজহুরা বলা হয়।

৩য় শদিদা, এই অক্ষরগুলি ছকুন ও এদগামের অবস্থায় মখরেজে শক্ত ধাক্কা দেয়, এমন কি নিশ্বাস ও আওয়াজ একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু অকফের সময় এই সমস্ত অক্ষরে নিশ্বাস বন্ধ হওয়া শর্ত্ত নহে, মজহুরা ও শদিদা এই দুই প্রকারে প্রভেদ এই যে, মজহুরাতে প্রথমে

নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু পরে উহা জারি হয় এবং উচ্চ আওয়াজ বাহির হয়, কিন্তু ইহার আওয়াজে কঠিনতা নাই।

পক্ষান্তরে শদিদা অক্ষরগুলির উচ্চারণে কাঠিন্যভাব বোধ হয়, আর যখন তৎসমস্তকে ছাকেন পড়া হয়, তখন নিশ্বাস উহার মখরেজে পৌঁছিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায় এবং উহার শব্দ ঐ স্থানে থামিয়া যায়। শদিদা নিম্নোক্ত আট অক্ষরকে বলা হয় ;—হামজা, জিম, দাদ বড়কাফ, তোয়া, বে, কাফ, তে, আরবির اَجِدُ قَطٍ بَكَتْ এই প্রবচনে উক্ত অক্ষরগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

৪র্থ রেখওয়া, এই অক্ষরগুলি উচ্চারণকালে নিশ্বাস মখরেজে পৌঁছিয়া একেবারে বন্ধ হয় না, বরং কিছু কিছু জারী থাকে, এই হেতু নরম ভাবে উচ্চারিত হয়। শদিদা ও মোতাওয়াছছেতা ব্যতীত ১৬টী অক্ষরকে 'রেখওয়া' বলা হয়।

৫ম মোতাওয়াছছেতা, এই অক্ষরগুলি শদিদা ও রেখ্ওয়ার মধ্যবর্ত্তী —অর্থাৎ ছকুনের অবস্থায় এই অক্ষরগুলির উচ্চারণে এক প্রকার নিশ্বাস বন্ধ থাকে এবং এক প্রকার জারী থাকে, নিশ্বাসের পথের নীচের দিক বন্ধ এবং উপরের দিক্ জারি থাকে, নিম্নোক্ত পাঁচটী অক্ষর মোতাওয়াছছেতা নামে অভিহিত হয় ;—লাম, নুন, আএন, মিম ও রে। আরবীর لِنْ عُمَرْ এই প্রবচনে উক্ত অক্ষরগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ মোছতা'লিয়া, এই অক্ষরগুলি উচ্চারণ কালে জিহ্বা উপরের তালুর দিকে উত্থিত হয়, ইহা সাতটী অক্ষর,—খে, ছাদ, দোয়াদ, গাএন, তোয়া, বড়কাফ ও জোয়া। আরবির خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ এই প্রবচনে উক্ত অক্ষরগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে।

সপ্তম মোছতাফেলা, এই অক্ষরগুলি উচ্চারণ কালে জিহ্বা নীচের দিকে ধাবিত হয়, মোছতা'লিয়া সাত অক্ষর ব্যতীত অবশিষ্ট ২২ অক্ষর মোছতাফেলা হইবে।

অষ্টম মোৎবাকা, এই অক্ষরগুলি উচ্চারণ কালে জিহ্বা উপরি তালুর সহিত মিলিত হইয়া যায়, ছাদ, দোয়াদ, তোয়া এবং জোয়া এই চারিটী অক্ষর মোৎবাকা নামে অভিহিত হইয়াছে।

নবম মোনফাতেহা, এই অক্ষরগুলি উচ্চারণ কালে জিহ্বা এবং তালুর মধ্যে ফাক্ হইয়া পড়ে, মোৎবাকার চারি অক্ষর ব্যতীত অবশিষ্ট ২৫টী অক্ষর মোনফাতেহা হইবে।

দশম মোজলাকা, এই অক্ষরগুলি জিহ্বা কিম্বা ঠোটের কিনারা হইতে উচ্চারিত হয়, ইহা ফে, রে, মিম, নুন, লাম, এবং বে এই ছয়টী অক্ষর, فِرْ مِنْ لُبْ এই প্রবচনে উক্ত অক্ষরগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে।

একাদশ মোছমাতা, এই অক্ষরগুলি মোজলাকার অক্ষরগুলির বিপরীতে জিহ্বা কিম্বা ঠোটের কিনারা হইতে উচ্চারিত হয় না। ইহা মোজলাকার ৬টি অক্ষর ব্যতীত অবশিষ্ট ২৩টী অক্ষর হইবে।

দ্বাদশ ছফিরা, চড়ূই পক্ষী কিম্বা শিসের ন্যায় আওয়াজ জে, ছিন এবং ছাদ এই তিন অক্ষরে প্রকাশিত হয়, এই হেতু উক্ত অক্ষরগুলিকে ছফিরা বলা হয়।

ত্রয়োদশ কালকালা, এই অক্ষরগুলি উচ্চারণ কালে মখরেজে এক প্রকার কম্পন উপস্থিত হয়, ছকুনের সময় যেরূপ কম্পন উপস্থিত হয়, অক্‌ফের সময় তদপেক্ষা অধিকতর কম্পন উপস্থিত হয়, বড়কাফ, তোয়া, বে, জিম ও দাল এই পাঁচটি অক্ষরকে কালকালার অক্ষর বলা হয়, قُطْبُ جَدْ এই প্রবচনে উক্ত অক্ষরগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ হরুফে-লিন, ওয়াও এবং ইয়া ছাকেন এবং উহার পূর্ব্বের অক্ষরে জবর হইলে, উক্ত অক্ষরদ্বয়কে হরফে-লিন বলা হয়, যথা— صَيْفْ ছায়েফ এবং خَوْفْ খওফ।

... লাম এবং রে' এই অক্ষরদ্বয়কে এই জন্য

মোনহারেফা বলা হয় যে, উচ্চারণ কালে স্বস্ব মখরেজ হইতে অন্য মখরেজের দিকে ফিরিয়া যায়, লাম নিজের মখরেজ হইতে বাহির হইয়া নুনের মখরেজের দিকে এবং 'রে' নিজের নিজের মখরেজ হইতে বাহির হইয়া লামের মখ্রেজের দিকে ফিরিয়া যায়।

ষোড়শ হরফে-তাকরার, 'রে' উচ্চারণ কালে জিহ্বাতে এরূপ কম্পন উপস্থিত হয় যাহাতে দুইটি 'রে' অক্ষরের আওয়াজের ন্যায় অনুমিত হয়, এই হেতু উহাকে হরফে-তাকরার বলা হয়। কিন্তু কারির সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত যেন ডবোল 'রে' উচ্চারিত না হয়, 'রে' অক্ষরের উপর তশদীদ হইলে সমধিক সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, নচেৎ উহাতে অনেকগুলি 'রে' প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। মূল কথ 'রে'কে ডবল 'রে' পড়া একেবারে ভুল।

সপ্তদশ হরফে-তাফাশ্শী, শীন অক্ষরকে উক্ত নামে অভিহিত করা হয়, যেহেতু উহা উচ্চারণকালে মুখের মধ্যে একটি স্পষ্ট আওয়াজ প্রকাশ হইয়া জিহ্বায় ছড়াইয়া পড়ে।

অষ্টাদশ হরফে মোছতাতিল দোয়াদ অক্ষরকে এই হেতু মোছতা-তিল বলা হয় যে, উচ্চারণ কালে উহার আওয়াজ ও মাখ্রেজ এত লম্বা হইয়া পড়ে যে, লাম অক্ষরের মখরেজ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। মোছতাতিল ও মদ্দ এই অক্ষরদ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, মোছতাতিল নিজের মখরেজে লম্বা হইয়া থাকে, আর হরফে মদ্দ নিশ্বাসে লম্বা হইয়া থাকে।

উনবিংশ হরফে মাদ্দ, ওয়াও ছাকেন এবং উহার পূর্ব্বের অক্ষরে জের হইলে, আর আলেফ ছাকেন ও উহার পূর্ব্বের অক্ষরে জবর হইলে, এই তিন অক্ষরকে হরুফে মাদ্দ বলা হয়।

এজহারের বিবরণ।

দুই জবর, দুই জের এবং দুই পেশকে 'তনবিন' বলা হয়। নুন ছাকেন কিম্বা তনবিনের পরে ছয়টী হরফে-হালকি অর্থাৎ বড় হে, খে, আএন, গাএন, ছোট হে এবং হামজা থাকিলে, নুনকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে, যেন উহার আওয়াজ নাসিকায় না আনা হয় এবং গোন্না না করা হয়। ইহাকে اظهار এজহার বলা হয়।

নুন ছাকেনের এজহারের উদাহরণ এই ;—

اِنْ اَجْرِىَ - اِنْ هَدَانَا - اِنْ عَلِمْتُمْ - اِنْ حَكَمْتُمْ -

اِنْ غَنِمْتُمْ - اِنْ خَرَجْتُمْ ❋

তনবিনের এজহারের উদাহরণ এই ;—

بَغْتَةً اَوْجَهْرَةً - مَنْسَكًا هُمْ - لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ -

عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ - عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ - ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ○

এখফার বিবরণ।

নুন ছাকেন কিম্বা তনবিনের পরে তে, ছে, জিম, দাল, জাল, জে, ছিন, শিন, ছাদ, দোয়াদ, তোয়া, জোয়া, ফে, বড় কাফ এবং ছোট কাফ এই ১৫টি অক্ষর আসিলে, নুন কিম্বা তনবিনকে অস্পষ্টভাবে এবং নাসিকা মূল হইতে উচ্চারণ করিবে, ইহাকে এখফা বলা হয়।

'তে' অক্ষরের উদাহরণ ;—

أَنْتُمْ - إِنْ تَصْبِرُوْا - يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ

('ছ' অক্ষরের উদাহরণ ;—

مَنْثُوْرًا - مِنْ ثَمَرَةٍ - قَوْلًا ثَقِيْلًا

জিমের উদাহরণ ;—

فَأَنْجَيْنَاهُ - إِنْ جَنَحُوْا - فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ

দালের ;—

أَنْدَادًا - مِنْ دُوْنِ اللهِ - كَأْسًا دِهَاقًا

জালের ;—

أَنْذَرْتَهُمْ - مَنْ ذَا الَّذِيْ - ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ

জে অক্ষরের ;—

تَنْزِيْلٌ - فَإِنْ زَلَلْتُمْ - نَفْسًا زَكِيَّةً

ছিনের ;—

تَنْسَوْنَ - إِنْ سَيَكُوْنُ - قَوْلًا سَدِيْدًا

শিনের ;—

يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ - إِنْ شَاءَ - عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ

ছাদের ;—

يَنْصُرْكُمْ - مِنْ صُلْحٍ - قَوْمًا صَالِحِيْنَ

সোয়াদের ;—

مَنْضُوْدٍ - مِنْ ضَرِيْعٍ - عَذَابًا ضِعْفًا

তোয়া অক্ষরের ;—

اَنْطَقَنَا - فَاِنْ طِبْنَ - صَعِيْدًا طَيِّبًا

জোয়া অক্ষরের ;—

اُنْظُرُوْا - مِنْ ظُهُوْرِهِمْ - ظِلًّا ظَلِيْلًا

ফে অক্ষরের ;—

يُنْفِقُ - فَاِنْ فَاءُوْا - عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ

বড় 'কাফ'এর ;—

يَنْقَلِبْ - مِنْ قَرَارٍ - بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ

ছোট 'কাফ'এর ;—

اَنْكَالًا - اِنْ كُنْتُمْ - رِزْقٌ كَرِيْمٌ

গোন্না বিশিষ্ট এদ্গামের বিবরণ।

নুন ছাকেন কিম্বা তনবিনের পরে ইয়া, নুন, মিম এবং ওয়াও এই চারি অক্ষর থাকিলে, উক্ত নুন কিম্বা তনবিনকে উক্ত অক্ষরগুলির সহিত 'এদ্গাম' করিতে হইবে এবং অস্পষ্টভাবে নাসিকামূলে লইয়া পড়িতে হইবে কিন্তু যদি নুন কিম্বা তনবিন এবং উক্ত অক্ষরগুলি একশব্দে

থাকে, তবে এদগাম ও গোন্না করিতে হইবে না, কোর-আন শরিফে এইরূপ চারিটী শব্দ আসিয়াছে যথা ;—

صِنْوَانٌ - قِنْوَانٌ - بُنْيَانٌ - دُنْيَا

উপরোক্ত চারিটী অক্ষরকে يَنْمُو শব্দে সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত রূপ এদগাম ও গোন্না করাকে গোন্নাবিশিষ্ট এদগাম বলা হয়।

নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া হইতেছে :—

فِئَةٌ يَنْصُرُوْنَهُ - جَنّٰتٍ يَتَسَاءَلُوْنَ - هُدًى وَّ نُوْرٌ -

مِنْ وَلِيٍّ - قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ - فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ -

مِنْ مَّعَهُ - مِنْ مَّاءٍ - مَلِكًا نُّقَاتِلْ - مِنْ نَّفْسٍ *

বেলা-গোন্না এদগামের বিবরণ।

নুন ছকেন কিম্বা তনবিনের পরে লাম কিম্বা রে' থাকিলে, উহাকে রে' কিম্বা লামের সহিত এদগাম (সংযুক্ত) করিয়া পড়িতে হইবে, কিন্তু এস্থলে গোন্না করিতে হইবেনা, ইহাকে গোন্নাবিহীন এদগাম বলা হয়।

লামের উদাহরণ :—

وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ - مِنْ لَّدُنْهُ - هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ -

خَيْرٌ لَّكُمْ *

'রে'এর উদাহরণ ;—

مِنْ رَّبِّكَ - مِنْ رِّزْقِ اللهِ - مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا -
غَفُورٌ رَّحِيمٌ *

বায়ে-কলবের বিবরণ।

নুন ছাকেন কিম্বা তনবিনের পরে 'বে' অক্ষর থাকিলে, উক্ত নুন কিম্বা তনবিন অস্পষ্ট নুন রূপে নাসিকা মূলে (গোন্নার সহিত) পড়িতে হইবে, ইহাকে বায়ে-কলব বলা হয়।

উদাহরণ :—

أَنْبِئْهُمْ - أَنْبِئْهُمْ - عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ - صُمٌّ بُكْمٌ

তশদীদযুক্ত নুন কিম্বা মিমের বিবরণ।

মিম কিম্বা নুনের উপর তশদীদ থাকিলে, তথায় গোন্না করা কারিদিগের নিকট জরুরি। নাসিকা বন্ধ করিয়া শব্দ করিলে, নাসিকা-মূল হইতে যেরূপ আওয়াজ প্রকাশ হয়, উহাকে গোন্না বলা হয়।

উদাহরণ :—

الْجَنَّةُ - مِنَّ - إِنَّا - ثَمَّ - ثُمَّ

মিম ছাকেনের বিবরণ।

মিম ছাকেনের তিন প্রকার অবস্থা আছে. এদগাম, এখফা এবং এজহার।

যদি মিম ছাকেনের পরে মিম থাকে, তবে প্রথম মিমকে দ্বিতীয় মিমের সহিত এদগাম (সংযুক্ত) করিয়া গোন্নার সহিত পড়া জরুরি, ইহাকে এদগামে মিম-ছাকেন বলা হয়। যদি মিম ছাকেনের পরে 'বে' থাকে,তবে উক্ত মিমকে এখফা কিম্বা এজহার করিতে হইবে, ইহাতে দুই প্রকার মত আছে, কিন্তু অধিকাংশ কারিগণের মনোনীত মতে এখফা করা উত্তম এবং কারিগণ এইমতের উপর আমল করিয়া আসিতেছেন। এস্থলে এখফা করার মর্ম্ম এই যে, মিম নিজ মখরেজ হইতে বাহির হইয়া নাসিকামূলের দিকে ধাবিত হই। ইহাকে এখফায়-মিম ছাকেন বলা হয়।

এদগামের উদাহরণ ;—

مَالَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ - كَمْ مِّنْ

এখফার উদাহরণ ;—

اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ - وَ مَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ

মিম ছাকেনের পরে 'বে' কিম্বা মিম ব্যতীত অন্য ২৭ অক্ষর আসিলে মিমকে এজাহার করিতে হইবে, অর্থাৎ স্পষ্টভাবে পড়িতে হইবে. বিশেষতঃ যখন উহার পরে ওয়াও কিম্বা ফে আসিবে, তখন এজহার করিতে সমাধিক চেষ্টা করিবে।

বে এবং 'ফে'এর উদাহরণ ;—

يَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ - عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّيْنَ

অন্যান্য অক্ষরের উদাহরণ ;—

أَنْعَمْتَ - يَمْشُونَ

'রে' পোর ওবারিক পড়ার বিবরণ।

পোর করার অর্থ মোটা করিয়া পড়া, আর বারিক করার অর্থ নরমভাবে পড়া। জিহ্বাকে উচ্চ করিলে, পোর হইয়া যায় এবং নীচে করিলে বারিক হইয়া যায়।

'রে' অক্ষরে পেশ কিম্বা জবর থাকিলে উহা পোর পড়িতে হইবে, আর উহাতে জের থাকিলে, বারিক পড়িতে হইবে, যথা ;—

رُزِقُوا - رَزَقْنَاهُمْ - رِزْقًا

আর যদি রে' ছাকেন হয়, তবে উহার পূর্ব্বের অক্ষর দেখিতে হইবে, যদি উহাতে পেশ কিম্বা জবর থাকে, তবে এই ছাকেন 'রে' পোর পড়িতে হইবে। আর যদি উহাতে জের থাকে, তবে রে' বারিক পড়িতে হইবে। যথা ;—

قَرْيَةٍ - قُرْبَانًا - فِرْعَوْنَ - مِرْيَةٍ

কিন্তু যদি 'রে' ছাকেনের পূর্ব্বে আরেজি (গর আছলি) জের থাকে কিম্বা রে' ছাকেনের পরে একই শব্দে কোন হরফে এছতে'লা আসে, তবে উক্ত ছাকেন 'রে' পোর পড়িতে হইবে।

আরেজি জেরের উদাহরণ—

اِمِ ارْتَابُوا - رَبِّ ارْجِعُونِ - اِنِ ارْتَبْتُمْ

হরফে এছতে'লার উদাহরণ ঃ

قِرْطَاسٍ - مِرْصَادٍ - فِرْقٍ

কেবল فِرْقٍ শব্দে মতভেদ হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন, 'রে' ছাকেনের পরে হরফে এছতে'লা অর্থাৎ বড় কাফ আসিয়াছে, এই হেতু উহাকে পোর প'ড়িতে হইবে। অন্য একদল বলেন, উহার পূর্ব্বে এবং পশ্চাতে দুইটী জের আছে ; এই হেতু বারিক পড়িতে হইবে। কোন কোন কারী দাবি করিয়া বলিয়াছেন যে, এই 'রে' অক্ষরের বারিক পড়ার প্রতি কারিগণের এজমা (একমত) হইয়াছে। তয়ছির কেতাবে এই 'রে' পোর পড়ার নিশ্চিত আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

দানী নামক প্রসিদ্ধকারী বলিয়াছেন, উক্ত দুই প্রকার নিয়ম উৎকৃষ্ট। অন্যান্য কেরাতের কেতাবে বুঝা যায় যে, বর্ত্তমান কারিরা উক্ত 'রে' অক্ষরকে পোর পড়িয়া থাকেন।

খে, ছাদ, দোয়াদ, গাএন, তোয়া, বড় কাফ এবং জোয়া এই সাতটী অক্ষর হরুফে-এছতে'লা, ইহা ইতি পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

যে জেরটী পূর্ব্বে ছিল না. কিন্তু ব্যাকরণের কোন সূত্রানুসারে পরে উহা দেওয়া হইয়াছে, উহাকে আ'রেজি عارضى জের বলা হইয়াছে।

যদি 'রে' ছাকেনের পূর্ব্ব অক্ষরে জের হয়, আর পর অক্ষর হরফে-এছতে'লা হয়, কিন্তু উক্ত হরফে-এছতে'লা অন্য শব্দে থাকে, তবে 'রে' বারিক পড়িতে হইবে ; যথা—

اَنْذِرْ قَوْمَكَ - فَاصْبِرْ صَبْرًا

যদি 'রে' অক্ষরে জের, জবর কিম্বা পেশ থাকে, কিন্তু উহার পূর্ব্ব অক্ষর ইয়া ছাকেন থাকে, আর ইয়া ছাকেনের পূর্ব্ব অক্ষরে ...

কিম্বা পেশ থাকে, তবে এই শব্দকে অক্‌ফ করিতে গেলে, রে বারিক পড়িতে হইবে, যথা—

خَيْرٍ - سَيْرٍ - قَدِيْرٌ

যদি জের, জবর কিম্বা পেশ যুক্ত রে অক্ষরের পূর্ব্ব অক্ষর ইয়া ছাকেন ব্যতীত অন্য কোন ছাকেন অক্ষর হয়, এক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে, এই ছাকেন অক্ষরের পূর্ব্ব অক্ষরে কোন্ হরকত আছে, যদি জবর কিম্বা পেশ থাকে, তবে অক্‌ফ করা কালে এই 'রে' পোর পড়িতে হইবে; যথা—

تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ - شَهْرٍ - اَمْرٍ

আর যদি জের থাকে, তবে উক্ত 'রে' বারিক পড়িতে হইবে, যথা— ذِكْرٍ - حِجْرٍ

اُدْخُلُوْا مِصْرَ - عَيْنَ الْقِطْرِ এই দুই স্থলে 'রে' ছাকেনের পূর্ব্বে হরফে এস্তে'লা আসিয়াছে, এই হেতু অক্‌ফ করা কালে উহা পোর পড়িতে হইবে, কিম্বা বারিক পড়িতে হইবে, ইহাতে কারিগণ মতভেদ করিয়াছেন, কাজেই উভয় প্রকার পড়া জায়েজ হইবে, কিন্তু প্রথম স্থলে 'রে' অক্ষরে জবর আছে, এই কারণে পোর পড়া এবং দ্বিতীয় স্থলে 'রে' অক্ষরে জের আছে, এই কারণে বারিক পড়া উত্তম।

এই দুই স্থল ব্যতীত অন্যান্য স্থলে প্রথম নিয়ম বলবৎ থাকিবে।

اِذَا يَسْرِ এর 'রে' অক্ষরে উপরোক্ত কায়েদা অনুসারে পোর পড়া উচিত, কিন্তু কারিগণ এই স্থলে খাস করিয়া বারিক পড়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কোর-আন শরিফে بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا এই আয়তে এমালা আছে, এ স্থলে বিছমিল্লাহে মাজরেহা পড়িতে হয়। বঙ্গভাষায় এমালা প্রকাশ করা কঠিন, ফার্সি ভাষায় ইয়ায়-মজহুল দ্বারা উহা প্রকাশ করা সম্ভব হয়। মনে ভাবুন, যদি বঙ্গভাষায় দুইটী একার ব্যবহার করার নিয়ম থাকিত, তবে, এমালার আওয়াজ প্রকাশ করা সম্ভব হইত। উপরোক্ত আয়তের 'মাজরেহা' শব্দের এমালা-যুক্ত 'রে' বারিক পড়িতে হইবে।

যদি জবর, জের কিম্বা পেশযুক্ত 'রে' অক্ষরকে অকৃফ করিয়া ছাকেন পড়া হয়, আর উক্ত অক্ষরের পূর্ব্ববর্ত্তী আলেফকে এমালা করিয়া পড়া হয়, তবে এই 'রে' বারিক পড়িতে হইবে, যথা— قَرَارٌ - دَارٌ

যে জের কিম্বা পেশযুক্ত 'রে' অক্ষরকে অকৃফ করা উদ্দেশ্যে ছাকেন করা হয়, যদি উহাকে 'রওম' করা হয়, তবে উহার পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষরের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে না, বরং উক্ত 'রে' অক্ষরে জের থাকিলে, উহাকে বারিক পড়িতে হইবে, যথা ;— وَالْفَجْرِ . আর উহাতে পেশ থাকিলে, উহাকে পোর পড়িতে হইবে ; যথা — مُنْتَصِرٌ

যদি অকৃফ করার সময় কোন অক্ষরকে সম্পূর্ণরূপে ছাকেন না করা হয়, বরং উহার জের কিম্বা পেশকে অতি সমান্য ভাবে আদায় করা হয় তবে উহাকে রওম বলাহয়। এই রওম জবরে হয় না, কেবল জের ও পেশে হইয়া থাকে।

তশদীদযুক্ত 'রে' হইলে, যদি উহাতে জবর ও পেশ থাকে, তবে উহা পোর পড়িতে হইবে ; যথা—

يُسِرُّوْنَ - مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

আর যদি উহাতে জের থাকে, তবে বারিক পড়িতে হইবে ; যথা—

مِنْ شَرِّ

লামের পোর ও বারিক পড়ার বিবরণ

সমস্ত লামকে বারিক পড়িতে হইবে, কেবল আল্লাহ শব্দের প্রথমে জবর কিম্বা পেশ থাকিলে, উহার লামকে পোর পড়িতে হইবে, যথা—

اَللّٰهُ - مِنَ اللّٰهِ - يَعْلَمُهُ اللّٰهُ

আর যদি উহার প্রথমে জের থাকে, তবে উক্ত লামকে বারিক পড়িতে হইবে ; যথা—

قُلِ اللّٰهُ - بِسْمِ اللّٰهِ

যদি অন্য একটী লাম আল্লাহ শব্দের সহিত সংযুক্ত হয়, তবে প্রথম লামকে বারিক এবং আল্লাহ শব্দের লামকে পোর পড়িতে হইবে ; যথা— عَلَى اللّٰهِ - اَحَلَّ اللّٰهُ

আল্লাহ এবং আল্লাহুম্মার একই প্রকার ব্যবস্থা হইবে।

এদগামে-মেছলাএন।

একই অক্ষর দুইটী একস্থানে পাশাপাশি আসিলে, যদি প্রথমটী ছাকেন এবং দ্বিতীয়টী হরকত বিশিষ্ট হয়, তবে ছাকেন অক্ষরটী হরকত

বিশিষ্ট অক্ষরের সহিত সংযুক্ত করা হয়, ইহাকে এদগামে-মেহ্‌লাএন বলা হয় ; যথা—

فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ - اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ -

اَيْنَ مَا يُوَجِّهْهُمْ *

কিন্তু যেস্থলে প্রথম অক্ষরটী মদ্দ হয়, তথায় মদ্দ ছেফাতটী নষ্ট হয়, এই হেতু এদগাম করা সিদ্ধ হইবে না ; যথা—

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ - فِي يَوْمٍ

এদগামে-মোতাজানেছাএন।

যে দুই অক্ষরের মখরেজ এক, কিন্তু ছেফাত পৃথক পৃথক, এইরূপ একটী অক্ষরকে দ্বিতীয় অক্ষরের সহিত সংযুক্ত করাকে এদগামে-মোতাজানেছাএন বলা হয়, এইরূপ এদগাম করিতে গেলে, প্রথম অক্ষরটীকে দ্বিতীয় অক্ষরের সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া এদগাম করিতে হয় ; যথা—

لَئِنْ بَسَطْتَّ - قَالَتْ طَّائِفَةٌ - قَدْ تَّبَيَّنَ - اُجِيْبَتْ

دَعْوَتُكُمَا - اِذْ ظَّلَمْتُمْ - اَحَطْتُّ *

এস্থলে بسطت و احطت এর তোয়া অক্ষরের কেবল এৎবাক ছেফাত প্রকাশ হইবে, বিনা কলকলায় উহার আওয়াজ শুনা যাইবে এবং নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে, উহা সম্পূর্ণরূপে আদায় করা হইবে না, কিন্তু 'তে'টী ভালরূপে উচ্চারিত হইবে।

এদগামে-মোতাকারেবাএন।

যে দুই অক্ষরের মখরেজ এবং ছেফাত নিকট নিকট, এইরূপ একটিকে অন্যটীর সহিত সংযুক্ত করাকে এদগামে-মোতাকারেবাএন বলা হয়, যথা—

قُلْ رَّبِّي – مَن لَّا

এস্থলে লাম এবং রে, এইরূপ নুন এবং লাম নিকট নিকট মখরেজের ও নিকট নিকট ছেফাতের, এই হেতু একটিকে অন্যটির সহিত এদগাম করা হইয়াছে।

ছুরা কেয়ামতের مَنْ رَّاقٍ স্থলে কোন কোন কারীর মতে নুনকে 'রে'এর সহিত সংযুক্ত করা হইয়া থাকে।

ছুরা আ'রাফের يَلْهَثْ ذَّٰلِكَ স্থলে 'ছে'কে জালের সহিত এদগাম করা হইয়াছে।

ছুরা হুদের يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا স্থলে 'বে'কে মিমের সহিত এদগাম করা হইয়াছে।

দূর দূর মখরেজের একটি অক্ষরকে অন্যের সহিত, এইরূপ একটি হালকি হরফকে অন্যটির সহিত এদগাম করা জায়েজ হইবে না।

মদ্দের বিবরণ।

ওয়াও ছাকেন—যখন উহার পূর্ব্ব অক্ষরে পেশ হয়, ইয়া ছাকেন—যখন উহার পূর্ব্ব অক্ষরে জের হয় এবং আলেফ যখন উহার পূর্ব্ব অক্ষরে জবর হয়, এই তিনটি অক্ষরকে হরফে মাদ্দ বলা হয়।

এই মদ্দ কয়েক প্রকার হইয়া থাকে,—

প্রথম মদ্দে-ওয়াজেব, উল্লিখিত কোন হরফে-মদ্দের পরে একই শব্দে হামজা থাকিলে, উহাকে মদ্দে-ওয়াজেব এবং মোত্তাছেল বলা হয়; যথা—

أُولٰئِكَ - مِنَ السَّمَاءِ شَاءَ - جَاءَ - بِالسُّوْءِ - جِيْءَ

سِيْئَتْ ❋

এই মদ্দ কয় আলেফ পরিমাণ টানিয়া পড়িতে হইবে, ইহাতে কারিগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে, কেহ উহা চারি আলেফ পরিমাণ টানিতে বলিয়াছেন, কেহ তিন আলেফ পরিমাণ টানিবার কথা বলিয়াছেন।

চারিটী অঙ্গুলী বন্ধ করিতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময়কে চারি আলেফ পরিমাণ বুঝিতে হইবে, কিন্তু আস্তে আস্তে না হয়, তাড়াতাড়ি না হয়, বরং মধ্যম ধরণে উহা বন্ধ করিতে হইবে।

এই মদ্দকে টানিয়া পড়া জরুরি।

দ্বিতীয় মদ্দে মোনফাছেল, হরফে-মদ্দের পরে অন্য শব্দে হামজা থাকিলে, উহাকে মদ্দে-মোনফাছেল বলা হয়; যথা—

مَا أُنْزِلَ - أَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ - فِيْ أَنْفُسِهِمْ

এই মদ্দকে তিন কিম্বা চারি আলেফ পরিমাণ টানিয়া পড়িতে হইবে, কিন্তু যদি এক আলেফ পরিমাণ টানিয়া পড়ে, তবে তাহাও জায়েজ হইবে।

তৃতীয় মদ্দে-আরেজি, হরফে-মদ্দের পরে অকফের সময় আরেজি

ছকুন থাকিলে, উহাকে মদ্দে-আরেজি বলা হয়; যথা— تَعْلَمُونَ - نَسْتَعِينُ, যদি অক্‌ফ করা না হইত, তবে নুন ছাকেন হইত না, অক্‌ফের জন্য উহা ছাকেন হইয়াছে, এই হেতু উহাকে আরেজি-ছাকেন বলা হইয়াছে।

এই মদ্দে-আরেজিকে তিন আলেফ পরিমাণ টানা জায়েজ হইবে, দুই আলেফ এবং এক আলেফ পরিমাণ টানাও জায়েজ হইতে পারে।

চতুর্থ মদ্দে-লিন, ওয়াও কিম্বা ইয়া ছাকেন হয়, আর উহার পূর্ব্ব অক্ষরে জবর থাকে, এই ওয়াও কিম্বা ইয়ার পরে আরেজি ছকুন হইলে, উহাকে মদ্দে-লিন বলা হয়; যথা—

صَيْفٍ - بَيْتٍ - خَوْفٍ

এই মদ্দকে দুই আলেফ পরিমাণ টানা জায়েজ হইবে এবং এক আলেফ পরিমাণ টানাও জায়েজ হইবে।

পঞ্চম মদ্দে-লাজেমি, ইহা চারি প্রকার—প্রথম মদ্দে-কালেমি-মোছাক্কাল, যদি হরফে-মদ্দের পরে তশদীদ যুক্ত কোন অক্ষর থাকে, তবে উহাকে কালেমি-মোছাক্কাল বলা হয়; যথা—

وَلَا الضَّالِّينَ حَاجَّهُ قَوْمُهُ - اَتُحَاجُّونِّي - مَا مِنْ دَابَّةٍ

এই মদ্দ তিন আলেফ পরিমাণ টানিতে হইবে। এই মদ্দের অন্য নাম লাজেমে-মোদগাম ও মদ্দে-জরুরি।

দ্বিতীয় কালেমী মোখাফ্‌ফাফ, যদি হরফে মদ্দের পরে আছ্‌লি ছকুন থাকে, তবে উহাকে কালেমি-মোখাফ্‌ফাফ বলা হয়; যথা—

آلْئٰنَ - آللّٰهُ

তৃতীয় মদ্দে হরফি মোছাক্কাল, কোর-আন শরিফের হরুফে মোকাত্তায়াতের মধ্যে দুই হরফিগুলিতে মদ্দ হয় না, তিন হরফিগুলির আলেফ ব্যতীত অন্যান্যগুলি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, প্রথম যেটীর শেষ অক্ষরে মদ্দ হইয়া থাকে, উহাকে মদ্দে-হরফিয়ে-মোছাক্কাল বলা হয় ; যথা— الٓمٓ

চতুর্থ মদ্দে-হরফিয়ে-মোখাফ্ফাফ, যে তিন হরফির শেষ অক্ষরে তশদীদ না হয় উহাকে মদ্দে-হরফিয়ে-মোখাফ্ফাফ বলা হয় ; যথা— نٓ - قٓ - صٓ এই মদ্দকে তিন আলেফ পরিমাণ টানিতে হইবে। এই দুই প্রকারকে মদ্দে-লাজেমে-মোজহার বলা হয়।

তিন হরফির মধ্যে যেটীতে হরফে মদ্দ না থাকে, যথা— كٓهٰيٰعٓصٓ এর আএন অক্ষর. এস্থলে মদ্দ করিতে হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে. কিন্তু মদ্দ হওয়া আফজল। শরহে-জজরিতে আছে. এস্থলে হয় তিন আলেফ. না হয় দুই আলেফ পরিমাণ টানিয়া পড়িতে হইবে।

الٓمٓ اللّٰهُ ছুরা-আল-এমরানের প্রথমের 'মোকাত্তায়াতে' মিম-অক্ষরকে আল্লাহ শব্দের সহিত যোগ করিয়া পড়িতে গেলে. 'মিম'এর শেষ অক্ষরে আল্লাহ শব্দের প্রথম জবরটী দিতে হয়, এক্ষেত্রে 'মিম' অক্ষরে মদ্দ করা জায়েজ আছে এবং এক আলেফ পরিমাণ টানা জায়েজ আছে।

উপরোক্ত সমস্ত প্রকার মদ্দকে ফরয়ি বলা হয়, এই মদ্দগুলি মূল অক্ষর ছাড়া অতিরিক্ত বিষয়, এই হেতু এই মদ্দগুলিকে মদ্দে-ফরয়ি বলা হয়। ওয়াও, আলেফ, ইয়া এই তিনটী হরফে-মদ্দে এক আলেফ পরিমাণ টানিয়া পড়িতে হয়, যথা— نُوْحِيْهَا , এই মদ্দকে মদ্দে-তাবয়ি طبعى , আছলি اصلى ও জাতি ذاتى বলা হয়।

এমাম জালালুদ্দীন ছাইউতি 'এৎকান' কেতাবে লিখিয়াছেন, যেস্থলে খোদার মহিমা ও গৌরব প্রকাশ করা হয়; যথা—لله الواحد القهار কিম্বা যেস্থলে একটী বিষয়ের গুরুত্ব প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় হয়; যথা— ان الابرار لفي نعيم এইরূপ স্থলে হরফে-মদ্দে মদ্দ করিতে হয়, প্রথম স্থলে তিনটী আলেফের উপর এবং দ্বিতীয় উদাহরণে একটী আলেফ ও দুইটী 'ইয়া'র উপর মদ্দ প্রকাশ করিতে হয়। কোর-আনের অর্থ তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি ব্যতীত এই মদ্দ নির্ণয় করিতে পারে না।

মদ্দে তমকিন, একস্থানে দুইটী ইয়া আসিলে এবং প্রথমটীতে তশদীদযুক্ত জের ও দ্বিতীয়টীতে ছকুন হইলে, উহাকে মদ্দে তমকিন বলা হয়; যথা— واذا حييتم بتحية এর প্রথম ইয়া অক্ষরে মদ্দ প্রকাশ করিতে হয়, ইহাকে মদ্দে-তমকিন বলা হয়।

মদ্দে-বদল, হরফে-মদ্দের পূর্ব্বে হামজা হইলে, উহাকে মদ্দে-বদল বলা হয়; যথা— امن - للايمان, কারি অরশ বলেন, এস্থলে দুই আলেফ পরিমাণ টানিয়া পড়া জায়েজ এবং এক আলেফ পরিমাণ টানিয়া পড়াও জায়েজ হইবে। অন্যান্য কারিগণের মতে এস্থলে মদ্দ করিতে হইবে না।

অক্‌ফের বিবরণ।

অক্‌ফের অর্থ নিশ্বাস বন্ধ হওয়া পরিমাণ থামিয়া যাওয়া। হজরত নবি (ছাঃ) প্রত্যেক আয়তে অক্‌ফ করিতেন। এই অক্‌ফ পাঁচ প্রকার হইতে পারে;—প্রথম অক্‌ফে-তাম্ম, যে স্থলে একটি কথা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়া গিয়াছে, শব্দ এবং মর্ম্মের হিসাবে এই কথাটির ... প্রকার সম্বন্ধ না থাকে, তবে এই স্থলে

অক্ফ করাকে অক্ফে-তাম্ম বলা হয়; যথা—ছুরা বাকারের هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এর শেষ অক্ষরে অক্ফ করা। এই শব্দ পর্য্যন্ত ইমানদারগণের অবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে, ইহার পরের আয়তে কাফেরদিগের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, কাজেই هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এই কথার সহিত পরবর্ত্তী কথাগুলির সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই।

এই অক্ফ-তাম্মের স্থলে অক্ফ না করিয়া পরবর্ত্তী শব্দের সহিত যোগ করিলে, যদি অর্থের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে তথায় অক্ফ করা উত্তম হইবে এবং ইহাকে অক্ফে-মোছ্‌তাহছান ও গায়ের লাজেম বলা হয়; যথা—نَسْتَعِيْنُ। আর অক্ফ না করিয়া যোগ করিলে, যদি অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, তবে তথায় অক্ফ করা লাজেম, যথা-ছুরা বারাতের নিম্নোক্ত আয়ত—

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

এই আয়তের শেষ শব্দে অক্ফ করা লাজেম, যদি উক্ত শব্দে অক্ফ না করিয়া পরবর্ত্তী اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا এর সহিত যোগ করা হয়, তবে অর্থ পরিবর্ত্তনের ধারণা জন্মিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অক্ফে-কাফি, যে শব্দে অক্ফ করিতে হইবে, উহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী শব্দগুলির মধ্যে শব্দের হিসাবে কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু মর্ম্মের হিসাবে সম্পর্ক আছে, যথা-ছুরা বাকারের প্রথমে যে يُكَذِّبُوْنَ শব্দ আছে, উহার শেষ অক্ষরে অক্ফ করা, যদিও শব্দের হিসাবে ইহার পরবর্ত্তী শব্দগুলির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই, তথাচ মর্ম্মের হিসাবে সম্বন্ধ আছে, কেননা উভয়টি মোনাফেকদিগের অবস্থা।

৩য় অক্ফে হাছান, যে শব্দে অক্ফ করা হইয়াছে, যদি উহার

পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী শব্দগুলির মধ্যে শব্দের এবং মর্ম্মের হিসাবে সম্বন্ধ থাকে, যথা প্রথমটি মোজাফ, মওছুফ, মওছুল, মোবদাতা, ফে'ল, মোছ্তাছনা মেনহো বা শর্ত্ত হয়, আর দ্বিতীয়টি মোজাফ এলায়হে, ছেফাত, ছেলা, খবর, ফায়ে'ল, মোছ্তাছনা কিম্বা যাজা হয়, এক্ষেত্রে যদি উহা আয়তের শেষ হয়, তবে এইরূপ স্থলে অক্‌ফ করা জায়েজ হইবে, যেরূপ— فِي صُدُورِ النَّاسِ এর শেষ অক্ষরকে مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ এর সহিত যোগ না করিয়া অক্‌ফ করা। ইহাকে অক্‌ফে-হাছান বলা হয়।

৪র্থ অকফে কবিহ্—যদি উপরোক্ত ক্ষেত্রে অক্‌ফ বিশিষ্ট শব্দটী আয়তের শেষ না হয়, তবে তথায় অক্‌ফ করা মন্দ; যথা— مَالِكِ মালেকে কিম্বা اَلْحَمْدُ আলহামদো শব্দে অকফ করা, ইহাকে অক্‌ফে কবিহ বলা হয়। যদি এইরূপ স্থলে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়, তবে এই স্থলে অক্‌ফ করা জায়েজ হইবে, কিন্তু পুনরায় উক্ত শব্দ কিম্বা তদুপরিস্থ শব্দ হইতে আরম্ভ করিতে হইবে, কিন্তু যে ব্যক্তি কোর-আন শরিফের মর্ম্ম বুঝিতে পারে—তদ্ব্যতীত কেহ কোন্ শব্দ হইতে আরম্ভ করিতে হইবে, তাহা জানিতে পারিবে না। যদি কোন স্থানে এইরূপ সন্দেহ হয়, তবে কোন আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। এইরূপ জরুরতের জন্য যদি কোন স্থানে অক্‌ফ করিতে হয়, তবে কোন শব্দের মধ্যস্থলে অকফ করিবে না, বরং উহার শেষ অক্ষরে অক্‌ফ করিবে। আরও অক্‌ফ করিতে হইলে, হরকতের উপর অক্‌ফ করিবে না, বরং শেষ অক্ষরকে ছাকেন করিয়া অক্‌ফ করিবে। মনে ভাবুন, ছুরা বাকারের প্রথমের بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ এর কাফ অক্ষরে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়; তবে জবরের উপর অক্‌ফ করিবে না; বরং উহা ছাকেন

আরও কোন স্থানে অক্‌ফ করিতে হইলে, যেন নিশ্বাস বন্ধ করিয়া লওয়া হয়, তৎপরে আরম্ভ করা হয়। অনেক লোক কোন আয়ত শেষ হইলে ছাকেন করিয়া অক্‌ফ করিয়া থাকে, কিন্তু নির্শ্বাস বন্ধ করেনা, ইহা নিয়মের খেলাফ।

আর যে অক্ষরে অক্‌ফ করিতে হইবে, যদি উহা গোলকার তে (ة) হয়, তবে উহা অক্‌ফ অবস্থায় 'হে' পড়িতে হইবে।

আর যে শব্দে অক্‌ফ করিতে হইবে, যদি উহার শেষ অক্ষরে দুই জবরের তনবিন থাকে, তবে অক্‌ফের সময় উক্ত তনবিনকে আলেফের সহিত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, যথা— فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً এর نِسَاءً স্থলে نِسَاءَا পড়িতে হইবে।

আরও মনে রাখিতে হইবে, যে শব্দে অক্‌ফ করিবে, সেই শব্দের অনুরূপে অক্‌ফ করিতে হইবে, যদিও মিলাইয়া পড়িবার সময় অন্য প্রকার পড়িতে হয়, কোরআনের تَرَى الْجِبَالَ পড়ার সময় تَرَى শব্দের আলেফ হজফ (নিক্ষেপ) করিয়া পড়িতে হয়, কিন্তু যদি تَرَى শব্দ পড়া কালে নির্শ্বাস বন্ধ হওয়া বশতঃ উক্ত শব্দে অক্‌ফ করিতে হয়, তবে আলেফ সহ অক্‌ফ করিতে হইবে।

৫ম অক্‌ফ আকবহ ও কোফরাণ, যে যে স্থলে অক্‌ফ করা মন্দ উল্লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ স্থলে যদি মর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয়, তবে এইরূপ স্থানে অক্‌ফ করা হারাম ও কাফেরিতে পরিণত হইতে পারে, ইহাকে অক্‌ফে-কোফরান ও হারাম বলা হয়। যদি নিশ্বাস বন্ধ হওয়াবশতঃ এইরূপ স্থলে বাধ্য হইয়া অক্‌ফ করিতে হয়, তবে পুনরায় তথা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।

নিম্নে কতকগুলি অক্‌ফে কোফরানের দৃষ্টান্ত লিখিত হইতেছে,

(১) ছুরা বাকারের ১১ রুকুতে [illegible]

পড়িয়া অকফ করিয়া كَفَرَ سُلَيْمٰنُ হইতে শুরু করা।

(২) উক্ত ছুরার ১৩ রুকুতে وَقَالُوْا পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ হইতে শুরু করা।

(৩) উক্ত ছুরার ১৪ রুকুতে وَقَالُوا পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا হইতে শুরু করা।

(৪) ছুরা আল এমরানের ১৯ রুকুতে لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ হইতে শুরু করা।

(৫) এই ছুরার ২০ রুকুতে رَبَّنَا مَا পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا হইতে শুরু করা।

(৬) ছুরা নেছার ২ রুকুতে يُوْصِيْكُمُ পড়িয়া অকফ করিয়া اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ হইতে শুরু করা।

(৭) উক্ত ছুরার ২৩ রুকুতে سُبْحٰنَهٗ اَنْ يَّكُوْنَ পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া لَهٗ وَلَدٌ হইতে শুরু করা।

(৮) ছুরা মায়েদার ৩ রুকুতে لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ হইতে শুরু করা।

(৯) উক্ত ছুরার ৮ রুকুতে يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ হইতে শুরু করা।

(১০) উক্ত ছুরার ৯ রুকুতে وَقَالَتِ الْيَهُودُ পড়িয়া অকফ করিয়া يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ হইতে শুরু করা।

(১১) উক্ত ছুরার ১০ রুকুতে لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا পড়িয়া অকফ করিয়া اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ হইতে শুরু করা।

(১২) উক্ত রুকুতে وَمَا مِنْ اِلٰهٍ পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া তৎ-পর হইতে শুরু করা।

(১৩) উহার ১৬ রুকুতে ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ হইতে শুরু করা।

(১৪) ছুরা আনয়ামের ২ রুকুতে اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى হইতে শুরু করা।

(১৫) উহার ১৩ রুকুতে بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنّٰى পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ হইতে শুরু করা।

(১৬) উহার ১৯ রুকুতে مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا হইতে শুরু করা।

(১৭) ছুরা আ'রাফের ১১ রুকুতে قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ হইতে শুরু করা।

(১৮) ছুরা তওবার ৫ রুকুতে وَقَالَتِ الْيَهُودُ পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া عُزَيْرُنِ ابْنُ اللهِ হইতে শুরু করা।

(১৯) উক্ত রুকুতে وَقَالَتِ النَّصٰرَى পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ হইতে শুরু করা।

(২০) ছুরা ইউনোছের ৭ রুকুতে اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللهِ لَا পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া خَوْفٌ عَلَيْهِمْ হইতে শুরু করা।

(২১) ছুরা হুদের ৩ রুকুতে لَا পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া اَقُوْلُ لَكُمْ হইতে শুরু করা।

(২২) উক্ত রুকুতে لَا পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া اَعْلَمُ الْغَيْبَ হইতে শুরু করা।

(২৩) উক্ত রুকুতে لَا اَقُوْلُ পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া اِنِّىْ مَلَكٌ হইতে শুরু করা।

(২৪) ছুরা রা'দের ৩ রুকুতে قُلْ هَلْ পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ হইতে আরম্ভ করা।

(২৫) উহার ৫ রুকুতে وَجَعَلُوْا পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া لِلّٰهِ شُرَكَاءَ হইতে আরম্ভ করা।

(২৬) ছুরা এবরাহিমের ২ রুকুতে قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَ পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া فِى اللهِ شَكٌّ হইতে আরম্ভ করা।

(২৭) উহার ৭ রুকুতে وَلَا تَحْسَبَنَّ পড়িয়া অক্ফ করিয়া اللّٰهَ غَافِلًا হইতে আরম্ভ করা।

(২৮) উক্ত রুকুতে فَلَا تَحْسَبَنَّ পড়িয়া অক্ফ করিয়া اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ হইতে আরম্ভ করা।

(২৯) ছুরা হেজরের ১ রুকুতে اُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ পড়িয়া অক্ফ করিয়া اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ হইতে আরম্ভ করা।

(৩০) ছুরা নহলের ৭ রুকুতে وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْا পড়িয়া অক্ফ করিয়া اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ হইতে আরম্ভ করা।

(৩১) উহার ১৪ রুকুতে وَاَنَّ اللّٰهَ لَا পড়িয়া অক ফ করিয়া يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ হইতে আরম্ভ করা।

(৩২) ছুরা বনি-ইছরাইলের ৪ রুকুতে رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ পড়িয়া অক্ফ করিয়া وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا হইতে আরম্ভ করা।

(৩৩) ছুরা কাহাফের ১ রুকুতে وَيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا পড়িয়া অক্ফ করিয়া اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا হইতে আরম্ভ করা।

(৩৪) ছুরা মরইয়মের ৬ রুকুতে وَقَالُوْا পড়িয়া অক্ফ করিয়া اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا হইতে শুরু করা।

(৩৫) ছুরা ফোরকানের ৫ রুকুতে قَالُوْا পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া وَمَا الرَّحْمٰنُ হইতে আরম্ভ করা।

(৩৬) ছুরা শোয়ারার ২ রুকুতে قَالَ فِرْعَوْنُ পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ হইতে আরম্ভ করা।

(৩৭) ছুরা ইয়াছিনের ৪ রুকুতে هٰذَا পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ হইতে আরম্ভ করা।

(৩৮) ছুরা ছাফ্যাতের ৫ রুকুতে لَيَقُوْلُوْنَ পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া وَلَدَ اللّٰهُ হইতে আরম্ভ করা।

(৩৯) ছুরা ছাদের ১ রুকুতে وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ হইতে আরম্ভ করা।

(৪০) ছুরা হামিম-ছেজদার ৩ রুকুতে ظَنَنْتُمْ শব্দে অক্‌ফ করিয়া اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا হইতে আরম্ভ করা।

(৪১) ছুরা জোখরাফের ৭ রুকুতে قُلْ اِنْ كَانَ পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ হইতে আরম্ভ করা।

(৪২) ছুরা ফৎহের ৪ রুকুতে اَشِدَّاءُ শব্দে অক্‌ফ করিয়া عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ হইতে আরম্ভ করা।

(৪৩) ছুরা হাশরের ২ রুকুতে لِلْاِنْسَانِ শব্দে অক্‌ফ করিয়া اُكْفُرْ হইতে আরম্ভ করা।

(৪৪) ছুরা কলমের ২ রূকুতে وَيَقُولُونَ শব্দে অক্‌ফ করিয়া إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ হইতে আরম্ভ করা।

(৪৫) ছুরা অন্নাজেয়াতের ১ রুকুতে فَقَالَ শব্দে অক্‌ফ করিয়া أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى হইতে আরম্ভ করা।

(৪৬) ছুরা দোহার إِذَا سَجَى مَا পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া وَدَّعَكَ رَبُّكَ হইতে এবং رَبُّكَ وَمَا পড়িয়া অকফ করিয়া قَلَى হইতে আরম্ভ করা।

ছুরা কাফেরুনের لَا শব্দে অক্‌ফ করিয়া أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ হইতে এবং وَلَا শব্দে অকফ করিয়া عَابِدٌ হইতে আরম্ভ করা।

(৪৮) ছুরা এখলাছে وَلَمْ يَكُنْ শব্দে অকফ করিয়া لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ হইতে আরম্ভ করা। ইত্যাদি।

এছকান, রওম ও এশমাম

অকফ করার তিন প্রকার নিয়ম আছে, প্রথম এই যে, হরকত-বিশিষ্ট অক্ষরকে ছাকেন করিয়া দেওয়া, ইহাকে এছকান বলা হয়। দ্বিতীয় হরকতের সামান্য পরিমাণ (এক তৃতীয়াংশ) প্রকাশ করা, ইহাকে রওম বলা হয়। ইহা কেবল জের এবং পেশে হইয়া থাকে। জবরে হয় না যথা—'বিছমিল্লাহ'এর শেষ অক্ষরের জেরকে এবং 'নাছতাইন'এর পেশকে সামান্য পরিমাণ পড়া। 'রব্বেল-আলামিন'এর শেষ জবরে রওম হইবে না।

তৃতীয় পেশ পড়ার স্থলে পেশ না পড়িয়া কেবল পেশ পড়ার সময় ঠোঁটের যেরূপ অবস্থা হয়, সেইরূপ ঠোঁটের অবস্থা করাকে 'এশমাম' বলা হয়, নিকটস্থ শ্রোতা ইহা শ্রবন করিতে পারে না, কিন্তু দর্শক ঠোঁট দেখিয়া বুঝিতে পারে যে, কারি ঠোঁটের দ্বারায় পেশের ইশারা করিয়া 'এশমাম' আদায় করিয়াছে। এশমাম পেশ ব্যতীত জের এবং জবরে হয় না।

যে শব্দের শেষাংশে তনবিন হয়, তথায় রওম করা জায়েজ হইবে, কিন্তু হরকত প্রকাশ করার সময় তনবিনের কোন অংশ প্রকাশ করা হইবে না।

যে শব্দের শেষাংশে গোলাকার তে থাকে তথায় রওম ও এশমাম হইবে না।

আরেজি হরকতের উপর রওম ও এশমাম হয় না; যথা لَقَدِ اسْتُهْزِئَ এর لقد এর জেরে রওম হইবে না, কেননা এই জের পূর্ব্বে ছিল না, অন্য শব্দ যোগ করায় উহা আসিয়াছে।

তশদীদ-যুক্ত হরকতে-রওম ও এশমাম করিলে, তশদীদ বাকী রাখিতে হইবে।

অক্‌ফের চিহ্নগুলির বিবরণ।

o ইহা অকফে-তাম্মের চিহ্ন।

م ইহা অকফে-লাজেমের চিহ্ন। এইস্থলে অকফ করা জরুরি।

ط ইহা অকফে-মোতাল্লাকের চিহ্ন, ইহা অকফে কাফির এক প্রকার। এইস্থলে অকফ করা উত্তম।

ج ইহা অকফে-জায়েজের চিহ্ন, এই চিহ্নস্থলে অকফ করা ও না করা উভয় সমান।

ز ইহা অকফে মোজাওয়াজের চিহ্ন, এইস্থলে অকফ করা ও না করা উভয় জায়েজ, কিন্তু অকফ না করা সমধিক উত্তম।

ص ইহা অকফে-মোরাখখাছের চিহ্ন, এস্থলে মিলাইয়া পড়িতে হয়, কিন্তু যদি নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে, তবে অকফ করার অনুমতি আছে, এস্থলে অকফ করিলে, পুনরায় উক্ত শব্দ পড়িতে হইবে না।

ق এস্থলে কোন কারির নিকট অকফ করা জায়েজ এবং কোন কারির নিকট অকফ করিতে হয় না, কিন্তু অকফ না করা উত্তম। ইহাকে কীলা-আলায়হেল-অকফ বলা হয়।

قف এস্থলে কারির ধারণা হয় যে, মিলাইয়া পড়িতে হইবে, এই হেতু তাহাকে অকফ করিতে সাবধান করা হইতেছে, যদি অকফ না করে, তবে দোষ হইবে না। ইহাকে অকফে-আমর বলা হয়।

صل - صلی এই দুই স্থলে মিলাইয়া পড়া উত্তম। প্রথমটীকে অছলে—আমর এবং দ্বিতীয়টীকে অছল-আওলা বলা হয়।

وقفة এস্থলে সামান্য থামিবে যেন নিশ্বাস বন্ধ না হয়, ইহা অকফের নিকট নিকট। ইহাকে অক্‌ফা বলা হয়।

سكتة ইহা উপরোক্ত চিহ্নের ন্যায়। ইহাকে ছাকতা বলা হয়।

س ইহা উপরোক্ত চিহ্নের ন্যায়। ইহাকে ছাকতা বলা হয়। ছাকতা ও অক্‌ফার মধ্যে প্রভেদ এই যে, ছাকতা মিলাইয়া পড়ার নিকট নিকট এবং অকফা অক্‌ফ করার নিকট নিকট।

ك ইহার অর্থ এই, ইহার পূর্ব্বের আয়তের যেরূপ চিহ্ন, এস্থলে সেইরূপ চিহ্ন হইবে। ইহাকে অক্‌ফে কাজালেক বলা হয়।

∴ - مع - معانقة - مراقبة যেস্থলে পর পর দুই শব্দে অকফের চিহ্ন থাকে, যথা— لَا رَيْبَ ∴ فِيهِ ∴ তথায় উহা ব্যবহৃত হয়, উহাকে মোয়া'নাকা বলা হয়, এস্থলে একস্থলে অকফ করিতে হইবে, যদি প্রথম স্থলে অকফ করে, তবে দ্বিতীয় স্থলে অকফ করিতে পারিবে না।

আর যদি দ্বিতীয় স্থলে অকফ করে, তবে প্রথম স্থলে অকফ করিতে পারিবে না। প্রাচীন বিদ্বানগণের মতে কোর-আন শরীফে ১৬ স্থানে এবং পরবর্ত্তী জামানার বিদ্বানগণের মতে ১৮ স্থানে মোয়া'নাকা আছে।

قج এইরূপ উপর ও নীচে দুইটী চিহ্ন থাকিলে, তথায় উপরের চিহ্ন ধর্ত্তব্য হইবে।

لا এই স্থানে অকফ করিতে নাই, কিন্তু যদি নিশ্বাস বন্ধ হওয়া বশতঃ অকফ করিতে হয়, তবে সেই শব্দটী দোহরাইয়া পড়িতে হইবে। ইহাকে আয়েত-লা বলা হয়।

لا গোলাকার চিহ্নের উপর লা থাকিলে, তথায় অকফ না করা কারিগরের মতে ভাল, যদি অকফ করে, তবে কোন দোষ হইবে না।

ق এই চিহ্নকে কিলা ওয়াক্‌ফা আলায়হে বলা হয়, এইস্থলে অক্‌ফ না করা অপেক্ষা অক্‌ফ করা উত্তম।

قلى ইহাকে অক্‌ফ আওলা বলা হয়, এইস্থলে অক্‌ফ করা উত্তম, মোয়ানাকার দুই ওয়াকফের মধ্যে এক ওয়াক্‌ফ স্থলে উক্ত চিহ্ন লিখিত হইয়া থাকে।

(سم) ইহার অর্থ এই যে, ইমাম ছাজাওয়ান্দী বলিয়াছেন, আমি আমার শিক্ষকের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, এইস্থানে অক্‌ফ করিতে হয়।

(لاسم) ইহার অর্থ এই যে, ইমাম ছাজাওয়ান্দী বলিয়াছেন যে, আমি আমার শিক্ষকের নিকট এইস্থানে অকফের কথা শ্রবণ করি নাই।

(ه) এই চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, কুফাবাসী বিদ্বান্‌গণের মতে এই পর্য্যন্ত পাঁচ আয়ত।

(ى) ইহাতে বুঝা যায়, কুফি বিদ্বানগণের মতে এই পর্য্যন্ত দশ আয়াত।

(خب) ইহার অর্থ বাসরাবাসী বিদ্বানগণের মতে এই পর্য্যন্ত পাঁচ আয়ত।

(عب) ইহার অর্থ, বাসরাবাসী বিদ্বান্গণের মতে এই পর্য্যন্ত দশ আয়ত।

(تب) ইহার অর্থ, বাসরাবাসীদিগের মতে ইহা এক আয়ত।

(لب) ইহার অর্থ, বাসরাবাসীদিগের মতে এইস্থলে আয়ত নহে।

(يت) ইহার অর্থ, কুফাবাসিদিগের মতে এস্থলে এক আয়ত।

(دن) ইহার অর্থ মদিনাবাসিদিগের মতে এস্থলে এক আয়ত।

(ش) ইহার অর্থ, শামবাসি বিদ্বান্গণের মতে এস্থলে এক আয়ত।

(ك) ইহার অর্থ, মক্কাবাসিদিগের মতে এস্থলে এক আয়ত।

وقف النبي অকফোন্নাবি, এইস্থলে অকফ করিলে, হজরত নবি (ছাঃ)এর তা'বেদারি করা হইবে, সমধিক ছহিহ মতে কোর-আন শরিফে ১১ স্থানে এই প্রকার অকফ আছে।

وقف غفران অক্ফে গোফরাণ, এই স্থলে অকফ করা উত্তম, ইহাতে গোনাহ মা'ফ হওয়ার আশা আছে। কোর-আন শরিফে ১০ স্থানে এইরূপ অকফ আছে।

وقف منزل - وقف جبرئيل অক্ফে-মাঞ্জেল, ইহার দ্বিতীয় নাম অক্ফে-জিবরাইল, হজরত জিবরাইল (আঃ) জনাব নবি (ছাঃ) এর সাক্ষাতে এই স্থানে অকফ করিয়া ছিলেন। কোর-আন শরিফে বিশ্বাসযোগ্য মতে ৬ স্থানে এইরূপ অকফ আছে, কোন রেওয়াএতে ৯ স্থানের এবং অন্য রেওয়াএতে ১৪ স্থানের কথা আছে।

ছাক্‌তার বিবরণ।

ছাকতার অর্থ এরূপ একটু থামিয়া যাওয়া—যাহাতে নিশ্বাস বন্ধ না হয়। এমাম হাফ্‌ছ (রঃ) এমাম আ'ছেম (রঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন যে, কোর-আন শরিফে চারিস্থানে ছাক্‌তা আছে ;—

প্রথম ছুরা কাহাফের প্রথমে عِوَجًا ◎ سَكْتَهٗ এর পরে, দ্বিতীয় ছুরা ইয়াছিনের ৪ রুকুতে مِنْ مَّرْقَدِنَا سَكْتَهٗ এর পরে, তৃতীয় ছুরা কেয়ামতের প্রথম রুকুতে وَقِيْلَ مَنْ سَكْتَهٗ رَاقٍ এর مَنْ শব্দের পরে এবং চতুর্থ ছুরা তৎফিফে كَلَّا بَلْ سَكْتَهٗ رَانَ এর بَلْ শব্দের পরে ছাক্‌তা হইবে।

হায়ে-জমিরের বিবরণ।

যদি হায়ে-জমিরের পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী অক্ষরে হরকত (জের, জবর ও পেশ) হয়, তবে উহাতে পেশ থাকিলে, উহার সহিত একটী জজম-যুক্ত ওয়াও এবং জের থাকিলে, উহার সহিত একটী জজমযুক্ত ইয়া যোগ করিতে হইবে, যথা— لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ , مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ,

কেবল لَمْ يَرْضَهُ স্থলে ওয়াও যোগ করা হয় না।

আর যদি উহার পূর্ব্ব অক্ষর ছাকেন হয়, তবে উক্ত 'হে'র সহিত ওয়াও এবং ইয়া যোগ করিতে হইবে না ; যথা— عَنْهُ - فِيْهِ ,

কিন্তু এমাম হাফছ রহমতুল্লাহে আলায়হের মতে ছুরা ফোর্কানের শেষ

রুকুতে যে فِيْهِ مُهَانًا আছে, এই স্থলে হায়-জমিরের সহিত জজমযুক্ত ইয়া যোগ করিয়া থাকেন। ইহাকে 'ছেলা' বলা হয়।

যদি হায়ে-জমিরের পূর্ব্ব অক্ষর হরকত বিশিষ্ট এবং পরবর্ত্তী অক্ষর ছাকেন হয়, তবে এস্থলে ওয়াও এবং ইয়া যোগ করা হইবে না, যথা— لَهُ الدِّيْنَ - بِهِ الَّذِيْ।

যে যেস্থলে জের, জবর ও পেশ পরিবর্ত্তনে কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে।

(১) ছুরা ফাতেহারে اَنْعَمْتَ স্থলে اَنْعَمْتُ পড়িলে।

(২) ছুরা বাকারের ১৫ রুকুতে وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ এর মিমে পেশ এবং رَبُّهٗ শব্দের 'বে' অক্ষরে জবর পড়িলে।

(৩) উক্ত ছুরার ৩৩ রুকুতে وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ এর দ্বিতীয় দালে জবর পড়িলে এবং جَالُوْتَ এর 'তে' অক্ষরে পেশ পড়িলে।

(৪) এই ছুরার ৩৫ রুকুতে وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ এর আএন অক্ষরে জবর পড়িলে।

(৫) ছুরা নেছার ২২ রুকুতে رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ এর জাল অক্ষরে জবর পড়িলে।

(৬) ছুরা তওবার ১ রুকুতে اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ رَسُوْلُهٗ এর رَسُوْلُهٗ শব্দের লামে এবং 'হে' অক্ষরে জের পড়িলে।

(৭) ছুরা বনি-ইছরাইলের ২ রুকুতে وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ এর জাল অক্ষরে জবর পড়িলে।

(৮) ছুরা তা'হার ৭ রুকুতে وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ এর মিমে জবর এবং 'বে' অক্ষরে পেশ পড়িলে।

(৯) ছুরা আম্বিয়ার ৬ রুকুতে اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ এর 'তে' অক্ষরে জবর পড়িলে।

(১০) ছুরা শোয়া'রার শেষ রুকুতে لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ এর জালে জবর পড়িলে।

(১১) ছুরা ফাতেরের ৪ রুকুতে اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا এর اَللّٰهُ শব্দের 'হে' অক্ষরে পেশ এবং الْعُلَمَاءَ শব্দের হামজাতে জবর পড়িলে।

(১২) ছুরা ছাফ্যাতের ২ রুকুতে وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُنْذِرِيْنَ এর জালে জবর পড়িলে।

(১৩) ছুরা হাশরের ৩ রুকুতে الْمُصَوِّرُ এর ওয়াও অক্ষরে জবর পড়িলে।

(১৪) ছুরা মোজাম্মেলের ১ রুকুতে فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ এর [illegible] জবর পড়িলে।

(১৫) ছুরা মোরছালাতের ২ রুকুতে فِىْ ظِلٰلٍ এর জোয় অক্ষরে জবর পড়িলে।

(১৬) ছুরা নাজেয়াতের ২ রুকুতে مُنْذِرُ শব্দের জালে জবর পড়িলে কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে।

কাজিখানে আছে, نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ এর কাফে জবর পড়িলে, جَعَلْنَا এর লামে জবর পড়িলে, وَاَنْزَلْنَا এর লামে জবর পড়িলে, وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ এর 'হে' অক্ষরে জবর পড়িলে, وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ এর দ্বিতীয় গায়নে জবর এবং তৎপরবর্ত্তী 'রে' অক্ষরে জের পড়িলে, وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗ اِلَّا اللّٰهُ এর দ্বিতীয় 'হে' অক্ষরে জবর পড়িলে ও وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ এর 'জে' অক্ষরে জবর পড়িলে, কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে।

হরুফে শামছি ওকামারি।

যে আলেফ লাম কোন এছমের পূর্ব্বে সংযুক্ত হয়, উহাকে লামে তারিফ বলা হয়, উক্ত আলেফ লাম ১৪টী অক্ষরের পূর্ব্বে সংযুক্ত হইলে উহাকে এজহার করিয়া (স্পষ্ট করিয়া) পড়িতে হয়, উক্ত ১৪টী অক্ষরকে কামারী হরুফ বলা হয়। বে, জিম, বড় হে, খে, আএন, গাএন, ফে, বড় কাফ, ছোট কাফ, মিম, ওয়াও, ছোট হে, হামজা, ইয়া, এই ১৪টী

আলবায়ো, اَلْجِيْمُ আলজিমো. الحاء, الخاء, العين الغين
ইত্যাদি হয়, আলেফ লামের পরিবর্ত্তন হয়না।

আর অবশিষ্ট ১৪টী অক্ষর আছে, তৎসমস্তের সহিত আলেফ লাম যুক্ত হইলে, সেই অক্ষরগুলির সহিত এদগাম হইয়া যায়, এই অক্ষরগুলিকে শামছি বলা হয়, তে, ছে, দাল, জাল, রে, জে, ছিন, শিন, ছাদ, দোয়াদ, তোয়া, জোয়া, লাম এবং নুন, এই অক্ষরগুলির সহিত আলেফ লাম মিলিত হইলে, লামকে এদগাম করিয়া পড়িতে হয়, যথা الطاء আত্তায়ো, الثاء আছ্ছায়ো, الذال الدال, ইত্যাদি। এইহেতু এই অক্ষরগুলিকে শামছি বলা হয়।

এমালার বিবরণ।

এমালার অর্থ জবরকে জেরের দিকে ঝুকাইয়া দেওয়া, যেন উহা সম্পূর্ণ জবর কিম্বা জের নাহয়, বরং জবর ও জেরের মধ্যে উচ্চারণ করা। এমালা দুই প্রকার—জবরকে জেরের দিকে ঝুকাইয়া দেওয়া, যেন উহা প্রকৃত জের হইয়া নাযায়, বরং জেরের নিকট নিকট হয়, ইহাকে এমালায় মোহাজ্জা, এমালায় কোবরা এবং এমালায় তাম্মা বলা হয়।

জবরকে জেরের দিকে ঝুকাইয়া দেওয়া যেন উহা প্রকৃত জের হইয়া নাযায়, বরং জবরের নিকট নিকট হয়, ইহাকে এমালায় ছোগরা, এমালায়-বাএন বাএন ও এমালাতোল্লাফজাএন বলা হয়।

এমাম আবু বকর শো'বা, হামজা ও কেছায়ি প্রভৃতি কারিগণের নিকট কোর-আনের অনেক স্থলে এমালা জায়েজ আছে, কিন্তু এমাম হাফছার নিকট কেবল ছুরা হুদের ৪ রুকুতে بِسْمِ اللهِ مَجْرٖهَا এর রে' অক্ষরে এমালা করিতে হয় এবং কোর-আনের অন্যস্থানে এমালা নাই।

হামজার তহকিক তবদীল ও তছহিল।

দুই হামজা একস্থানে মিলিত হইলে, দুই হামজাকে সমান সমান আদায় করাকে তাহকিকে-হামজা বলা হয়।

যদি দ্বিতীয় হামজাকে আলেফের সহিত বদল করা হয়, তবে উহাকে তবদিলে-হামজা বলা হয়।

যদি দ্বিতীয় হামজাকে আলেফের ন্যায় নরমভাবে পড়া হয়, যেন উহা তহকিক ও তবদীলের মধ্যভাবে উচ্চারিত হয়, তবে উহাকে তছ–হীল কিম্বা তলয়ীন বলা হয় যথা—

آلذَّكَرَيْنِ - آلْئٰنَ - آللّٰهُ

এই তিনশব্দের মূল ছিল—

ءَالذَّكَرَيْنِ - ءَالْئٰنَ - ءَاللّٰهُ

এইস্থলে দ্বিতীয় হামজাকে আলেফের সহিত বদল করিয়া آللّٰهُ - آلذَّكَرَيْنِ - آلْئٰنَ করা হইয়াছে। কারিগণ এই তিনস্থলে তছহিল ও তবদিল জায়েজ এবং তবদিল উত্তম বলিয়াছেন।

ءَانْتُمْ - ءَانْذَرْتَهُمْ এই দুই স্থলে তহকিক অর্থাৎ উভয় হামজাকে সমানভাবে আদায় করিতে হইবে।

এমাম হাফছ সমস্ত স্থলে দুই হামজার তহকিক' করিতেন, কেবল ছুরা ফোছ্ছেলাতের ءَاعْجَمِيٌّ এর দ্বিতীয় হামজাতে তছহিল করিতেন, এতদ্ব্যতীত অন্যস্থানে তাঁহার মতে তছহিল নাই।

قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ - قُلْ اَئِنَّكُمْ এই দুই স্থলে হামজাকে ওয়াও এবং ইয়ার সহিত বদল করা হইয়াছে।

কতকগুলি জরুরি নিয়ম।

(১) ছুরা হোজোরাতের بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ এর ছিনে জবর আছে তৎপরে লামের অগ্র পশ্চাৎ দুইটী আলেফ রূপধারী হামজা আছে, উক্ত হামজাদ্বয়কে না পড়িয়া লামে জের দিয়া ছিনের সহিত যোগ করিতে হইবে, অর্থাৎ বে'ছা লিছমোল-ফছুক, পড়িতে হইবে।

(২) কোর-আন শরিফের চারি স্থানে ছাদ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু উহার উপরে ছোট ছিন লিখিত আছে, প্রথম ছুরা বাকারে আছে, وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ।

দ্বিতীয় ছুরা আ'রাফে আছে, فِى الْخَلْقِ بَصْطَةً। এই দুই স্থলে এমাম হাফছের এক রেওয়াতে আছে, ছাদ্ ও ছিন্ উভয় পড়া জায়েজ হইবে, অন্য রেওয়াএতে আছে, কেবল ছিন পড়িতে হইবে।

তৃতীয় ছুরা তুরে আছে, اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ, এমাম হাফছের মতে এস্থলে ছাদ্ ও ছিন্ উভয় পড়া জায়েজ হইবে।

চতুর্থ ছুরা গাশিয়াতে আছে, بِمُصَيْطِرٍ, এমাম হাফছের মতে এস্থলে কেবল ছাদ্ পড়িতে হইবে।

(৩) ছুরা আজহারের (১) بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا, (২) اَطَعْنَا الرَّسُوْلَا, (৩) فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا এই তিন স্থলের শেষ আলেফকে মিলাইয়া

পড়িবার সময় উচ্চারণ করিতে হইবে না. কিন্তু অকৃফ করার সময় উচ্চারণ করিতে হইবে।

(৪) ছুরা দহরের سلاسلا শব্দের শেষ আলেফকে মিলাইয়া পড়িবার সময় উচ্চারণ করিতে হইবে না, কিন্তু অকৃফ করার সময় আলেফের সহিত পড়া ও না পড়ার দুইটী রেওয়াএত আছে।

উক্ত ছুরাতে قوارير শব্দ দুইবার উল্লিখিত হইয়াছে, প্রত্যেক স্থলে আলেফ লিখিত আছে, যদি অকৃফ না করা হয়. তবে উভয় স্থানে আলেফ পড়িতে হইবে না, আর উভয় স্থানে অক্ফ করিলে, উভয় স্থানে আলেফ পড়িতে হইবে, একস্থানে অক্ফ করিলে, তথায় আলেফ পড়িতে হইবে, এমাম হাফছের অনুসরণকারিদিগের অভ্যাস এই যে, প্রথমস্থানে অক্ফ করিয়া আলেফ পড়িয়া থাকেন, দ্বিতীয় স্থানে মিলাইয়া পড়েন এবং আলেফ উচ্চারণ করেন না।

(৫) কোর-আন শরিফে যে সমস্ত স্থলে انا শব্দ আছে, উহার শেষ আলেফ উচ্চারিত হইবে না, ইহাতে কারিগণের মতভেদ নাই। এই انا শব্দের অর্থ 'আমি', আরবিতে ইহাকে জমির (ضمير) বলা হয়।

ছুরা কাহাফের لكنا هو الله ربي এর لكنا শব্দের শেষ আলেফ উচ্চারণ করিতে হইবে না।

ছুরা-আল-এমরানের ১২ রুকুতে اناملَ من الغيظ আছে, ছুরা ফোরকানের ৫ রুকুতে اناسي كثيرا আছে, ছুরা জোমারের ২ রুকুতে انابوا الى الله আছে, এইরূপ جاءنا - لقاءنا و ابناءنا অন্যান্য স্থলে আছে, এই কয়েক স্থলে যে نا আছে, শব্দের একাংশ, উহা জমির নহে, কাজেই উহা উচ্চারণ করিতে হইবে।

(৬) কোর-আনে যতস্থানে ثَمُودَ আছে, বিনা আলেফে আছে, কেবল চারিস্থলে আলেফের সহিত লিখিত আছে, ছুরা হুদের ৬ রুকুতে আছে, اَلَا اِنَّ ثَمُودَا كَفَرُوا رَبَّهُم ছুরা ফোরকানের ৪ রুকুতে আছে, وَعَادًا وَّثَمُودَا وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ, ছুরা আনকবুতের ৪ রুকুতে আছে, وَعَادًا وَ ثَمُودَا, ছুরা নজমের ৩ রুকুতে আছে, وَثَمُودَا فَمَا اَبْقٰى, এই চারিস্থলে আলেফ উচ্চারণ করিতে হইবে না।

(৭) ছুরা ইউছুফে আছে, لَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِيْنَ, ছুরা আলাকে আছে, لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ, যদি لَنَسْفَعًا ও لَيَكُونًا এর উপর অক্‌ফ করিতে হয়, তবে তনবিন না পড়িয়া আলেফ পড়িতে হইবে।

(৮) কোর-আনের কয়েকস্থলে لَا লিখিত আছে, কিন্তু উচ্চারণ-কালে আলেফ বাদ দিয়া কেবল জবরযুক্ত লাম পড়িবে, ছুরা আল-এমরানের لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ স্থলে لَا اِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ পড়িতে হইবে। ছুরা তওবার وَلَاَوْضَعُوا স্থলে وَ لَا اَوْضَعُوا পড়িতে হইবে। ছুরা নমলের اَوْ لَا اَذْبَحَنَّهٗ স্থলে اَوْلَاَذْبَحَنَّهٗ পড়িতে হইবে। ছুরা ছাফ্‌ফাতের لَا اِلَى الْجَحِيْمِ স্থলে لَاِلَى الْجَحِيْمِ এবং ছুরা হাশরের لَا اَنْتُمْ اَشَدُّ স্থলে لَاَنْتُمْ اَشَدُّ পড়িতে হইবে।

(৯) ছুরা নমলে আছে, فَمَا اٰتٰنِيَ اللّٰهُ, এমাম হাফছ

মিলাইয়া পড়িবার সময় 'ইয়া' অক্ষরে জবর দিতেন, অকৃফ করিতে হইলে, ইয়া থাকিবে, কিম্বা থাকিবে না, এতৎসম্বন্ধে তাঁহার দুই রেওয়া-এত আছে।

(১০) ছুরা কাহাফের ৯ রুকুকে আছে, وَمَا أَنْسٰنِيْهُ ছুরা ফৎহের ২ রুকুতে আছে, عَلَيْهُ اللّٰهَ, এই উভয় স্থলে হায়ে-জমিরে অন্যান্য কারিগণ জের পড়িয়া থাকেন, কিন্তু এমাম হাফছ পেশ পড়িয়া থাকেন।

(১১) ছুরা আনয়ামের ১৫ রুকুতে আছে ;—

قَالَ النَّارُ مَثْوٰكُمْ

আর ছুরা ইউছফের ৮ রুকুতে আছে ;— قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ, প্রথম স্থলে লামের জবর হালকা করিয়া নুনে গোন্না করিবে এবং আওয়াজ উচ্চ করিবে। দ্বিতীয় স্থলে লামের জবর হালকা করিয়া তশদীদযুক্ত লামের উপর গোন্না করিবে এবং মোটা আওয়াজ করিবে।

(১২) ইউছফের ২ রুকুতে আছে ;—

لَا تَأْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ

এস্থলে নুনের উপর স্পষ্ট এদগাম হইবে না, বরং প্রথম নুনকে এজহার ও এদগামের মধ্যভাবে এখফা করিয়া পড়িতে হইবে।

কোর-আনের সাত মঞ্জেলের বিবরণ।

হজরত ওছমান (রাঃ) সাত দিবসে কোর-আন খতম করিতেন, প্রত্যেক দিবসে যে পরিমাণ পড়িতেন, সেই পরিমাণকে এক এক মঞ্জেল বলা হয়। প্রথম মঞ্জেল ছুরা ফাতেহা হইতে ছুরা নেছার শেষ পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় মঞ্জেল ছুরা মায়েদা হইতে ছুরা তওবার শেষ পর্য্যন্ত। তৃতীয় মঞ্জেল ছুরা ইউনছ হইতে ছুরা নহলের শেষ পর্য্যন্ত। চতুর্থ মঞ্জেল ছুরা বনি-ইছরাইল হইতে ছুরা ফোরকানের শেষ পর্য্যন্ত। পঞ্চম মঞ্জেল ছুরা শুরা হইতে ছুরা ইয়াছিনের শেষ পর্য্যন্ত। ষষ্ঠ মঞ্জেল ছুরা ওয়াছ্-ছাফ্যাৎ হইতে ছুরা হোজরাতের শেষ পর্য্যন্ত। সপ্তম মঞ্জেল ছুরা কাফ হইতে কোর-আনের শেষ পর্য্যন্ত।

এই মঞ্জেলের শুরু শুক্রবার হইতে এবং শেষ বৃহস্পতিবারে করিতে হয়। এইরূপ সাত দিবসে সাত মঞ্জেল শেষ করিলে মনস্কাম পূর্ণ হইয়া থাকে।

ছেজদায় তেলাওয়াতের বিবরণ।

কোর-আন শরিফে ১৪টী আয়ত পাঠ করিলে, কিম্বা শ্রবণ করিলে, ছেজদ করা ওয়াজেব হইয়া যায়, এই ছেজদাকে ছেজদায়-তেলাওয়াত বলা হয়।

(১) ছুরা আ'রাফের শেষ রুকুতে إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ হইতে وَلَهُ يَسْجُدُونَ পর্য্যন্ত।

(২) ছুরা রা'দের দ্বিতীয় রুকুতে وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ হইতে وَالْاٰصَالِ পর্য্যন্ত।

(৩) ছুরা নহলের ৬ রুকুতে وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ হইতে مَا يُؤْمَرُوْنَ পর্য্যন্ত।

(৪) ছুরা বনি-ইছরাইলের শেষ রুকুতে قُلْ اٰمِنُوْا হইতে خُشُوْعًا পর্য্যন্ত।

(৫) ছুরা মরয়েমের ৪ রুকুতে اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ হইতে وَبُكِيًّا পর্য্যন্ত।

(৬) ছুরা হজ্জের ২ রুকুতে اَلَمْ تَرَ হইতে مَا يَشَآءُ পর্য্যন্ত।

(৭) ছুরা ফোরকানে ৪ রুকুতে وَاِذَا قِيْلَ হইতে نُفُوْرًا পর্য্যন্ত।

(৮) ছুরা নমলের ২ রুকুতে اَلَّا يَسْجُدُوْا হইতে الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ পর্য্যন্ত।

(৯) আলেফ, লাম, মিম তঞ্জিলের ১ রুকুতে اِنَّمَا يُؤْمِنُ হইতে لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ পর্য্যন্ত।

(১০) ছুরা ছাদের ২ রুকুতে قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ হইতে حُسْنَ مَاٰبٍ পর্য্যন্ত।

(১১) ছুরা হামিম-ছেজদার ৫ রুকুতে فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا হইতে لَا يَسْئَمُوْنَ পর্য্যন্ত।

(১২) ছুরা নজমের ৩ রুকুতে فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ হইতে وَاعْبُدُوْا পর্য্যন্ত।

✓(১৩) ছুরা এনশেকাকে وَ اِذَا قُرِئَ হইতে لَا يَسْجُدُوْنَ পর্য্যন্ত।

✓(১৪) ছুরা আ'লাকে كَلَّا لَا تُطِعْهُ হইতে وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ পর্য্যন্ত।

ছেজদায় তেলাওয়াতের বিস্তারিত মছলা—মছলা-ভাণ্ডারে লিখিত হইবে।

তকবির পাঠ ও কোর-আন খতম করার নিয়ম।

কোর-আন খতমের সময় ছুরা দোহা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ছুরার শেষে অল্লাহো আকবর বলা ছুন্নত, কোন কোন স্থানে ছুরার শেষ অক্ষরকে তকবির হইতে পৃথক করিয়া পড়া উত্তম, আর কোন কোন স্থানে মিলাইয়া পড়া উত্তম। যে ছুরার শেষ অক্ষর ছাকেন, উহাতে একটী জের বেশী করিয়া তকবিরের সহিত মিলাইবে, যথা—

فَارْغَبِ اللّٰهُ اَكْبَرُ - فَحَدِّثِ اللّٰهُ اَكْبَرُ

আর যদি শেষ অক্ষরে তনবিন থাকে, তবে উহাতে জের দিবে, ইহাকে নুন কুৎনি বলা হয়; যথা—

تَوَّابًا نِ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَخَبِيْرٌ نِ اللّٰهُ اَكْبَرُ

আর যদি জের, জবর ও পেশ থাকে, তবু মিলাইয়া পড়িবে, যথা—

حَاكِمِيْنَ اللهُ اَكْبَرُ

যদি উহার শেষ অক্ষর হায়ে-জমি' হয়, তবে না মিলাইয়া পড়া উত্তম, যথা—

خَشِيَ رَبَّهُ اللهُ اَكْبَرُ

নামাজের বাহিরে ও মধ্যে উভয় স্থলে এইরূপ করিতে পারে।

(মছ্‌ক্বা)

ছুরা ফাতেহা শেষ করিয়া আমিন পড়িতে হয়, ছুরা বাকার শেষ করিয়া আমিন ও ছুরা বনি-ইছ্‌রাইল শেষ করিয়া আল্লাহো আক্‌বর পড়িতে হয়।

ছুরা ওয়াকেয়া ও হাক্কা পড়িয়া سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ,

ছুরা মোল্‌ক শেষ করিয়া اَللهُ يَاْتِيْنَا بِهٖ وَهُوَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

ছুরা কেয়ামাহ্ শেষ করিয়া بَلٰى وَعِزَّةِ رَبِّنَا.

ছুরা মোরছালাত শেষ করিয়া اٰمَنَّا بِاللهِ تَعَالٰى,

ছুরা আ'লা শেষ করিয়া سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى পড়িতে হয়।

ছুরা তিন শেষ করিয়া بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ

এবং ছুরা রহমানের فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ শুনিয়া لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ পড়িতে হয়।

কোর-আন আরম্ভ করা কালে 'তায়াওয়োজ' تعوذ পড়িতে হয়, ইহা অধিকাংশ বিদ্বানের মতে মোস্তাহাব।

কোন কারী পড়িতেন, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ কেহ কেহ পড়িতেন, أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

এইরূপ আরও কয়েকপ্রকার পাঠের নিয়ম আছে।

কোর-আন শরীফের প্রত্যেক ছুরার প্রথমে তায়াওয়োজের পরে বিছমিল্লাহের রহমানের রহিম পাঠ করিতে হয়, কেবল ছুরা তওবার প্রথমে উহা পড়িতে হইবে না।

কালুন নামক কারী বলিয়াছেন, ছুরার প্রথমে বিছমিল্লাহ পড়া ছুন্নত।

এমাম কেছায়ি, আছেম ও এবনে কছির বলিয়াছেন উহা পড়া ওয়াজেব।

এমাম হামজা বিছমিল্লাহ না পড়িয়া দুই ছুরার মধ্যে মিলাইয়া পড়িতেন যথা— لَخَبِيرٌ ٱلْقَارِعَةُ

এমাম এবনো-আমের, আবু ওমার ও অরশ বিছমিল্লাহ না পড়িয়া দুই ছুরার মধ্যে ছাকতা করিতেন।

আউজো ও বিছমিল্লাহ পড়ার চারি প্রকার নিয়ম আছে, প্রথম 'আউজো'র শেষ অক্ষরকে 'বিছমিল্লাহ'এর শেষ অক্ষরের সহিত এবং 'বিছমিল্লাহ'এর শেষ অক্ষরকে ছুরার সহিত মিলাইয়া পড়িতে হইবে।

তৃতীয় আউজো, 'বিছমিল্লাহ'এর সহিত মিলাইয়া পড়িবে, কিন্তু বিছমিল্লাহ অকৃফ করিয়া পড়িবে।

চতুর্থ আউজো পড়িয়া অকৃফ করিবে, কিন্তু বিছমিল্লাহ ছুরার সহিত মিলাইয়া পড়িবে।

বিনা আউজো দুই ছুরার মধ্যে বিছমিল্লাহ পড়া তিন প্রকার হইতে পারে ;—

প্রথম, ছুরার শেষ শব্দে অকৃফ করিয়া বিছমিল্লাহকে অন্য ছুরার সহিত মিলাইয়া পড়া।

দ্বিতীয়, প্রথম ছুরার শেষ অক্ষরে অকৃফ করা ও বিছমিল্লাহ অকৃফ করিয়া পড়া।

তৃতীয়, প্রথম ছুরার শেষ শব্দকে 'বিছমিল্লাহ'এর সহিত এবং বিছমিল্লাহকে দ্বিতীয় ছুরার সহিত মিলাইয়া পড়া, কিন্তু শেষ ছুরার শব্দকে 'বিছমিল্লাহ'এর সহিত মিলাইয়া পড়া মকরূহ, কেননা বিছমিল্লাহ কোন কার্য্যের শুরু করার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ছুরার শেষে পাঠ করার জন্য নহে।

ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, কারী বিছমিল্লাহ অকৃফ করিয়া পড়িতে পারে, কিম্বা ছুরার সহিত মিলাইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু ফাতেহা, কারেয়া, কামার, রহমান, কাহাফ, আনয়া'ম' আম্বিয়া, ছাবা, হাক্কা, আলাক ও ফাতের এই ১১টী ছুরার সহিত বিছমিল্লাহ মিলাইয়া পড়া উত্তম, আর বাইয়েনা, কেতাল, তাকাছোর, আবাছ, লাহাব, তংফিক, হোমাজা, কেয়ামাহ ও বালাদ এই নয়টী ছুরার পূর্ব্বে বিছমিল্লাহ অকৃফ করিয়া পড়া উত্তম।

ছুরা তওবাতে বিছমিল্লাহ না থাকার কারণ এই যে, উহাতে খোদার গজবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, আর বিছমিল্লাহতে তাঁহার রহমতের কথা বর্ণিত হইয়াছে, এই হেতু উহাতে বিছমিল্লাহ নাই।

কোর-আন খতম করা কালে ছুরা এখলাছের পূর্ব্বে একবার

বিছমিল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে পড়া হয়, উক্ত ছুরা তিনবার পড়া হয় এবং ছুরা নাছ শেষ করার পরে ছুরা ফাতেহা ও ছুরা বাকারার আলেফ-লাম-মিম হইতে আলমোফলেহুন পর্য্যন্ত পড়া হয়, ইহা জায়েজ হইবে।

কোর-আর পড়া শেষ হইলে, নিম্নোক্ত দোয়া পড়া ছুন্নত ;—

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ وَ بَلَّغَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ -

اَللّٰهُمَّ انْفَعْنَا بِهٖ وَ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّوْمَ ❋

কারিগণের নাম।

৭ জন প্রসিদ্ধ কারি ছিলেন, তাহাদিগকে 'শমুছ'কারী বলা হয়, আর ৭ জন কারি ছিলেন, তাহারা 'শমুছ' কারিগণের মত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই, ইহাদিগকে 'বহুর'কারী বলা হয়। প্রত্যেক কারীর দুইজন করিয়া ২৮ জন শিষ্য ছিলেন।

সমুছ কারিগণ	তাঁহাদের শিষ্যগণ
১। মদিনার এমাম নাফে',	কালুন, অরশ।
২। মক্কার এমাম এবনো-কছির	বজি, কোম্বল।
৩। বাসরার এমাম আবু আমর,	দওরি, ছুছি।
৪। শামের এমাম এবনো-আমের,	হেশাম, এবনো-জাকাওয়ান
৫। কুফার এমাম আ'ছেম,	আবু বকর, হাফছ।
৬। কুফার এমাম হামজা,	খালাফ বাজ্জাজ, আবুইছাখাল্লাদ।
৭। কুফার এমাম কেছায়ি,	আবুল-হারেছ, দওরি।

বহুরকারিগণ	তাঁহাদের শিষ্যগণ
১। আবু-জা'ফর,	ইছা, এবনো-হাম্মাদ।
২। এবনো-মাহাজ,	বজি, এবনো-ছম্মজ।

৩। ইয়াকুব, রোওয়াএশ, আবুল-হাছান।
৪। ছোলায়মান আ'মাশ, মোতাওলি, শাম্বুজি।
৫। খালাফ বাজ্জাজ, এছহাক অর্রাক, ইদরিছ,
৬। হাছান বাসারি, দওরি, ইছা তকি।
৭। এ হইয়া তেরমেজি, আবু-আবওয়াব, এবমো-কোজাহ

কোর-আন শরিফের পারা, রুকু, আয়ত কলেমা, অক্ষর, জের, জবর, পেশ ইত্যাদির সংখ্যা।

কোর-আনের পারা—	৩০
ছুরা—	১১৪
রুকু—	৫৪০
আলেফ—	৪৮৮৭২
বে—	১১৪২২
তে—	১০১৯৯
ছে—	১২৭৬
জিম—	৩২৭৩
হে—	৩৯৭৩
খে—	২৪১৬
দাল—	৫৬৪২
জাল—	৯৬৯৭
রে—	১১৭৯৩
জে—	১৫৯০
ছিন—	৫৮৯১
শিন—	২২৫৩
ছাদ—	২০১৩
দোয়াদ—	১৬০৭
তোয়া—	১২৭৪
জোয়া—	৮৪২
আএন—	৯২২০
গাএন—	২২০৮

ফে—	৮৪৯৯
বড় কাফ—	৬৮১৩
ছোট কাফ —	৯৫২০
লাম—	৩৩৪৩২
মিম—	২৬৫৩৫
নুন—	২৬৫৬০
ওয়াও—	২৫৫৩৬
হে—	১৯০৭০
লাম-আলেফ—	৪৭২০
হাজমা—	৪১১৫
ইয়া—	২৫৯১৯

জবর—	৫৩২৪৩
জের—	৩৯৫৮২
পেশ—	৮৮০৪
মদ্দ—	১৭৭১
তশদীদ—	১২৫৩
নোক্তা—	১০৫৬৮১

কোর-আন শরিফের আয়তের সংখ্যা কত, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

আয়ত।

কুফিগণের মতে—	৬২৩৬
বাসারিগণের মতে	৬২১৬
শামিদিগের মতে	৬২৫০
এছমাইল মাদানির মতে	৬২১৪
মক্কাবাসিগণের মতে	৬২১২
হজরত আবতুল্লাহ-বেনো-মছউদের মতে—	৬২১৮
হজরত আএশার মতে—	৬৬৬৬

প্রথম মতটী সমধিক প্রবল।

কোর-আন শরিফের শব্দ কত, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

হামিদের মতে—	৭৬৪৩০
মুজাহেদের মতে—	৭৬২৫০
আবদুল আজিজের মতে—	৭০৪৩৯
এবরাহিম এতিমির মতে	৭৭৪৩৯

কোর-আন শরিফের কত অক্ষর, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

হজরত আবদুল্লাহ বেনে-মছউদের মতে—	৩২২৬৭১ অক্ষর
হজরত আবদুল্লাহ-বেনে-আব্বাছের মতে—	৩২৩৬৭১ „
এমাম মুজাহেদের মতে—	৩২১১২১ „
এবরাহিম এতিমির মতে—	৩২৩০১৫ „
আবদুল আজিজের মতে—	৩১১২০০০ „
এবরাহিম নাখয়ির মতে—	৩২৩২১৫ „

যে অক্ষরগুলি পড়িতে হয় না, কেহ উক্ত অক্ষরগুলি গণনা করার সময় ধরিয়াছেন, অন্য কেহ তৎসমস্ত বাদ দিয়াছেন, তশদিদযুক্ত অক্ষরগুলিকে কেহ এক অক্ষর, কেহবা দুই অক্ষর ধরিয়াছেন।

কেহ কোন শব্দকে এক শব্দ ধারণা করিয়াছেন, কেহ বা দুই শব্দ ধরিয়াছেন, এই হেতু বিদ্বান্‌গণের মতভেদ হইয়াছে।

সমাপ্ত।

IMPERIAL LIBRARY

ফুরফুরার পীর সাহেব কেবলার অনুমোদিত ও বঙ্গ-বিখ্যাত আলেম
ও লেখক জনাব মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব
প্রণীত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়

অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলী।

১। আমপারার তফসির, মূল্য ২৷৷০ টাকা মাত্র।

২। আলেফ-লাম-মিম পারার তফসির, মূল্য ২৲ টাকা।

৩। ছাইয়াকুল পারার তফছির, মূল্য ১৷৷০ টাকা।

৪। ওয়াজ শিক্ষা, ১ম ভাগ মূল্য ৷৷৵০ আনা।

৫। ঐ দ্বিতীয় ভাগ, মূল্য ৷৷৵০ আনা।

৬। ঐ তৃতীয় ভাগ, মূল্য ৷৷০ আনা।

৭। ঐ চতুর্থ ভাগ, মূল্য ৷৷০ আনা

৮। তাবিজাত, প্রথম ভাগ, মূল্য ৷৵০ আনা।

৯। ঐ দ্বিতীয় ভাগ, মূল্য ৷৵০ আনা।

১০। ঐ তৃতীয় ভাগ, মূল্য ৷৵০ আনা

১১। তরিকত দর্পণ বা তাছাওয়ফ তত্ত্ব, চারি তরিকার নিয়মাবলী, মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

১২। সায়েকাতোল-মোসলেমিন, মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

১৩। বোরহানোল-মোকাল্লেদীন বা মজহাব মীমাংসা, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

১৪। কামেয়োল মোবতাদেয়িন, বা ছেয়ানতল মোমেনিনের দন্ত চূর্ণকারী প্রতিবাদ। প্রথম ভাগ, মূল্য ৷৶০ আনা, ২য় ভাগ ৷৷০ আনা, ৩য় ভাগ ৷৷০ মাত্র।

১৫। হানাফী ফেকহ তত্ত্ব, প্রথম ভাগ, মূল্য ১৷০ আনা মাত্র।

১৬। ঐ দ্বিতীয় ভাগ, মূল্য ৷৷০ আনা।

১৭। নবাবপুরে হানাফী মোহাম্মদী বাহাছ, মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

১৮। জরুরি-মাসায়েল, প্রথম ভাগ, মূল্য ৷৷০ আনা, দ্বিতীয় ভাগ, ৷৷০ আনা, তৃতীয় ভাগ, ৷৷০ আনা মাত্র।

১৯। মাসায়েল খণ্ড, প্রথম ভাগ, মূল্য ৷৷৵০ আনা, দ্বিতীয় ভাগ, ৷৷৵০ আনা

২০। ঐ তৃতীয় ভাগ, মূল্য ৷৷৵০ আনা মাত্র।

২১। কেয়াসের অকাট্য দলীল, মূল্য ৷৷৵০ আনা মাত্র।

২২। সত্য ফেরকা নির্ব্বাচন, মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

২৩ লক্ষীপুরে হানাফী মোহাম্মদীর বাহাস, মূল্য ।০ আনা মাত্র।

২৪। রদ্দে বেদাত দ্বিতীয় ভাগ, মূল্য ।০ আনা মাত্র।

২৫। বাগমারির ফকিরের ধোকাভঞ্জন, মূল্য ।০ আনা মাত্র।

২৬। হজ্জের মসলা ও দোওয়া, মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

২৭। খোন্দকারের ধোকাভঞ্জন, মূল্য। ০আনা মাত্র।

২৮। আখেরে-জোহর. মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

২৯। দাল্লীন ও জাল্লীনের মীমাংসা, মূল্য ।৴০ আনা মাত্র।

৩০। অপবাদ খণ্ডন, মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

৩১। নেকাহ ও জানাজা তত্ত্ব ও তরিকার পীরগণের সেজরা মূল্য ।/০।

৩২। এহকাকোল-হক (সেজরা সংক্রান্ত মীমাংসা) মূল্য ৷৷৵০ আনা।

৩৩। এবতালোল-বাতেল (কট বন্ধকের মসলা) মূল্য ।৴০ আনা মাত্র।

৩৪। তরদিদোল-মোবতেদিন, (রদ্দে রফোল-মোহাদ্দেছিন) মূল্য ৷৷০।

৩৫। হাজিগঞ্জের ছেজরা বাহাছ, মূল্য ।০ আনা মাত্র।

৩৬। কারামতে-আহমদীয়া, (হজরত সৈয়দ আহমদ (রঃ) এর জীবনী,) মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

৩৭। সেরাজগঞ্জের বাহাছ (মৌলুদ, কেয়াম, গ্রামে-জুমা, আখেরে-জোহর ইছালে-ছওয়াবের মজলিসের মীমাংসা) মূল্য ।/০ আনা মাত্র।

৩৮। কেরাত শিক্ষা প্রথম ভাগ, মূল্য ৷৷৴০ আনা।

৩৯। গ্রামে-জোমা (বা হিন্দুস্থানের একটী ফৎওয়ার রদ) মূল্য ।৵০ আনা।

৪০। গ্রামে জুমা সম্বন্ধে মক্কা শরিফ ও হিন্দুস্থানের ফৎওয়া মূল্য ।০ আনা।

৪১। মসলা ভাণ্ডার তৃতীয় ভাগ, মূল্য ৷৷০ আনা।

৪২। রদ্দে বেদয়াত প্রথম ভাগ, মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

৪৩। এজহারোল হক বা কদমবুছির ফৎওয়া, মূল্য ।০ আনা।

৪৪। কলেমাতোল-কোফর মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

কেতাব পাইবার ঠিকানা ঃ—

শেখ আব্দুল অহিদ

সাং নারায়ণপুর, পোঃ টাকী, জেলা ২৪ পরগণা